NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Choice Based Credit System
(CBCS)

SELF LEARNING MATERIAL

HEC
ECONOMICS

CC-EC-08

Under Graduate Degree Programme

উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল' / 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যাণ্মাষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক—উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের মতই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি-প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক এবং কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) রঞ্জন চক্রবর্ত্তী
উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Progreamme

Choice Based Credit System (CBCS)

(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যাবস্থা)

বিষয় : সাম্মানিক অর্থনীতি

Subject : Honours in Economics (HEC)

পাঠক্রম : ব্যষ্টি অর্থনীতি-III (Microeconomics-III)

Course Code : CC-EC-08

প্রথম মুদ্রণ ঃ ফেব্রুয়ারী, 2023

First Print : February, 2023

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Progreamme

Choice Based Credit System (CBCS)

(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যাবস্থা)

বিষয় : সাম্মানিক অর্থনীতি

Subject : Honours in Economics (HEC)

পাঠক্রম : ব্যষ্টি অর্থনীতি-III (Microeconomics-III)

Course Code : CC-EC-08

: বিষয় সমিতি :

সদস্যবৃন্দ

অনির্বাণ ঘোষ
Director (i/c), SPS, NSOU
(Chairperson)

সেবক জানা
Professor of Economics,
Vidyasagar University

বিবেকানন্দ রায়চৌধুরী
Associate Professor of Economics,
NSOU

অসীম কুমার কর্মকার
Assistant Professor of Economics,
NSOU

প্রিয়ন্থী বাগচী
Assistant Professor of Economics,
NSOU

থীরেন কোনার
Professor (Former) of Economics,
University of Kalyani

বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী
Professor of Economics,
NSOU

সেখ সেলিম
Associate Professor of Economics,
NSOU

পূর্বা রায়চৌধুরী
Associate Professor of Economics,
Bhawanipore Education Society

: রচনা :

প্রবাল দাশগুপ্ত
Associate Professor of Economics,
Acharya Girish Chandra Bose College

: সম্পাদনা :

সেখ সেলিম
Associate Professor of Economics,
NSOU

: বিন্যাস সম্পাদনা :

প্রিয়ন্থী বাগচী
Assistant Professor of Economics, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ড. অসিত বরণ আইচ

নিবন্ধক (কার্যনির্বাহী)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

(নির্বাচন ভিত্তিক মূল্যমান ব্যাবস্থা)

Subject : Honours in Economics (HEC)

পাঠক্রম : ব্যষ্টি অর্থনীতি-III (Microeconomics-III)

Course Code : CC-EC-08

একক 1	❒ সাধারণ ভারসাম্য, দক্ষতা এবং কল্যাণ	7-22
একক 2	❒ বাজার-ব্যবস্থার ব্যর্থতা	23-31
একক 3	❒ উপকরণের বাজার : জমির বাজার	32-44
একক 4	❒ উপকরণের বাজার : শ্রমের বাজার	45-55
একক 5	❒ উপকরণের বাজার : মূলধন ও উদ্যোগের বাজার	56-69
একক 6	❒ ফার্মের বিকল্প তত্ত্ব	70-80

একক 1 ❐ সাধারণ ভারসাম্য, দক্ষতা এবং কল্যাণ

গঠন

1.1 উদ্দেশ্য

1.2 প্রস্তাবনা

1.3 আংশিক ভারসাম্য বনাম সাধারণ ভারসাম্য

1.3.1 সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা

1.3.2 সাধারণ ভারসাম্য মডেল

1.4 সম্পদের দক্ষ বণ্টন

1.4.1 উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা

1.4.2 ভোগের ক্ষেত্রে দক্ষতা

1.4.3 ভোগ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে একত্রে দক্ষতা ভারসাম্য

1.5 কল্যাণমূলক অর্থনীতি

1.5.1 প্যারেটো কাম্যতা শর্ত এবং ক্ষতিপূরণ শর্তের মধ্যে তুলনা

1.5.2 ভারসাম্যের ওয়ালরাসীয় স্থিতিশীলতা

1.6 সংক্ষিপ্তসার

1.7 অনুশীলনী

1.8 গ্রন্থপঞ্জি

1.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে

- আংশিক ভারসাম্য ও সাধারণ ভারসাম্যের সম্বন্ধে সম্যক ধারণা
- উৎপাদন, ভোগ এবং ভোগ ও উৎপাদনের উভয় ক্ষেত্রে সম্পদের দক্ষ বণ্টন কীভাবে হয়; এবং
- কল্যাণমূলক অর্থনীতি যা সম্বন্ধে মূলত প্যারেটো ও ওয়ালরাসের বক্তব্যের সার কথা

1.2 প্রস্তাবনা

অর্থশাস্ত্রে ভারসাম্য বলতে সেই অবস্থাকে বোঝানো হয় যেখান থেকে পরিবর্তনের কোনো ঝোঁক বা প্রবণতা থাকে না, ভারসাম্য কথাটি প্রধানত দুটি Latin শব্দ Acquus এবং Libra থেকে এসেছে। Acquus শব্দের অর্থ সমান এবং Libra-র অর্থ স্থিতি। তাই ভারসাম্যের সাধারণ অর্থ হচ্ছে সমানভাবে স্থিতি অবস্থা। তবে অর্থনীতিতে ভারসাম্য বলতে এমন অবস্থাকে বোঝান হয় যখন দুই বা ততোধিক শক্তি

মিলিত হয় এবং কোনো শক্তিরই এই অবস্থান থেকে বিচ্যুত হবার প্রবণতা বা ঝোঁক থাকে না। অর্থনীতিতে, সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্ব বিভিন্ন বাজারের সাথে সামগ্রিক অর্থনীতিতে সরবরাহ, চাহিদা এবং দামের আচরণের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে চাহিদা ও জোগানের সমন্বয়ে সামগ্রিকভাবে সাধারণ ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্ব, আংশিক ভারসাম্য তত্ত্বের সাথে পৃথক হয়, কারণ আংশিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একক বাজারকে বিশ্লেষণ করা হয়। সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হল ওয়ালরাস। অধ্যাপক জর্জ যোশেফ স্টিগলার (১৯১১-১৯৯১) মনে করেন ভারসাম্য হল এমন এক অবস্থা যেখান থেকে চলরাশিসমূহের বিচ্যুত হবার কোন প্রবণতা থাকে না। ভারসাম্যকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

আংশিক ভারসাম্য এবং সাধারণ বা সামগ্রিক ভারসাম্য।

1.3 আংশিক ভারসাম্য বনাম সাধারণ ভারসাম্য

আংশিক ভারসাম্য বলতে সেই অবস্থাকে বোঝান হয় যেখানে কোনো একটি দ্রব্যের ভারসাম্য দাম এবং, পরিমাণকে বিবেচনা করা হয়। আংশিক বাজার ভারসাম্য বিশ্লেষণ সহজবোধ্য কারণ এক্ষেত্রে একটি মাত্র বাজারকে বিবেচনা করা হয়। এই আংশিক ভারসাম্যের সাহায্যে অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ অবস্থা বোঝা যায় না। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ আংশিক ভারসাম্যে কার্যকরী নয়। এই আংশিক বাজারের ভারসাম্য গতিশীল অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন কবওয়েব মডেল। অপরদিকে, সামগ্রিক বা সাধারণ ভারসাম্য এমন এক পদ্ধতি যা সমগ্র অর্থনীতির কার্যাবলি পর্যালোচনা করে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন জেভন্‌স (Jevons), মেনজার (Menger) এবং ওয়ালরাস (Walras)-এর মত বিখ্যাত অর্থনীতিবিদরা। মার্শাল কর্তৃক আলোচিত আংশিক ভারসাম্য পদ্ধতির সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। সাধারণ ভারসাম্য একাধিক ভারসাম্য দাম ও পরিমাণকে আলোচনা করে। তাই সাধারণ বাজার ভারসাম্য তুলনামূলকভাবে জটিল ও সময় সাপেক্ষ। কারণ এক্ষেত্রে একাধিক বাজারকে বিবেচনা করা হয়। এই কারণেই সাধারণ বাজার ভারসাম্যের সাহায্যে অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ অবস্থা বোঝা যায়।

যে-কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে কিনা তা বুঝতে হলে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চলরাশিগুলির আচরণ, সময়ের ব্যবধান এবং তাদের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া জানা দরকার। আংশিক ভারসাম্য অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে এইরূপ পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে সক্ষম নয়। এক্ষেত্রে সামগ্রিক বা সাধারণ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, শ্রমের বাজারে মজুরি হ্রাস পেলে কিছু ফার্মের উৎপাদন ব্যয় কমবে। তখন অন্যান্য বিষয়সমূহ যদি স্থির বা অপরিবর্তিত থাকে তাহলে এই ব্যয় হ্রাস পাবার ফলে কোনো ফার্ম তার দ্রব্যের দাম হ্রাস করতে পারে, উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। এটি হল আংশিক ভারসাম্যের প্রত্যাশা। কিন্তু সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণে এই বিষয়টি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে পারে। কারণ মজুরি কমের অর্থ হল আয় কম। আয় কম হলে চাহিদা ও দ্রব্যের দাম কমবে। দ্রব্যের দাম হ্রাস আবার উপাদানের বাজারে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে—অর্থাৎ উপাদানের চাহিদা হ্রাস করবে। পরিণামে অর্থনীতিতে বেকারত্বের সৃষ্টি হতে পারে। তাই মজুরি হ্রাসের মাধ্যমে নিয়োগ বৃদ্ধির ব্যাপারে আংশিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে যে প্রত্যাশা সৃষ্টি হয় তা বিভিন্ন উপাদানের ও দ্রব্যের বাজারে প্রতিক্রিয়ার ফলে বাস্তবায়িত নাও হতে পারে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ কে. জে. অ্যারো গবেষণার ভিত্তিতে বলেছেন যে-কোনো অর্থনীতির সার্বিক (overall) ভারসাম্যকে প্রতিটি দ্রব্যের জন্য পৃথক পৃথক করে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। ১৮৩৮ সালে ঠিক একই বক্তব্য অধ্যাপক ফরাসি অর্থনীতিবিদ্ আঁতোয়ান অগস্ত্য কুর্ণো (১৮০১-১৮৭৭) তাঁর লেখায় প্রকাশ করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে আন্তঃবাজার সম্পর্কিত কোনো আলোচনার ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিশ্লেষণ আপেক্ষিকভাবে শ্রেয়।

উপরে উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে আংশিক এবং সামগ্রিক বা সাধারণ ভারসাম্যের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি করা যায়—

১. কোনো নির্দিষ্ট উৎপাদক, ভোগকারী এবং শিল্পের ক্ষেত্রে যে ভারসাম্য পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ বলে। সীমিত তথ্যের সাহায্যে এইরূপ ভারসাম্যের বিশ্লেষণ করা হয়।

অপরদিকে, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের অসংখ্য দ্রব্য ও উপকরণের সামগ্রিক চাহিদা ও জোগানের সমতার সাপেক্ষে সামগ্রিক আয় ও ব্যয়ের সমতা বিধানের বিষয় যে পদ্ধতির অধীনে করা হয় তাকে সাধারণ ভারসাম্য বলা হয়।

২. আংশিক ভারসাম্য ফার্ম এবং পরিবারগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক আচরণের কয়েকটি দিক তুলে ধরে, কিন্তু সামগ্রিক ভারসাম্যে সমস্ত ফার্ম ও পরিবারবর্গের অর্থনৈতিক আচরণের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়।

৩. আংশিক ভারসাম্য যে নির্দিষ্ট ভোগকারী, উৎপাদনকারী বা উপকরণ নিয়ে আলোচনা করে তার অর্থনৈতিক আচরণের ফলাফলের আংশিক দিক তুলে ধরে। যখন পরিবার এবং ফার্মের কোনো দ্রব্য ক্রয় এবং বিক্রয় সম্পর্কে আংশিক ভারসাম্য পদ্ধতি আলোচনা করে তখন তাদের আচরণে কী পরিবর্তন আসতে পারে তার ব্যাখ্যা ঐ দ্রব্যটির আপেক্ষিক দামের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু সামগ্রিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে তাদের আচরণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শুধু ওই দ্রব্য নয় তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যের গতি-প্রকৃতিও বিবেচনা করা হয়।

৪. আংশিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে দ্রব্য বা উপকরণের মূল্য ও পরিমাণ বিবেচনা করা হয়। তা ছাড়া অন্যান্য মূল্য স্থির ধরা হয়। কিন্তু সামগ্রিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্পদের মোট পরিমাণ সাধারণত স্থির ধরা হয়।

৫. আংশিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে কোনো দ্রব্য বা উপাদানের ব্যবহার স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু সামগ্রিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে দ্রব্য ও উপাদানের বাজারের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করা হয়।

1.3.1 সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা

ওয়ালরাস সাধারণ ভারসাম্যের তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন একটি বিতর্কিত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে। এই মুহূর্তে বেশিরভাগ অর্থনৈতিক মূল্যায়ন শুধুমাত্র আংশিক ভারসাম্যকে বিশ্লেষণ করে, যা পৃথক বাজারে জোগানের সমান চাহিদা এবং বাজার পরিস্কারের মূল্য নির্ধারণ করে। এই ধরনের বিশ্লেষণে দেখা যায় না যে একই সময় সমস্ত বাজার ভারসাম্যে থাকতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক ভারসাম্য তত্ত্বটি দেখানোর চেষ্টা করে কেন এবং কীভাবে সমস্ত মুক্ত বাজার দীর্ঘমেয়াদে ভারসাম্যের দিকে এগিয়ে যায়।

তাই অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের অসংখ্য দ্রব্য ও উপকরণের সামগ্রিক চাহিদা ও জোগানের সাপেক্ষে সামগ্রিক আয় ও ব্যয়ের সমতা বিধানের বিষয় যে পদ্ধতির দ্বারা করা হয় তাকে সামগ্রিক ভারসাম্য বলে।

এক্ষেত্রে ভারসাম্য আলোচনায় দ্রব্য ও উপকরণসমূহের চাহিদা ও জোগান আপেক্ষকের ক্ষেত্রে অপরাপর বিষয়গুলি সাধারণত পরিবর্তনশীল ধরা হয়। দ্রব্য ও উপকরণের বাজারের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিবেচনা করা হয়। বিবেচিত দ্রব্যসমূহের চাহিদাকে শুধুমাত্র এদের মূল্যের ওপর নয়, উপকরণসমূহের মূল্যের উপরও নির্ভরশীল ধরা হয়। আবার, পারিবারিক ক্ষেত্রে এবং শিল্প ক্ষেত্রের মধ্যে চূড়ান্ত দ্রব্য এবং প্রাথমিক উপকরণের প্রবাহের মাধ্যমে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখানো হয়। এইভাবে উপকরণের মোট মূল্য বা পরিবারবর্গের আয় এবং চূড়ান্ত দ্রব্যের মোট বিক্রয় বা পরিবারবর্গের ব্যয়ের মধ্যে সমতা দেখানো হয়।

1.3.2 সাধারণ বা সামগ্রিক ভারসাম্য মডেল

ব্যষ্টিগত অর্থনীতিতে দু'ধরনের ভারসাম্য আলোচনা করা হয়, আংশিক ভারসাম্য এবং সাধারণ বা সামগ্রিক ভারসাম্য। আংশিক ভারসাম্যের আলোচনায় আমরা একটিমাত্র উৎপন্ন দ্রব্য বা উপাদানের বাজারে ভারসাম্য আলোচনা করি এবং ধরে নিই যে, অন্যান্য সমস্ত উৎপন্ন ও উপাদানের বাজার অপরিবর্তিত থাকছে। অপরদিকে, সাধারণ বা সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণে স্বীকার করা হয় যে, উৎপন্ন ও উপাদানের দাম ও পরিমাণ পরস্পর নির্ভরশীল এবং সেজন্য সমস্ত উৎপন্ন ও সমস্ত উপাদানের বাজারে একসাথে ভারসাম্য স্থাপিত হয়। অর্থনীতিবিদ ওয়ালরাস এই সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের প্রবক্তা।

ধরা যাক, x দ্রব্যের চাহিদা বেড়েছে। আমরা এর প্রভাব দেখতে চাই। আংশিক ভারসাম্য আলোচনায় x দ্রব্যের চাহিদা রেখা ডানদিকে সরবে এবং এর দাম বাড়বে। কিন্তু সামগ্রিক ভারসাম্য আলোচনায় অন্যান্য প্রভাবও বিবেচনা করা হয়। যেমন, এক্ষেত্রে x-এর উপর ব্যয় বাড়বে। যদি ভোগকারীর মোট ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে x-এর পরিবর্ত বা বিকল্প দ্রব্যের চাহিদা কমবে। ফলে ওই সকল দ্রব্যের দাম কমবে। আবার, x-এর পরিপূরক দ্রব্যের দাম বাড়বে। দীর্ঘকালে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন পরিমানেরও পরিবর্তন ঘটবে। ফলে উপাদানের দামেও পরিবর্তন হবে। ফলে আয় বণ্টনের পরিবর্তন ঘটবে এবং তা আবার চাহিদার ধরনে পরিবর্তন আনবে। এভাবে সামগ্রিক বা সাধারণ ভারসাম্য আলোচনায় আমরা একসারি পরিবর্তন পাই। এই বিশ্লেষণ দেখায় যে, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

এখন দেখা যাক, সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণে কীভাবে বিভিন্ন দ্রব্য ও উপাদানের বাজারে দাম ও পরিমাণ একযোগে নির্ধারিত হয়। আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার ধরে নিচ্ছি। আমাদের মডেলটি Walras-Leontief মডেল বলে পরিচিত। মনে করি, বাজারে n সংখ্যক দ্রব্য এবং m সংখ্যক উপাদান আছে। ধরাযাক, r_i হল i-তম উপাদানের যোগান এবং x_j হল j-তম দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ($i = 1, 2, ..., m ; j = 1, 2, ..., n$)।

মনে করি a_{ij} হল এক একক jতম দ্রব্য উৎপাদনের জন্য iতম উপাদানের পরিমাণ। এখন, প্রতিটি উপাদানের ক্ষেত্রে যোগান ও চাহিদার সমতা থেকে পাই,

$$\left.\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n &= r_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n &= r_2 \\ ..... \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n &= r_m \end{aligned}\right\} ..... (1)$$

এখন, মনে করি $P_1, P_2, ..., P_n$ হল n সংখ্যক দ্রব্যের দাম এবং $V_1, V_2, ..., V_m$ হল m সংখ্যক উপাদানের দাম। দ্রব্যের চাহিদা দ্রব্যগুলির এবং উপাদানসমূহের দামের উপর নির্ভর করে। দ্রব্যের বাজারে চাহিদা = যোগান বসিয়ে পাই,

$$\left.\begin{aligned} x_1 &= F_1 (P_1, P_2, ..., P_n, v_1, v_2, ..., V_m) \\ x_2 &= F_2 (P_1, P_2, ..., P_n, v_1, v_2, ..., V_m) \\ ..... \\ x_n &= F_n (P_1, P_2, ..., P_n, v_1, v_2, ..., V_m) \end{aligned}\right\} ..... (2)$$

আমরা এখানে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য আলোচনা করছি। সুতরাং সব n দ্রব্যের ক্ষেত্রেই P = AC হবে। অর্থাৎ,

$$\left.\begin{aligned} a_{11}v_1 + a_{21}v_2 + ... + a_{m1}V_m &= P_1 \\ a_{12}v_1 + a_{22}v_2 + ... + a_{m2}V_m &= P_2 \\ ..... \\ a_{1n}v_1 + a_{2n}v_2 + ... + a_{mn}V_m &= P_n \end{aligned}\right\} ..... (3)$$

সবশেষে, আমরা অনুমান করছি যে, উপাদানগুলির যোগানের পরিমাণও দ্রব্যগুলির এবং উপাদানের দামের উপর নির্ভর করে। সুতরাং,

$$\left.\begin{aligned} r_1 &= G_1 (P_1, P_2, ..., P_n, v_1, v_2, ..., V_m) \\ r_2 &= G_2 (P_1, P_2, ..., P_n, v_1, v_2, ..., V_m) \\ ..... \\ r_m &= G_m (P_1, P_2, ..., P_n, v_1, v_2, ..., V_m) \end{aligned}\right\} ..... (4)$$

আমাদের সমীকরণ রয়েছে (2m + 2n) সংখ্যক এবং চলরাশিও সমসংখ্যক। সুতরাং এদের সমাধান করা যাবে। তবে Walras Law অনুযায়ী, যদি n সংখ্যক বাজার থাকে এবং (n–1) সংখ্যক বাজারে ভারসাম্য থাকে, তাহলে n-তম বাজারেও ভারসাম্য থাকবে। সুতরাং আমাদের (2m + 2n – 1) সংখ্যক সমীকরণ বিবেচনা করলেই চলবে। একটি দ্রব্যকে numeraire ধরে অর্থাৎ সমস্ত দ্রব্যের দামকে কোন একটি দ্রব্যের দামের অঙ্কে প্রকাশ করে আমরা চলরাশি বা অজ্ঞাত রাশির সংখ্যাও একটি কমিয়ে ফেলতে পারি। Numeraire দ্রব্যের দাম একের সমান। সুতরাং, আবার সমীকরণের সংখ্যা ও অজ্ঞাত রাশির সংখ্যা

পরস্পর সমান (= 2m + 2n + 1), এগুলিকে সমাধান করে আমরা দ্রব্য ও উপাদান সমূহের ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারি। সুতরাং, আপাতদৃষ্টিতে (primafacie) একটি সামগ্রিক ভারসাম্য ও দাম ও পরিমাণ বর্তমান। পরবর্তীকালে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ্ জেরার্ড দেব্রু Gerald Debreu (১৯২১-) গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেছেন যে, ভারসাম্যটি স্থায়ী (stable)।

সামগ্রিম ভারসাম্য আলোচনার অবশ্য কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। (1) এখানে সমস্ত দ্রব্য ও উপাদানের দাম কোনো একটি দ্রব্যের দামের অঙ্কে নির্ধারিত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা আপেক্ষিক দাম পাচ্ছি। বস্তুনিরপেক্ষ (absolute) দাম পাচ্ছি না। (2) সামগ্রিক ভারসাম্যে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে তাও এই আলোচনায় জানা যায় না।

তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আংশিক ভারসাম্য আলোচনায় বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একটি দ্রব্য বা উপাদানের বাজারে ভারসাম্য দেখা হয়। এখানে ধরা হয় যে, কোনো একটি ক্ষেত্রের পরিবর্তন দেশের অপর কোনো ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করবে না। এই অনুমান বাস্তবসম্মত নয়। বাস্তবে সমস্ত বাজারই পরস্পর নির্ভরশীল এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত (Everything hangs together)। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য। এই সকল বিষয়গুলি সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ দ্বারাই যথাযথভাবে বিবেচনা করা যায়; আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ দ্বারা তা সম্ভব নয়।

1.4 সম্পদের দক্ষ বণ্টন

ইতালির খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ ভিলফ্রেদো প্যারেটো (V.Pareto) অর্থনৈতিক দক্ষতা নির্ধারণের জন্য যে শর্ত প্রদান করেন তা প্যারেটো কাম্যতা নামে পরিচিত। প্যারেটো কাম্যতা দুইভাবে প্রকাশ করা যায়।

প্রথমত : যদি এরকম কোনো অবস্থা পরিলক্ষিত হয় সেখান থেকে বিচ্যুত হলে কারো কোনো ক্ষতি না করে অন্য কারো কল্যাণ বৃদ্ধি করা অসম্ভব হয় তখন ওই অবস্থাকে প্যারেটো দক্ষতা বলে।

দ্বিতীয়ত : কোনো অবস্থার পরিবর্তন করলে যদি দেখা যায় যে কারো ক্ষতিসাধন না করে কমপক্ষে একজনের কল্যাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে তাকে সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধির উপায় বলে মনে করা যায়।

যে-কোনো অর্থনীতিতে প্যারেটো দক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নের তিনটি প্রান্তিক শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হয়।

ক) বিনিময়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা—অর্থাৎ ভোগকারীদের মধ্যে দ্রব্য বণ্টনে দক্ষতা।

খ) উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা— অর্থাৎ বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে উপকরণ বণ্টনে দক্ষতা।

গ) দ্রব্যসমূহের ক্ষেত্রে উপকরণ মিশ্রণের দক্ষতা অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে উপকরণ বণ্টনে দক্ষতা।

উপরের উল্লিখিত তিনটি বিষয় আলোচনার জন্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে কোনো অর্থনীতিতে দুটি উপকরণ, শ্রম (L) এবং মূলধন (K) দ্বারা দুটি দ্রব্য X এবং Y উৎপাদিত হচ্ছে যা A এবং B এই দুইজন

ভোগকারীর মধ্যে বণ্টিত হচ্ছে। এই 2 × 2 × 2 মডেলের সাহায্যে দেখানো যায় যে কীভাবে একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় সামগ্রিক ভারসাম্য প্যারেটো দক্ষতাকে প্রকাশ করে।

দুটি উপকরণ, দুটি দ্রব্য এবং দুইজন ভোগকারীর পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিক ভারসাম্য তখনই পরিলক্ষিত হয় যখন নিচের শর্তগুলি পূরিত হয়।

১.১ বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে সম্পদের সাম্য বন্টন, অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারসাম্যে উপনীত হওয়া।

১.২ দুজন ভোগকারীর মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের সাম্যবন্টন অর্থাৎ ভোগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য নির্ধারণ।

১.৩ দ্রব্যসমূহের দক্ষ সংমিশ্রণ অর্থাৎ উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে একযোগে ভারসাম্যে উপনীত হওয়া।

1.4.1 ক) উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা

উৎপাদনশীলতা হল উৎপাদনের দক্ষতার গড় পরিমাপ। সাধারণত কিছু মানদন্ডের ভিত্তিতে দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির দক্ষতার পরিমাপ হিসাবে উৎপাদনশীলতা শব্দটি ব্যবহার করা হয়। দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে প্রদত্ত সম্পদ বা উপকরণসমূহের দক্ষ বণ্টন হলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ভারসাম্যের শর্ত হল—

$$MRTS_{LK} = \frac{MP_L}{MP_k} = \frac{w}{r} \quad \text{.....(1)}$$

যেখানে, $MRTS_{LK}$ হল মূলধনের (K)-এর জন্য শ্রমের কারিগরি প্রান্তিক পরিবর্ততার হার।

MP_L = শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা।

MP_k = মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা

w = মজুরি, r = সুদের হার

দুটি ফার্মের উৎপাদনের ক্ষেত্রের ভারসাম্য নিম্নের রেখাচিত্রে এজওয়ার্থ বাক্স (Edgeworth Box) -এর সাহায্যে দেখানো হলো।

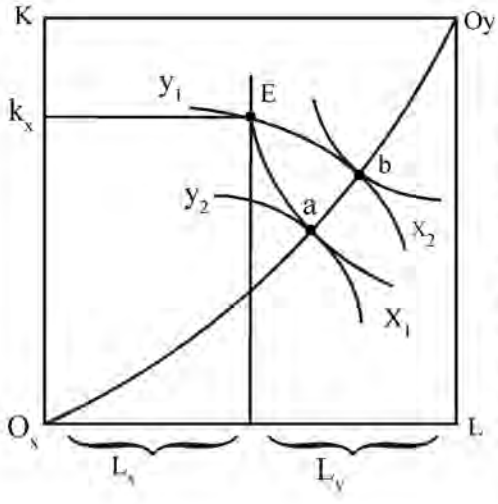

রেখাচিত্রের লম্ব অক্ষে ও অনুভূমিক অক্ষে শ্রম এবং মূলধনের প্রদত্ত পরিমাণ দেখানো হয়েছে। রেখাচিত্রে X_1, X_2 এবং y_1 , y_2 হল যথাক্রমে X এবং y দ্রব্যের সমোৎপাদন রেখা। রেখাচিত্র অনুযায়ী E বিন্দু দুটি দ্রব্যের মধ্যে শ্রম ও মূলধনের অকাম্য বণ্টনকে প্রকাশ করে। কারণ এই বিন্দুতে X_1 পরিমাণ X এবং y_1 পরিমাণ y দ্রব্য উৎপাদন হয়। কিন্তু উপকরণের পুনঃবন্টনের মাধ্যমে a বিন্দুতে পৌঁছালে দেখা যায় যে একটি দ্রব্যের উৎপাদন ঠিক রেখে অন্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। যেমন, 'a' বিন্দুতে y_1 পরিমাণ y দ্রব্য উৎপাদন করা গেলেও

X_2 পরিমাণ X দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। 'a' এবং 'b' দুটি বিন্দুতেই কিন্তু $MRTS_{LK} = \frac{w}{r}$ হয়। তাই এক্ষেত্রে উৎপাদন ভারসাম্যে সম্পাদের বণ্টন সম্পর্কিত প্যারেটো দক্ষতা প্রকাশিত হয়। 'a', 'b' বিন্দুগুলি যোগ করে চুক্তি রেখা (Contract Curve) O_x, O_y পাওয়া যায়। এই রেখার প্রতিটি বিন্দু উৎপাদন ক্ষেত্রে প্যারেটো দক্ষতা প্রকাশ করে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন দক্ষতার বিন্দুগুলির মধ্যে শুধুমাত্র একটি বিন্দুই অনন্য (Unique) হবে। উপকরণগুলির মূল্য দেওয়া থাকলে 'চুক্তি রেখা' থেকে দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা নির্ধারণ করা যায়। এক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম দেওয়া থাকলে X এবং yদ্রব্যের ভারসাম্য উৎপাদন নির্ধারণ সম্ভব।

রেখাচিত্রে PP হল X এবং y দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা। AB হল এদের আপেক্ষিক মূল রেখা (Relative Price Line), তাই রেখাচিত্র অনুযায়ী N বিন্দুতে $MRPTxy = \frac{P_x}{P_y}$ হয়। এক্ষেত্রে দুটি ফার্ম ভারসাম্যে পৌঁছায় যখন তাদের উৎপাদন হয় X_E এবং y_E । তাই N বিন্দুতে উৎপাদন ভারসাম্যের নিম্নোক্ত শর্ত পূরিত হবে :

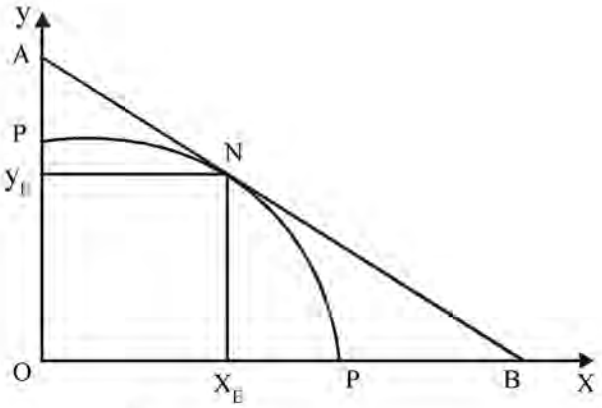

$$MRPT_{xy} = \frac{P_x}{P_y} \text{.....(2)}$$

এক্ষেত্রে MRPT হল দ্রব্য রূপান্তরের প্রান্তিক হার (Marginal rate of product transformation) যা পরিমাপ করে একটি দ্রব্যের জন্য আরেকটি দ্রব্যের পরিবর্তনের হার।

1.4.2 খ) ভোগের ক্ষেত্রে দক্ষতা

দ্রব্যের দাম দেওয়া থাকলে একজন ভোগকারী তখনই ভারসাম্যে পৌঁছাবে যখন $MRS_{xy} = \frac{P_x}{P_y}$ হবে। যেহেতু পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে উভয় ভোগকারী A এবং B দ্রব্যের একই দামের সম্মুখীন হয় তাই তাদের যৌথ ভারসাম্যের শর্ত নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়।

$$MRS^{A}_{xY} = MRS^{B}_{Xy} = \frac{P_x}{P_y} \ldots\ldots\ldots\ldots (3)$$

এক্ষেত্রে MRS_{xy} = y দ্রব্যের জন্য X দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্ততার হার।

নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে ভোগকারীর ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভারসাম্যের শর্ত দেখানো হল।

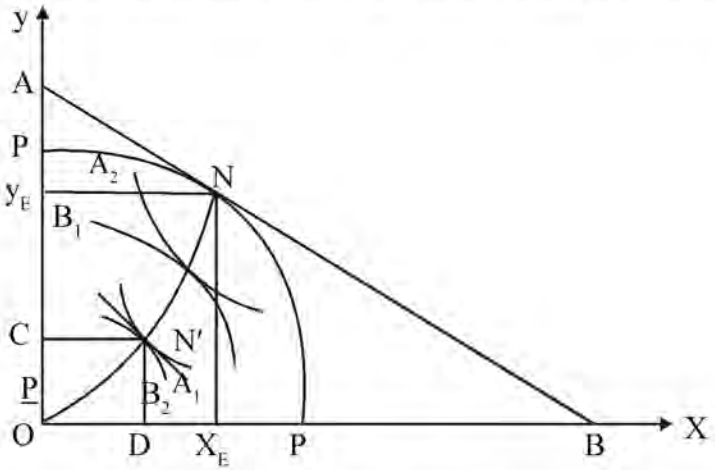

রেখাচিত্রে PP হল X এবং y দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা। AB হল আপেক্ষিক দাম রেখা। N বিন্দু দুটি দ্রব্যের X_E এবং Y_E সংমিশ্রণকে প্রকাশ করে। এই OX_E এবং Oy_E পরিমাণ দ্রব্য দুজন ভোগকারীর মধ্যে এমনভাবে বণ্টন হবে যাতে বণ্টনে দক্ষতা সর্বোচ্চ হয়। রেখাচিত্রে A_1, A_2, B_1, B_2 হল যথাক্রমে A এবং B ভোগকারীর নিরপেক্ষ রেখা। এক্ষেত্রে যে-কোনো বণ্টনই কিন্তু প্যারোটের কাম্য শর্ত বা দক্ষতার শর্ত প্রকাশ করে না। রেখাচিত্রানুযায়ী N′ বিন্দুতে ভোগের ক্ষেত্রে প্যারেটো শর্ত পূরিত হয়। N′ বিন্দুটি ON চুক্তিরেখার ওপর অবস্থিত। N′ বিন্দু অনুযায়ী ভোগকারী OC পরিমাণ y দ্রব্য এবং OD পরিমাণ X দ্রব্য ভোগ করে। N′ বিন্দুতে ভোগকারী A, A_1 নিরপেক্ষ রেখা এবং ভোগকারী B, B_2 নিরপেক্ষ রেখা অনুযায়ী উপযোগ অর্জন করে। সেই কারণে N′ বিন্দুটি সামগ্রিক বা সাধারণ ভারসাম্য প্রকাশ করে।

1.4.3 গ) ভোগ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে একত্রে দক্ষতার ভারসাম্য

ভোগ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে একত্রে ভারসাম্য তখনই অর্জিত হয় যখন দ্রব্যের রূপান্তরের প্রান্তিক পরিবর্ততার হার ভোগকারী A এবং B-এর X ও y দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্ততার হার (MRS)-এর সমান হয়। অর্থাৎ $MRPT_{xy} = MRS^{A}_{Xy} = MRS^{B}_{Xy} \ldots\ldots\ldots$ (4)

পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই শর্ত পূরণ হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের থেকে এবং ভোগের ক্ষেত্রের ভারসাম্যের থেকে আমরা জানি,

$$MRPT_{Xy} = \frac{P_x}{P_y} \ldots\ldots\ldots\ldots (2a)$$

এবং $MRS^{A}_{Xy} = MRS^{B}_{Xy} = \frac{P_x}{P_y}$ .....(3a)

(2a) এবং (3a) থেকে লেখা যায়

$MRPT_{Xy} = MRS^{A}_{Xy} = MRS^{B}_{Xy}$ .....(5)

এই শর্তটি প্যারেটো দক্ষতার তৃতীয় শর্তটি প্রকাশ করে। এর দ্বারা উৎপাদনের দক্ষ বিকল্পতা বা উৎপাদনের কাম্য সংমিশ্রণ প্রকাশ পায়। এর অর্থ হল উৎপাদন ক্ষেত্রের পরিকল্পনা যদি পারিবারিক ক্ষেত্রের ভোগ পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে প্রত্যেক ভোগকারী ও উৎপাদক একসঙ্গে ভারসাম্যে উপনীত হবে। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহা ব্যাখ্যা করা হলো।

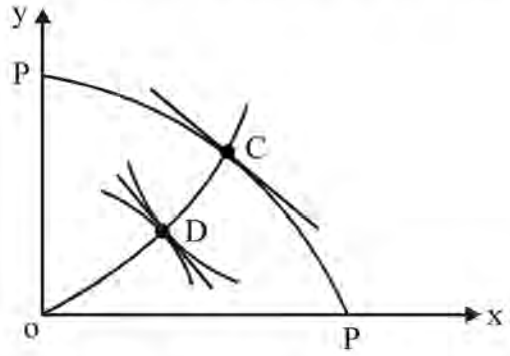

রেখা চিত্রে PP হল উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা। PP উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ওপর C বিন্দুতে $MRPT_{Xy} = \frac{P_x}{P_y}$ শর্ত পূরিত হয়। অপরদিকে D বিন্দুতে ভোগকারী A এবং B-এর নিরপেক্ষ রেখা নির্দিষ্ট দামে একে অপরকে স্পর্শ করে। তাই $MRS_{xy} = \frac{P_x}{P_y}$ হয়।

উপরের আলোচনা থেকে উপসংহারে বলতে পারি যে দুই ব্যক্তি, দুটি উপাদান এবং দুটি দ্রব্যসমৃদ্ধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক বা সাধারণ ভারসাম্য প্রধানত প্যারেটো কথিত তিনটি প্রান্তিক শর্তকে তুলে ধরে। এই দিক থেকে বিচার করলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অধীনে সামগ্রিক ভারসাম্য, উৎপাদন, ভোগ এবং দ্রব্যের সংমিশ্রণ সম্পর্কে প্যারেটোর দক্ষতার প্রকাশ করে।

1.5 কল্যাণমূলক অর্থনীতি

কল্যাণমূলক অর্থনীতি হল অর্থনীতির সেই শাখা যা বিভিন্ন বিকল্প সামাজিক অবস্থার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়কে মূল্যায়ন করে। অন্যভাবে বলা যায়, এর প্রধান লক্ষ্য হল বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে কোন্‌টি কল্যাণের দিক থেকে বা সামাজিক দিক থেকে বেশি কাম্য তার মূল্যায়ন করা। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থা বলতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সম্পদ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন ইত্যাদির বিভিন্ন

সমন্বয়কে বোঝায়। তাই প্রতিটি অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পদ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের সুনির্দিষ্ট বণ্টনকে প্রকাশ করে। সুতরাং বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে কল্যাণের স্তর বিভিন্ন হতে পারে। এদের মধ্যে কোন্‌টি অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অধিকতর কাম্য তা কল্যাণমূলক অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়।

কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন এককের ভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগ যোগ করে মোট উপযোগ পাওয়া সম্ভব। এই উপযোগ হল ভোগকারীর কল্যাণ। কীভাবে এই অর্থনৈতিক কল্যাণ পরিমাপ করা যায় তা নীচে ব্যাখ্যা করা হলো। ধরা যাক কোনো ভোগকারী X দ্রব্য ভোগ করে। এর বিভিন্ন এককের ভোগের পরিমাণ $X_1, X_2,...,X_n$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এইসব একক ভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগ $U_1(X_1)$, $U_2(X_2),....,U_n(X_n)$ দ্বারা প্রকাশ পায়। তাই এদের ভোগ থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ (TU_X) হল,

$$TU_X = U_1(X_1) + U_2(X_2) +.....+ U_n(X_n)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} U_i(X_i)$$

উপযোগ একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। এটি সংখ্যা দ্বারা পরিমাপ করা যায় না এবং তাই সংখ্যা দ্বারা তুলনা করা যায় না। অধ্যাপক জে. আর. হিক্‌স এবং আর. জি. ডি. অ্যালেন-এর মতে, উপযোগকে মানের ক্রমানুযায়ী সাজানো যায়। অর্থাৎ উপযোগকে ক্রমবাচকভাবে পরিমাপ করা যায়। এই ক্রমবাচক উপযোগ ধারণার সাহায্যে Hicks, Allen ব্যাখ্যা দেন যে নির্দিষ্ট বাজেট সাপেক্ষে কোনো ভোগকারী সর্বোচ্চ সম্ভব নিরপেক্ষ রেখায় পৌঁছাতে পারলে তার উপযোগ তথা কল্যাণ সর্বোচ্চ হতে পারে।

কিন্তু কল্যাণ অনেক সময় নীতিবাচক মূল্যায়নের উপর (Ethical Value Judgement) নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে স্যামুয়েলসন এবং লিট্‌ল প্রমুখ অর্থনীতিবিদরা সামাজিক কল্যাণ অপেক্ষকের সাহায্যে সামাজিক কল্যাণ পরিমাপের বিষয়টি বিবেচনা করেন।

কল্যাণমূলক অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিকল্প বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে কোনটি বেশি সামাজিক কল্যাণ প্রদান করতে পারে তা নির্ধারণ করা। এ বিষয়ে অ্যাডাম স্মিথ থেকে শুরু করে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে শর্ত প্রদান করেছেন। এর মধ্যে ক্যালডর, হিক্‌স এবং অ্যারো-র প্রদত্ত শর্ত উল্লেখযোগ্য বলা যায়।

প্যারেটো উৎপাদন, ভোগ এবং সার্বিক কাম্যতা প্রকাশের তিনটি প্রান্তিক শর্ত প্রদান করে। তার কাম্যতার প্রধান কথা হলো কোনো বিকল্প বণ্টন ব্যবস্থায় যদি কারো কোনো ক্ষতি না করে কমপক্ষে একজনেরও কল্যাণ বৃদ্ধি করা যায় তবে ঐ বণ্টন সামাজিক কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাল বলা হয়।

প্যারেটো শর্তের অনির্ধারিত অবস্থা দূর করার জন্য বার্গসন, স্যামুয়েলসন সামাজিক কল্যাণ অপেক্ষক বা সামাজিক নিরপেক্ষ রেখা ব্যবহারের সুপারিশ করেন। তারা মনে করেন যে, দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার প্রতিটি বিন্দু প্যারেটো শর্ত প্রকাশ করলেও তার মধ্যে সামাজিক কল্যাণের দিক থেকে গ্রহণযোগ্যতা সামাজিক নিরপেক্ষ রেখার সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়।

প্যারেটো শর্তের একটি দুর্বলতা হল এই যে, পুনঃবণ্টন অবস্থায় সমাজের কেউ ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যরা লাভবান হলে এই বণ্টন পূর্ববর্তী বণ্টন থেকে ভালো না খারাপ তা বলা সম্ভব নয়। এই দুর্বলতা দূর করার

জন্য ক্যালডোর, হিক্স এবং সিটভস্কি ক্ষতিপূরণ নীতির ধারণা প্রবর্তন করে। এই নীতি অনুযায়ী পুনঃবণ্টন ব্যবস্থার লাভবানকারীরা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ করার পর যদি তাদের কিছু নিট লাভ থাকে এবং একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তরা পুনর্বণ্টন লাভজনকভাবে প্রতিরোধ না করতে পারে তবে ওই বণ্টন সামাজিক কল্যাণের দিক থেকে উত্তম বলা যায়।

দ্বিতীয়ত, প্যারেটো প্রদত্ত আলোচনায় কোন বিন্দুতে উৎপাদন ও ভোগ করলে দেশবাসীর কল্যাণের পরিমাণ সর্বাধিক হবে, সে সম্পর্কে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট সমাধান পাওয়া যায় না। প্যারেটো যেহেতু বিলাস করতেন যে উপযোগ পরিমাপ কর। যায় না সেইহেতু ভোগের ফলে প্রাপ্ত উপযোগগুলির মধ্যে কোনো তুলনামূলক আলোচনা তিনি অসম্ভব বলে মনে করতেন। এজন্যই তাঁর মতে এজওয়ার্থ কনট্রাক্ট রেখার ওপর অবস্থিত সকল বিন্দুই ভোগের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমানরূপে দক্ষ। একেই প্যারেটিয়ান অনির্দিষ্টতা বলা হয়।

কল্যাণমূলক অর্থনীতির দুটো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ঃ একটি হলো দক্ষতা এবং অপরটি হলো ন্যায়বিচার। দক্ষতা দ্বারা সম্পদের কাম্য ব্যবহার বোঝায় যাতে সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চ হয়। ন্যায় বিচার দ্বারা সমাজের অর্থ ও সম্পদের কাম্য বণ্টনকে বোঝায়।

1.5.1 প্যারেটো কাম্যতা শর্ত এবং ক্ষতিপূরণ নীতির শর্তের মধ্যে তুলনা

প্যারেটো শর্ত ও ক্ষতিপূরণমূলক শর্ত সম্পদ বা উৎপাদিত দ্রব্যের কাম্য বণ্টনের বিষয়টি তুলে ধরে। তবে এই পর্যালোচনার মধ্যে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য ব্যাখ্যা করার জন্য দুটি দ্রব্য এবং দুজন ভোগকারী বিশিষ্ট একটি অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্যারেটো শর্ত ও ক্ষতিপূরণ শর্তাদির মধ্যে তুলনা করা হলো।

রেখাচিত্রের লম্ব অক্ষে y দ্রব্য এবং অনুভূমিক অক্ষে x দ্রব্য পরিমাপ করা হয়েছে। এই দুটি দ্রব্য A এবং B ভোগকারীর মধ্যে বণ্টন করা হবে। CC হল চুক্তি রেখা যার প্রতিটি বিন্দু দুজন ভোগকারীর দ্রব্যের

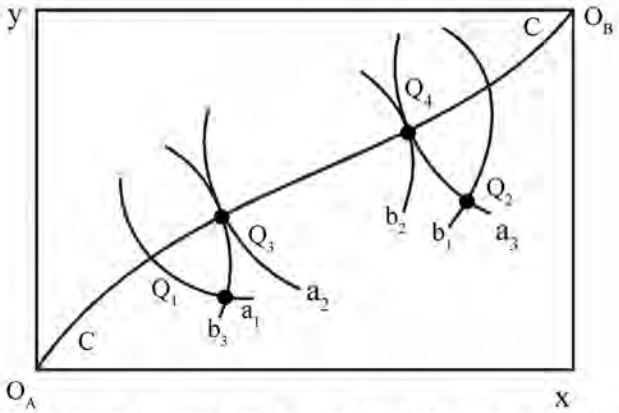

প্রান্তিক বিকল্প হারে সমতা নির্দেশ করে। অর্থাৎ-এর প্রতিটি বিন্দুতে $MRS^{A}_{Xy} = MRS^{B}_{Xy}$ হয়। a_1, a_2, a_3 এবং b_1, b_2, b_3 হল যথাক্রমে A এবং B ভোগকারীর নিরপেক্ষ রেখা। এখন রেখাচিত্রানুযায়ী দ্রব্য দুটির বণ্টন Q_1 থেকে Q_3 তে পুনর্বণ্টন করা হলে ভোগের ক্ষেত্রে প্যারেটো শর্ত পূরণ হবে বলা যায়। কারণ এই ক্ষেত্রে

B ব্যক্তির উপযোগ b_3 স্তরে ঠিক রেখে A ব্যক্তির কল্যাণ a_1 থেকে a_2 স্তরে উন্নীত করা সম্ভব। অপরদিকে, Q_1 থেকে দ্রব্যের বণ্টন Q_2 তে করা হলে A লাভবান হবে কিন্তু B ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদি A ব্যক্তি B কে Q_3 বিন্দুতে ক্ষতিপূরণ দেয় তাহলে ক্যালডরের শর্তানুযায়ী বণ্টনের দিক থেকে $Q_2 > Q_1$ বলা যাবে। অপরদিকে, পুনর্বণ্টন যদি Q_1 থেকে Q_4 বিন্দুতে করা হয় তাহলেও B ক্ষতিগ্রস্ত এবং A লাভবান হবে। এক্ষেত্রে .A ব্যক্তি B কে যদি Q_3 বিন্দুতে ক্ষতিপূরণ দেয় তাহলে সিটভস্কির শর্তানুযায়ী বণ্টনের দিক থেকে $Q_4 > Q_1$ বলা যায়। সুতরাং বলা যায় যে প্যারেটো কাম্যতার ক্ষেত্রে দ্রব্যের পুনর্বণ্টন হলে একজনের ক্ষতি এবং অন্যজনের লাভ হয় এইরকম দ্বৈত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় না যা ক্ষতিপূরণমূলক শর্তাদির বেলায় সৃষ্টি হয়।

1.5.2 ভারসাম্যের ওয়ালরাসীয় স্থিতিশীলতা বা স্থায়িত্ব

ভারসাম্য স্থিতিশীল বা স্থায়ী হবে কিনা সে সম্পর্কে লিওন ওয়ালরাস তাঁর মত প্রকাশ করেন। তিনি এ ব্যাপারে অতিরিক্ত চাহিদার ধারণাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, কোনো দামে বিবেচনাধীন দ্রব্যের জোগান থেকে চাহিদা বেশি হলে অর্থাৎ অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণ ধনাত্মক হলে দ্রব্য ক্রয়ে ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। এর ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে, কোনো দামে বিবেচনাধীন দ্রব্যের চাহিদা জোগান থেকে কম হলে অর্থাৎ অতিরিক্ত চাহিদা ঋণাত্মক হলে বিক্রেতারা দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। ফলে দ্রব্যের দাম হ্রাস পাবে।

ওয়ালরাস মনে করেন যে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে ধনাত্মক অতিরিক্ত চাহিদা হ্রাস পেলে অথবা দাম হ্রাস পেলে ঋণাত্মক অতিরিক্ত চাহিদা কমে গেলে ভারসাম্য স্থিতিশীল হবে। বিপরীত অবস্থায় তা অস্থিতিশীল হবে। ওয়ালরাসের চাহিদা ও জোগান অপেক্ষক হল—

$D = D(P)$ বা $D(P) = a - bp$.....(1)

এবং $S = S(P)$ বা $S(P) = -c + dp$.....(2)

যেখানে $a,b,c,d > 0$

এক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাহিদা অপেক্ষক, $E(P)$ হলো :

$$E(P) = D(P) - S(P)$$
$$= a-bp-(-c+dp)$$
$$= (a+c) - (b+d)\,p \quad \text{.....(3)}$$

এখন ওয়ালরাসের মতে ভারসাম্য স্থিতিশীল হবে যদি নিম্নের শর্ত পূরণ হয় :

$$\frac{dE(p)}{dp} = D'(p) - S'(p)$$
$$= -(b+d) < 0 \quad \text{.....(4)}$$

বা, $D'(P) < S'(P)$.....(5)

5 নং সমীকরণ থেকে বলা যায় যে যদি চাহিদা রেখা জোগান রেখার চেয়ে কম খাড়া হয় তবে ওয়ালরাসের মতানুযায়ী ভারসাম্য স্থিতিশীল হবে। বিপরীত অবস্থায় তা অস্থিতিশীল হবে। বিকল্পভাবে 4 নং অসমতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে ভারসম্য স্থিতিশীল হবে যদি অতিরিক্ত চাহিদা অপেক্ষকের ঢাল ঋণাত্মক হয়। বিপরীত অবস্থায় তা অস্থিতিশীল হবে। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহা ব্যাখ্যা করা হলো।

রেখাচিত্রে D (P) এবং S(P) হলো যথাক্রমে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান রেখা। দুটি রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করায় E বিন্দুটি হয় ভারসাম্য বিন্দু এবং এই ভারসাম্য বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য দাম হল OP_e এবং OQ_e হল ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ। এই ভারসাম্যটি স্থায়ী। P_1 দামে AB পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদা থাকে। অর্থাৎ $E(P) > 0$। এর ফলে ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন দাম বৃদ্ধি পেতে থাকবে যতক্ষর না পর্যন্ত $E(P) = 0$ হবে। অপরদিকে, P_2 দামে $E(P) < 0$ হওয়ায় বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন দাম কমবে। ফলে ভারসাম্য পুনরায় E বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ ভারসাম্য স্থিতিশীল হবে।

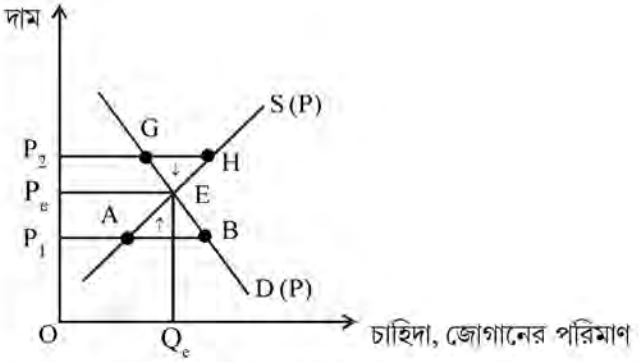

যদি চাহিদা ও জোগান রেখা উভয়ই নিম্নমুখী হয় তাহলেও ওয়ালরাসের মতানুযায়ী ভারসাম্য স্থায়ী হয় যদি চাহিদা রেখার ঢাল জোগান রেখার ঢালের চেয়ে কম হয়। বিপরীত ক্রমে ভারসাম্যটি অস্থিতিশীল বা অস্থায়ী হবে যদি চাহিদা রেখার ঢাল জোগান রেখার ঢালের চেয়ে বেশি হয়। নিম্নের a এবং b রেখাচিত্রে এটা দেখানো হলো।

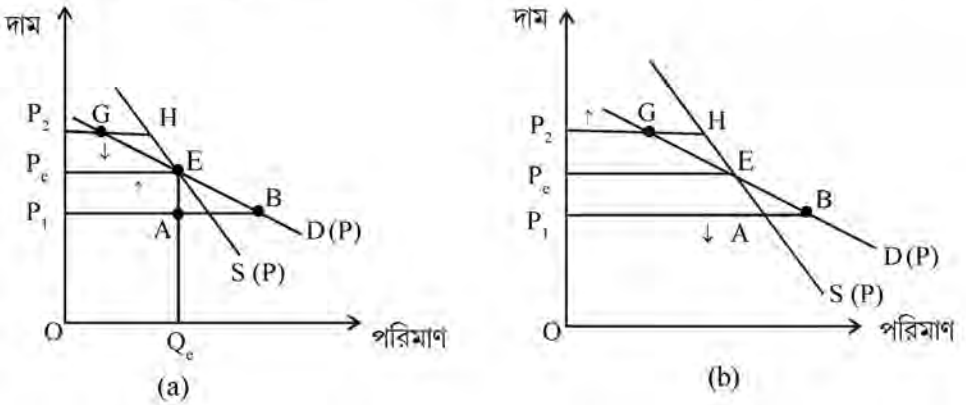

রেখাচিত্র a এবং b উভয় ক্ষেত্রেই E বিন্দুটি হলো ভারসাম্য বিন্দু এবং P_e হল ভারসাম্য দাম ও Q_e ভারসাম্য চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ। কিন্তু 'a' রেখাচিত্রানুযায়ী E বিন্দুটি হলো স্থায়ী ভারসাম্য কারণ P_1 দামে অতিরিক্ত চাহিদা থাকার ফলে ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে দাম বাড়বে। অপরদিকে, P_2 দামে অতিরিক্ত জোগান থাকার ফলে বা $E(P) < 0$ হওয়ায় দ্রব্যের দাম হ্রাস পাবে এবং ভারসাম্য দাম

P_2 পুন: প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ ভারসাম্যটি স্থায়ী বা স্থিতিশীল হবে। কিন্তু b রেখাচিত্রানুযায়ী P_e দামটি অস্থায়ী ভারসাম্য কারণ P_1 দামে $E(P)<0$ হওয়ায় দাম আরও হ্রাস পাবে এবং P_2 দামে $E(P)>0$ হওয়ায় দাম আরও বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরূপ P_e দাম পুন:প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং ভারসাম্যটি অস্থিতিশীল হবে।

1.6 সংক্ষিপ্তসার

সাধারণ ভারসাম্য হল অর্থ-ব্যবস্থার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নির্বিশেষে যখন যুগপৎ সমস্থিতি (equilibrium) বিদ্যমান। সামগ্রিক ভারসাম্য বা সমস্থিতির মূলে এই ধারণাই কাজ করে যে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্র একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। সমস্থিতির বিশ্লেষণে দু-ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। একটি আলফ্রেড মার্শালের পদ্ধতি (যা এই এককে অনুপস্থিত), অপরটি লিঁও ওয়ালরাসের পদ্ধতি। ওয়ালরাসের পদ্ধতিতে আর্থ-ব্যবস্থার সমস্ত ক্ষেত্রের ওপরেই একই সময় নজর দেওয়া হয় এবং এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে প্রত্যেকটি বাজারে দ্রব্য ও পরিষেবার দাম তাদের সমস্থিতিতে মান পেয়েছে এবং ফলে প্রতিটি বাজারেই জোগান ও চাহিদা পরস্পরের সমান হয়। এই পরিস্থিতিতে সব বাজার মিলিয়ে মোট চাহিদার মাত্রাধিক্য বিচার করলে দেখা যাবে যে তার মান শূন্য। সামগ্রিক সমস্থিতির এই ধারণাটির প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রীরা যে প্রশ্ন করে থাকেন, তা হল এরূপ সামগ্রিক সমস্থিতির সত্যি-ই কী এমন কোনো সমাধান আছে যখন আমরা বলতে পারব যে সমস্ত চলকগুলির (Variables) মান পরস্পরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এটি আসলে সামগ্রিক সমস্থিতির অস্তিত্বের (existence) প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যদি এমন কোনো গ্রহণযোগ্য সমাধান পাওয়া যায় তাহলে সেই সমাধানটি কী Unique সমাধান হবে অর্থাৎ প্রতিটি চলকের কী একটি মাত্র মানই তখন থাকবে যা সামগ্রিক সমাধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তৃতীয় প্রশ্ন হল : সামগ্রিক সমস্থিতি কী একটি সুদৃঢ় (stable) সমস্থিতি। অর্থাৎ সাময়িক কোনো কারণে সমস্থিতি বিচলিত হলে সমস্থিতি কী অচিরেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। তাত্ত্বিক আলোচনায় এই তিনটি প্রশ্নেরই জবাব অন্বেষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক কেনেথ অ্যারো, ফ্রাঙ্ক হান এবং অধ্যাপক জেরাল্ড দেব্রু-র গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত প্রামাণ্য বলে মানা হয়ে থাকে।

অন্যদিকে, জনকল্যাণ বিষয়ক অর্থবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য হল সমাজে জনগণের কীসে মঙ্গল হয় তা নির্ধারণ করা এবং সেই ধরনের অর্থনৈতিক কর্মপন্থার সুপারিশ করা যা সকলের পক্ষেই, কিছু শর্ত্তাধীনে হিতকর। উৎপাদনের উপকরণগুলির দক্ষতম (efficiency) ব্যবহার এবং উৎপাদিত দ্রব্যের দক্ষতম বিভাজন জনকল্যাণবিষয়ক অর্থবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই শাস্ত্রে সেইসব শর্ত নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা থাকে যার দ্বারা আমরা স্থির করতে পারি যে দুটি পরিস্থিতির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর কল্যাণকর হবে। আধুনিক জনকল্যাণমূলক অর্থনীতির প্রধান প্রবক্তা হলেন ইতালির ভিলফ্রেডো প্যারেটো (Pareto)। প্যারেটোর নিয়মটি হল এই যে, যদি কোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পূর্ব পরিস্থিতির তুলনার কারো কোনো ক্ষতি না করে অন্তত একজনের উন্নতি ঘটানো যায় তা হলে নতুন পরিস্থিতিটি আগের তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণকর বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি নতুন পরিস্থিতিতে কারো কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে এ কথা আর বলা যাবে না যে নতুন পরিস্থিতিটি উন্নততর।

1.7 অনুশীলনী

● **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১. সাধারণ ভারসাম্য কাকে বলে?

২. আংশিক ভারসাম্য কী?

৩. প্যারেটোর কাম্যতা কয়ভাগে প্রকাশ করা যায়? ভাগগুলি কী কী?

৪. উৎপাদন ক্ষেত্রে দক্ষতার শর্তটি লেখ।

৫. ভোগের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের শর্তটি লেখ।

৬. ভোগ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের শর্তটি কী?

৭. কল্যাণমূলক অর্থনীতি কাকে বলে?

৮. ভারসাম্যের স্থিতিশীলতা বা স্থায়িত্ব বলতে কী বোঝ?

৯. প্যারেটিয়ান অনির্দিষ্টতা কী?

● **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১. প্যারেটো কাম্যতা কী? এর তিনটি প্রান্তিক শর্ত লেখ।

২. ভোগের ক্ষেত্রে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে, ভোগ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের শর্তগুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত কর।

৩. কল্যাণমূলক অর্থনীতি কী? এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত উল্লেখ কর।

● **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১. আংশিক ভারসাম্য এবং সাধারণ ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য কর।

২. সাধারণ ভারসাম্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর।

৩. সম্পদের দক্ষ বণ্টন বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর।

৪. উৎপাদন ক্ষেত্রের দক্ষতার ভারসাম্য ব্যাখ্যা কর।

৫. ভোগের ক্ষেত্রে দক্ষতার ভারসাম্যের ব্যাখ্যা কর।

৬. সামগ্রিক বা সাধারণ ভারসাম্যের ধারণা একটি মডেলের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

1.8 গ্রন্থপঞ্জি

- Henderson & Quandt : *Microeconomic Theory : A Mathematical Approach.*
- Ferguson & Gould : *Microeconomic Theory*

একক 2 ❐ বাজার-ব্যবস্থার ব্যর্থতা

গঠন

2.1 উদ্দেশ্য

2.2 প্রস্তাবনা

2.3 বাজার-ব্যবস্থার ব্যর্থতার ধারণা

2.4 প্রতিযোগিতামূলক দাম ব্যবস্থা যখন দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয়

2.4.1 অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা

2.4.2 বাহ্যিকতা

2.4.3 সরকারি দ্রব্য

2.5 সংক্ষিপ্তসার

2.6 অনুশীলনী

2.7 গ্রন্থপঞ্জি

2.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে

- বাজার ব্যর্থতার ধারণা এবং কারণসমূহ; এবং
- কখন প্রতিযোগিতামূলক দাম ব্যবস্থা দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

2.2 প্রস্তাবনা

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণের সূত্রটি হল দাম এবং প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা, অর্থাৎ যে উৎপাদনস্তরে দ্রব্যের দাম তার প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয় সেই উৎপাদনের স্তরই হল ভারসাম্য উৎপাদন। দাম নির্ধারণের এই সূত্রকে প্রান্তিক সূত্র (Marginal Principle) বলে। কিন্তু বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতা দেখতে পাওয়া যায় না। বাস্তবে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার দেখা যায়। এই বাজারে দ্রব্যের দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে দাম প্রান্তিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে বেশি হয়। ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপক অংশে। অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি ভারসাম্য দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মোট কথা, দ্রব্যের ভারসাম্য দামটি যুক্তিসঙ্গত বা যথাযথ হয় না। তাই বলা যায় যে, বাস্তব জগতে বাজার সমাজকল্যাণে ব্যর্থ হয়। অবাধ বাজারের দাম প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে কাজ করে না বলেই দেখা যায় বাজারের ব্যর্থতা।

আমরা জানি যে, বাজারের দ্রব্যটি সরকারি এবং বেসরকারি উভয় দ্রব্যই হতে পারে। সরকারি দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য বেসরকারি দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক হওয়ায় বাজার নির্ধারিত দাম প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে প্রযোজ্য হয় না। অর্থাৎ বাজার ব্যর্থ হয় কাম্য দাম নির্ধারণে। সরকারি দ্রব্য সরবরাহের প্রধান

লক্ষ্য হলো সমাজ কল্যাণ। সুতরাং সরকারি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার ব্যর্থতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই অধ্যায়ে আমরা বাজার ব্যর্থতা কাকে বলে, তার কারণসমূহ এবং বাহ্যিকতা ও সরকারি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার ব্যর্থতা আলোচনা করব।

2.3 বাজার-ব্যবস্থার ব্যর্থতার ধারণা

সহজ অর্থে বাজারে দক্ষ উৎপাদন ও কাম্য ভোগ অর্জিত না হলে তাকে বাজার ব্যর্থতা বলে। এই অবস্থায় আয় বণ্টনে অসমতা দেখা দেয়। দামস্তরের অস্বাভাবিক ওঠানামা চলতে থাকে। এক কথায় যে পরিস্থিতিতে অবাধ বাজার ব্যবস্থার অধীনে অর্থনীতিতে দক্ষ উৎপাদন ও কাম্য ভোগের ভারসাম্য অর্জিত হয় না, আয় বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে, দামস্তরের অস্থিতিশীলতা এবং বেকারত্ব দেখা দেয় তাকে বাজার ব্যর্থতা বলে। এই বাজার ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয় যখন প্রতিযোগিতামূলক দাম ব্যবস্থা দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। এটি সম্ভব হয় নিম্নোক্ত কারণে—

১. বাজারে অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা থাকলে

২. বাহ্যিকতার দরুন

৩. সরকারি দ্রব্যের ক্ষেত্রে

2.4 প্রতিযোগিতামূলক দাম ব্যবস্থা যখন দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয়

2.4.1 অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা

বাজার অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ হল নিয়ন্ত্রণমুক্ত দাম ব্যবস্থা। বাজার ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক এককগুলি দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে একত্রে মিলিত হয় এবং এদের আচরণ যুক্তিপূর্ণ হয়ে থাকে যদিও প্রত্যেকেই ব্যক্তি স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টায় পরস্পরের সঙ্গে লেনদেন কাজে লিপ্ত হয়ে অজান্তে সমাজের স্বার্থকেই সর্বাধিক করে তোলে। দাম ব্যবস্থা বা বাজার ব্যবস্থা চাহিদা ও জোগানের সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিকল্প ব্যবহারোপযোগী উপকরণগুলির ন্যায্য বণ্টন করে থাকে। অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থা সর্বোত্তমভাবে কাজ করে। কিন্তু এই বাজার ব্যবস্থা ব্যর্থ হয় যখন বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে না। বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার সন্ধান মেলে না। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে অসম্পূর্ণ তথ্যের দরুন বাজার ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে যথাযথ তথ্যের অভাবের কারণে বাজারের ব্যর্থতা ঘটতে পারে। এর মানে হল যে, চাহিদা ও জোগানের মান কোনো দ্রব্যের সমস্ত সুযোগ সুবিধা সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে না। ক্রেতার পক্ষে তথ্যের অভাবের কারণেও ক্রেতারা দ্রব্যটির জন্য বেশি বা কম দাম দিতে পারে। কারণ তারা জানে না দ্রব্যটির প্রকৃত দাম। অপরদিকে বিক্রেতারাও অপর্যাপ্ত তথ্যের কারণে তারা তাদের দ্রব্যটির উৎপাদনের প্রকৃত সুযোগ ব্যয়ের চেয়ে বেশি বা কম দাম গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে, অসম্পূর্ণ তথ্য বা তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারণে বাজার ব্যবস্থা দক্ষভাবে কাজ করে না।

আমরা জানি যে, একচেটিয়া কারবারি প্রান্তিক ব্যয়ের সমান দাম ধার্য না করে বেশি দাম ধার্য করে। ফলে ক্রেতারা শোষিত হয়, আর প্রথম মাত্রার দামপৃথকীকরণকারী একচেটিয়া কারবারি ক্রেতার উদ্বৃত্তকে নিজের মুনাফায় রূপান্তরিত করে। এখানেও সমাজকল্যাণ ব্যাহত হয় এবং বাজার ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়।

স্বাভাবিক একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রেও বাজার ব্যবস্থা ব্যর্থ হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারকে ভর্তুকি দিয়ে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগকে জনসাধারণের স্বার্থে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। এছাড়াও অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য প্রচারের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটানো হয়। ফলে ক্রেতারা অহেতুকভাবে বেশি দাম দিয়ে দ্রব্যসামগ্রী কিনতে বাধ্য হয়। এছাড়া বিজ্ঞাপন ব্যয় শিল্পে নতুন ফার্মের প্রবেশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞাপনের একটি প্রধান কাজ হল ক্রেতাদের কোনো দ্রব্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করা। কিন্তু অনেক সময় ভুল সংবাদ সরবরাহ করে বিক্রেতারা ক্রেতাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সুতরাং অত্যধিক বিজ্ঞাপনও বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতার একটি মূল কারণ।

2.4.2 বাহ্যিকতা (Externatity)

যখন কোনো ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ফলে অপর একটি ব্যক্তির কার্যকলাপ প্রভাবিত হয় তখন বাহ্যিকতার আবির্ভাব হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, যখন কোনো এক ব্যক্তির কার্যকলাপের ফলে সমাজের অপর কোনো ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে অথচ ঐ ব্যক্তিটি কোনোভাবে প্রথম ব্যক্তির কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত নয় তখন তাকে বাহ্যিকতা বলে। অর্থাৎ বাহ্যিকতা হল উৎপাদন অথবা ভোগের ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রভাব যা ভাল বা মন্দ উভয়ই হতে পারে। তাই বাহ্যিকতাকে দুভাগে ভাগ করা যায় :

ধনাত্মক বাহ্যিকতা এবং ঋণাত্মক বাহ্যিকতা

এক ব্যক্তির কোন কার্যকলাপের ফলে সমাজের অন্য ব্যক্তিরা যদি কোনোরূপ লাভ বা সুবিধা লাভ করে তখন তাকে ধনাত্মক বাহ্যিকতা বলে।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো এলাকায় যদি একটি বড় কারখানা স্থাপিত হয় তাহলে তার ফলে ঐ এলাকার অন্যান্য মানুষরা যদি কারখানাটি স্থাপনের ফলস্বরূপ রাস্তাঘাটের উন্নতির সুবিধা, নিরাপত্তার সুযোগ সুবিধা, বেকার ছেলেমেয়ের কাজের সুবিধা পায় তাহলে ধনাত্মক বাহ্যিকতার সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে, যদি এক ব্যক্তির কার্যকলাপের ফলে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন ঋণাত্মক বা ক্ষতিকারক বাহ্যিকতার সৃষ্টি হয়।

উপরের উদাহরণে কোনো এলাকায় নতুন কোনো কারখানা স্থাপিত হলে সেই এলাকার মানুষজন কিছু সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও ভোগ করে, যেমন কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া, আওয়াজ, দূষণ সৃষ্টি করে। এই বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণের ফলে তাদের শারীরিক বা মানসিক কষ্ট হতে পারে। এই ধরনের অসুবিধাকে বাহ্যিক অসুবিধা বলা হয়।

ধনাত্মক বাহ্যিকতার ক্ষেত্রে বাহ্যিক ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যায় কিন্তু ঋণাত্মক বাহ্যিকতার ক্ষেত্রে বাহ্যিক ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে। ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক বাহ্যিকতা উৎপাদন ও ভোগ উভয়ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে।

বাজার লেনদেনে বাহ্যিকতার দরুন যে ব্যয় ও সুবিধা উদ্ভুত হয় তার প্রতিফলন দ্রব্যের দামের ওপর পড়ে না। বাহ্যিকতা ধনাত্মক হয় যখন ক্রেতা অথবা বিক্রেতা ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঐ

বাজার লেনদেনের সুবিধা ভোগ করে। ধনাত্মক বাহ্যিকতার ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত সামাজিক প্রান্তিক সুবিধার (SMB) থেকে কম হয় অর্থাৎ P < SMB হয়।

যেমন, পৌর কর্তৃপক্ষ যখন মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিষেধক ব্যবহার করে তখন এর সুবিধা, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও অন্যান্যরা পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয় সামাজিক ব্যয়ের থেকে কম হয়।

ঋণাত্মক বাহ্যিকতার সৃষ্টি হয় যখন কোনো দ্রব্যের ক্রেতা বা বিক্রেতা ছাড়া যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা পক্ষ ঐ ক্রেতা বা বিক্রেতার কোন কার্যকলাপের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা অসুবিধার মধ্যে পড়ে। তাই ঋণাত্মক বাহ্যিকতার ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম সামাজিক প্রান্তিক ব্যয় (SMC) মধ্যে প্রতিফলিত হয় না এবং SMC > P হয়। উদাহরণস্বরূপ, কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া, শব্দ ঐ এলাকার পরিবেশ দূষিত করে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই ঋণাত্মক বাহ্যিকতার ক্ষেত্রে SMC > SMB হয় এবং উৎপাদন অদক্ষ হয়, সামাজিক প্রান্তিক ব্যয় (SMC) সামাজিক প্রান্তিক সুবিধার (SMB) বেশি হবার ফলে ঋণাত্মক বাহ্যিকতার দরুন সামাজিক কল্যাণ ব্যাহত হয়।

মোট কথা, ধনাত্মক বাহ্যিকতার দরুন স্বল্প উৎপাদন বা স্বল্পভোগ এবং ঋণাত্মক বাহ্যিকতার দরুন অতিরিক্ত ভোগ বা অতিরিক্ত উৎপাদন দেখা দেয়। ঘটনাটি আমরা চিত্র সহেযোগে ও গাণিতিক উপায়ে আরও গভীরভাবে দেখাতে পারি।

● দূষণ ও বাহ্যিকতা এবং এ প্রসঙ্গে বেগ কোজের বক্তব্য :

এ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করেছি তা থেকে একথা স্পষ্ট যে, দূষণের ফলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক এককের সমৃদ্ধি বা হিতের (welafare) পরিমাণ কমে যায়। এই হিত বা সমৃদ্ধি বলতে আমরা উপযোগ বা পরিতৃপ্তিকেই বুঝি। দূষণের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, একজন মানুষের কাজকর্ম অন্যদের সমৃদ্ধি কমিয়ে দেয়। যেমন, একটি কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের যদি ক্ষতিপূরণ না দিতে হয়, তাহলে উৎপাদক তার কাজের মাধ্যমে দূষণ সৃষ্টি করে যাবে এবং অন্যদের জন্য বাহ্যিকতা সৃষ্টি করবে। একজনের কাজকর্মজাত এই বাহ্যিকতাকে আমরা সমাজের ওপর একটি ব্যাহ্যিক ব্যয় (external cost) হিসাবে ধরতে পারি। এই বাহ্যিক ব্যয়কে ঋণাত্মক বাহ্যিকতা (negative externality) বা বাহ্যিক আর্থিক অসুবিধা (external diseconomy)-ও বলা হয়। আর যদি অন্যদের সমৃদ্ধি কমে যাওয়ার জন্য উৎপাদক তাদের ক্ষতিপূরণ দেয় তাহলে বলা হয় দূষণের প্রভাবকে অন্তস্থ (internalise) করা হয়েছে।

এমন আমরা দূষণের সামাজিকভাবে কাম্য পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করব। এর জন্য প্রথমেই আমাদের MNPB বা প্রান্তিক নীট ব্যক্তিগত সুবিধা (Marginal Net Private Benefit) রেখা এবং প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয় (Marginal External Cost বা MEC) রেখা সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। নীচের ২.১ নং চিত্রে একটি পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন এককের চাহিদা ও প্রান্তিক ব্যয়রেখা আঁকা হয়েছে। প্রান্তিক ব্যয়কে দাম থেকে বিয়োগ করে প্রান্তিক লাভরেখা (Marginal Profit বা M_π পাওয়া গেছে।

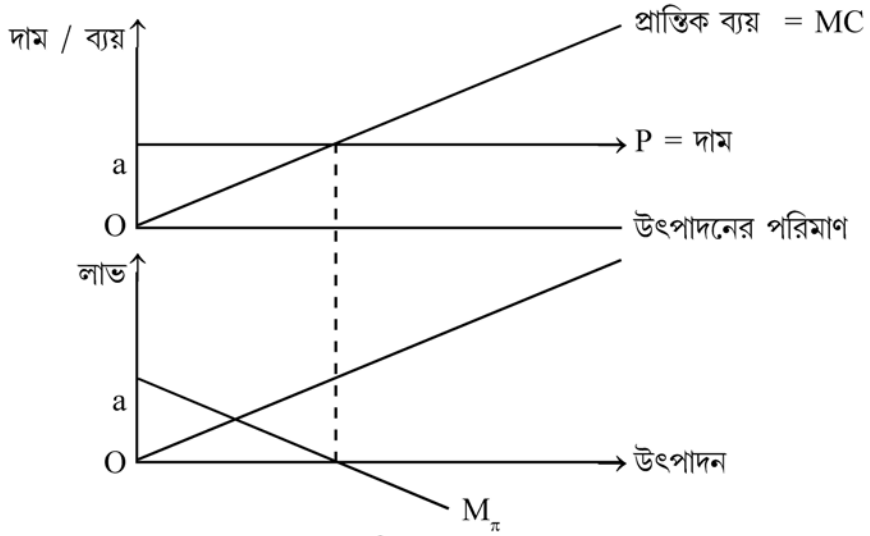

চিত্র—২.১

প্রতি একক উৎপাদন বাড়ালে লাভ কতটা বাড়ে M_π রেখার দ্বারা তা বোঝা যায়। মোট লাভ সবচেয়ে বেশি হয় যখন উৎপাদন বাড়াতে বাড়াতে এমন হয় যাতে শেষ একক উৎপাদনের প্রান্তিক লাভ হয় শূন্য অর্থাৎ $M_\pi = 0$। এই প্রান্তিক লাভকেই প্রান্তিক নীট ব্যক্তিগত সুবিধা (Marginal Net Private Benefit) বলা হয় অর্থাৎ M_π রেখাই MNPB রেখা।

MEC বা প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয় রেখার সাহায্যে আমরা প্রতি একক উৎপাদন দূষণের মাধ্যমে অতিরিক্ত যতটা ক্ষতি করে তার মূল্যকে পরিমাপ করি। তাই উৎপাদন যত বেশি হবে, প্রান্তিক ক্ষতি বা প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয়ও তত বাড়বে। সেকারণে MEC রেখাটি ধনাত্মক ঢালবিশিষ্ট (দ্রষ্টব্য ২.৩ নং ছবি)।

এখন দূষণের কাম্য পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য আমরা MNPB ও MEC রেখার সাহায্য নেব।

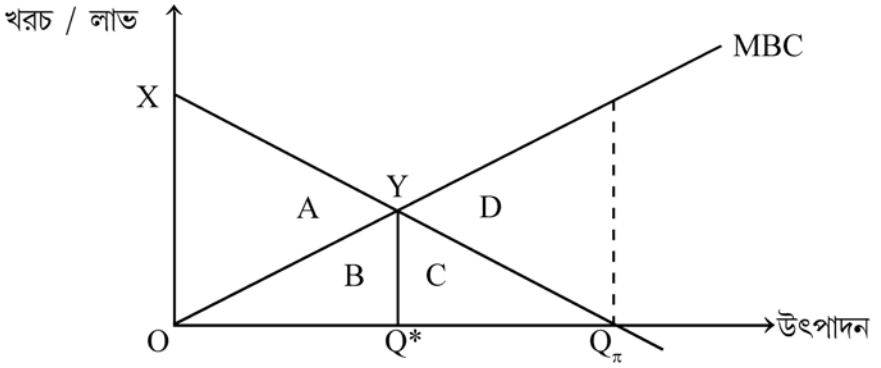

চিত্র—২.৩

ওপরের ছবিতে দেখান হচ্ছে, বাহ্যিকতা তখনই কাম্য পরিমাণে পৌঁছায় যেখানে প্রান্তিক নীট ব্যক্তিগত সুবিধা প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয়ের সমান হয়। অর্থাৎ Y বিন্দুতে MNPB = MEC এবং উৎপাদন = Q। এই Q* পরিমাণ উৎপাদনই কাম্য উৎপাদন। MNPB রেখার নীচের অংশ উৎপাদকের মোট

ব্যক্তিগত লাভ আর MEC রেখার নীচের অংশ মোট বাহ্যিক ব্যয়। যেহেতু সামগ্রিকভাবে মোট খরচ বাদ দিয়ে নীট সুবিধা যতটা থাকবে সেটিকেই সর্বাধিক করা আমাদের লক্ষ্য, অতএব OXY অংশ হল সব খরচ বাদ দিয়ে নীট লাভ। Q* পরিমাণ উৎপাদনের ফলে যে দূষণ সৃষ্টি হয়, সেটাই হল কাম্য পরিমাণ দূষণ। QYQ* হল দূষণজনিত ক্ষতির কাম্যমাত্রা অর্থাৎ বাহ্যিকতার কাম্যমাত্রা।

উপরে বর্ণিত বিষয়টি নিম্নোক্তভাবেও দেখানো যায়।

Q*-এ MNPB = MEC

কিন্তু, MNPB = P - MC

$\therefore$ P-MC = MEC

$\therefore$ P = MC + MEC = MSC

MSC হলে প্রান্তিক সামাজিক ব্যয় (Marginal Social Cost বা MSC) যেটি প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক বাহ্যিক ব্যয়ের যোগফলের সমান। অর্থাৎ প্যারেটো কাম্য অবস্থার শর্তটি হল P = MSC।

২.৩ নং ছবি থেকে আমরা কয়েকটি জিনিস পরিমাপ করতে পারি।

B অংশ = কাম্য পরিমাণ বাহ্যিকতা।

(A+B) ,, = দূষণ-সৃষ্টিকারী উৎপাদকের কাম্য পরিমাণ নীট ব্যক্তিগত সুবিধা।

A ,, = উৎপাদকের নীট সামাজিক সুবিধার কাম্য পরিমাণ।

(C+D) ,, = অ-কাম্য পরিমাণ বাহ্যিকতা যেটাকে আইনকানুন দিয়ে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন।

C ,, = সামাজিকভাবে অন্যায্য নীট ব্যক্তিগত সুবিধা।

Q_{π} ,, = সেই পরিমাণ উৎপাদন যা সর্বাধিক ব্যক্তিগত সুবিধা দেয়।

এই ছবি থেকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জানতে পারছি তা' হল যখন বাহ্যিকতা থাকে তখন ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য থেকে যায়। এই পার্থক্যটাকে দূর না করলে উৎপাদক Q পর্যন্ত উৎপাদন করবে যেখানে তার ব্যক্তিগত সুবিধা সর্বাধিক হবে। কিন্তু যেহেতু এখানে বাহ্যিক ব্যয় B+C+D অংশের সমান, সুতরাং নীট সামাজিক সুবিধার পরিমাণ A + B + C – B – C – D = A – D। কিন্তু Q*-এ সামাজিক সুবিধা হল A অংশের সমান। অর্থাৎ Q_p-তে নীট সামাজিক সুবিধা কম। (C + D) পরিমাণ বাহ্যিকতাকে বলা হয় প্যারেটো-প্রাসঙ্গিক কারণ; এটিকে দূর করতে পারলে প্যারেটো উন্নতি হয় অর্থাৎ সামাজিক সুবিধার ক্ষেত্রে নীট লাভ হয়। আর B পরিমাণ ব্যাহ্যিকতাকে বলা হয় প্যারেটো-অপ্রাসঙ্গিক কারণ; একে দূর করলে সামাজিক সুবিধাতে লাভ হয় না।

এ প্রসঙ্গে রোনাল্ড কোজ্-এর তত্ত্বটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বের মূল সারটি হল যে যদিও বাজার ব্যবস্থা কাম্য পরিমাণ বার্ষিকতায় পৌঁছাতে পারে না। তুবও সেই ব্যবস্থাই কাম্য অবস্থানের দিকে নিয়ে যায় যদি সম্পত্তির অধিকার থাকে এবং সেক্ষেত্রে কর বা নির্দিষ্ট দূষণ-মান নির্ধারণ ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণের দরকার হয় না।

তবে এই কোজ তত্ত্বেরও বিভিন্ন ত্রুটি আছে।

(১) এখানে উৎপাদক, ভোক্তা এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সকলেই দরকষাকষির সঙ্গে যুক্ত। বাস্তবে এই ধরণের দর কষাকষি লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং কোজতত্ত্ব অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব নয়।

(২) কোন কোন দূষণের ক্ষেত্রে দূষণের উৎস কোনটি বা কোনগুলি তা জানা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এখানে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

2.4.3 সরকারি দ্রব্য

সরকার যে সমস্ত দ্রব্য তৈরি করে সরবরাহ করে তাকে সরকারি দ্রব্য বলে। আমরা শুধু খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি ভোগ বা ব্যবহার করি না। জীবনধারণের জন্য আমাদের আরো অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে আছে রাস্তাঘাট, চিকিৎসাকেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামরিক বাহিনী দ্বারা দেশের সুরক্ষা ইত্যাদি। এই দ্রব্য ও সেবাগুলি সমাজের সকলে একইসঙ্গে সমানভাবে ভোগ করতে পারে। এগুলির জন্য আমাদের সরাসরি কোনো দাম দিতে হয় না। আবার এগুলির দাম দিয়ে নিজের খুশিমতো কমবেশি কেনা যায় না। এ সমস্ত দ্রব্যগুলি সরকারি দ্রব্য। এই অর্থে সরকারি দ্রব্যের সংজ্ঞা অনেক বেশি ব্যাপক।

এই সরকারি দ্রব্য বলতে সেইসব দ্রব্য বা সেবা কাজকে বোঝায় যাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জোগানের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকাকালীন অতিরিক্ত কোনো একজন ব্যক্তি বা কিছুসংখ্যক ব্যক্তি দ্রব্য বা সেবাকাজটি ভোগ করার ফলে অন্যান্য ব্যক্তিদের ভোগের পরিমাণ মোটেই কমে যায় না। অন্যভাবে বললে, কোনো সরকারি দ্রব্যের ক্ষেত্রে যে-কোনো একজন অতিরিক্ত ব্যক্তিকে এটি সরবরাহ করার প্রান্তিক ব্যয় শূন্য।

সরকারি দ্রব্যের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য রয়েছে :

প্রথমত, ভোগের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা। এর অর্থ হল যে দ্রব্যটি যদি 'ক' ব্যক্তি ভোগ করে তাহলে 'খ' ব্যক্তির ভোগ তার ফলে হ্রাস পায় না। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সরকারি দ্রব্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভোক্তাদের ভোগ হ্রাস না করেই একাধিক ব্যক্তি ভোগ করে। যেমন হাসপাতাল, পার্ক ইত্যাদি। এগুলির জন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে দাম আদায় করা সম্ভব নয়। তাই দাম না দিয়ে প্রত্যেকের মধ্যেই এই অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাগুলি অধিক মাত্রায় ভোগ করার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। তবে কেবল করদাতারা নয়, যারা কর দেন না, তারাও এগুলি সমানভাবে ভোগ করে। এককথায়, এগুলির ভোগ থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, এই দ্রব্যের ভোগ থেকে অপরকে বহির্ভূত করতে না পারার অবস্থা। কোনো সরকারি দ্রব্য ভোগের সুবিধা কোনো ব্যক্তিবিশেষ পেয়ে থাকলে অন্যান্য ব্যক্তিকে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এর অর্থ হল, একজনের ভোগ বাড়লে আরেকজনের ভোগ কমে না। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি রাস্তা দিয়ে দুবার হেঁটে যান তাহলে তার ফলে অপর ব্যক্তিদের তাতে কোনো অসুবিধে হয় না। একইরকমভাবে রাতে রাস্তার আলোক বাতিস্তম্ভের আলোর সুবিধার ভোগ থেকে কোনো ব্যক্তিকে বিরত করা যায় না। স্বভাবতই এই সরকারি দ্রব্য পাবার জন্য অর্থ ব্যয় করতেই হবে এরকম কোনো নিশ্চয়তা নেই।

তৃতীয়ত, সরকারি দ্রব্যগুলিকে ইচ্ছামতো ভাগে ভাগ করে ভোগকারীদের পছন্দমতো ছোটো ছোটো অংশে সরবরাহ করা যায় না। যেমন রাস্তার আলোর কথাই ধরা যাক। রাস্তার আলো থাকলে প্রত্যেক পথচারীই নিরাপদভাবে চলাফেরা করতে পারবে।

মোট কথা, সরকারি দ্রব্য হল এমন সব দ্রব্যাদি যা ধনাত্মক বাহ্যিকতার সৃষ্টি করে। অথচ, ধনাত্মক বাহ্যিকতার বা ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধাপ্রাপকদের ওই দ্রব্য ভোগের জন্য অর্থ ব্যয় না করলেও চলবে

যেহেতু সরকারি দ্রব্যের উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় শূন্য। সরকারি দ্রব্যের এইসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে ওই সব দ্রব্যের জোগান দেওয়া সম্ভব হয় না বা এইসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার নীতি ব্যর্থ হয়।

2.5 সংক্ষিপ্তসার

বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতার উদাহরণ মেলে বৈরিতাবিহীন সর্বজনভোগ্য দ্রব্যের (public goods) ক্ষেত্রে। ব্যর্থতার কারণ হিসাবে ওইসব দ্রব্যের দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়। এদুটি হল যথাক্রমে (১) বহির্ভূতকরণের অসুবিধা (non-excludability) অর্থাৎ কোনো ভোক্তাকে দ্রব্যটির উপভোগ থেকে ঠেকিয়ে রাখতে না পারা, এবং (২) প্রতিপক্ষবিহীনতা অর্থাৎ দ্রব্যটি এমনই হয়ে থাকে যাতে, একজনের ভোগের সঙ্গে অন্য উপভোক্তার ভোগের মধ্যে কোনো বৈরিতা নেই। আসলে সর্বজনভোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে [যেমন, বিশুদ্ধ বায়ু (clean air)], বাজার-ব্যবস্থার মাধ্যমে কাম্যতম উপভোগের স্তরে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অর্থব্যবস্থায় আমরা অনেক দ্রব্যই দেখি, যেগুলির উপভোগ অংশত বৈরিতাসম্পন্ন এবং অংশত বৈরিতাবিহীন। এগুলিকে মিশ্র দ্রব্য (mixed goods) বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে যদি আমি Covid-19-এর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভ্যাক্সিন নিয়ে থাকি তাহলে আমি পারিপার্শ্বিক সমাজের অন্য লোকেদের মধ্যে এর সুফল ছড়িয়ে দিতে পারি এই কারণে যে তারাও সংক্রমণের হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পাচ্ছে। এটি একটি হিতকর বহিঃস্থ প্রভাবের (beneficial externality) উদাহরণ। বাজারে বহিঃস্থ প্রভাবসমূহ কার্যকর হলে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে কাম্যতম উৎপাদন বিন্দুতে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। তবে কিছু অর্থশাস্ত্রী আছেন যাঁরা বলে থাকেন যে, এই সমস্যার সমাধান ব্যক্তিগত দরকষাকষির মাধ্যমে করা হয়তো সম্ভব। রোনাল্ড কোজের (Ronald Coase)-এর উপপাদ্যে এ কথা বলা হয়েছে।

যে সব ক্ষেত্রে বাজার ব্যর্থ, সম্পদ প্রতিস্থাপনে অদক্ষ (inefficient), সে সব ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের (government intervention) আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না।

2.6 সংক্ষিপ্তসার

● **অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১. বাজার ব্যর্থতা কাকে বলে?

২. বাহ্যিকতা কাকে বলে?

৩. ধনাত্মক বাহ্যিকতা কাকে বলে?

৪. ঋণাত্মক বাহ্যিকতা কাকে বলে?

৫. সরকারি দ্রব্য কাকে বলে?

৬. কোজ্-তত্ত্বের মূল সুরটি কী?

● **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১. ধনাত্মক বাহ্যিকতার ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যয় ও ব্যক্তির ব্যয়ের মধ্যে কী সম্পর্ক?

২. সরকারি দ্রব্য কাকে বলে? সরকারি দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য কী কী?

৩. হিতকর বহিঃস্থ প্রভাব কী? এর একটি উদাহরণ দাও।

৪. যেসব ক্ষেত্রে বাজার ব্যর্থ সেক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ কি জরুরি? ব্যাখ্যা কর।

● **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১. বাহ্যিকতার সংজ্ঞা দাও। বাস্তব জগতে যে সমস্ত বাহ্যিকতা দেখা দেয় সেগুলির ধরন ব্যাখ্যা কর।

২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং অসম্পূর্ণ তথ্যের দরুন কীভাবে বাজার ব্যবস্থা ব্যর্থ হয় তা ব্যাখ্যা কর।

৩. সরকারি দ্রব্যের সংজ্ঞা দাও। সরকারি দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর। সরকারি দ্রব্যের ক্ষেত্রে কেন বাজার ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়।

2.7 গ্রন্থপঞ্জি

● দেবেশ মুখার্জি : বাণিজ্যিক অর্থবিদ্যা।

● সম্পৎ মুখার্জি : বাণিজ্যিক অর্থবিদ্যা।

একক 3 ❐ উপকরণের বাজার: জমির বাজার

গঠন

3.1 উদ্দেশ্য

3.2 প্রস্তাবনা

3.3 খাজনার সংজ্ঞা ও রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব

3.4 মার্শালের খাজনা তত্ত্ব

3.5 আধুনিক খাজনা তত্ত্ব

3.6 প্রায়-খাজনা বা আধা-খাজনা

3.7 খাজনা ও দাম

3.8 সংক্ষিপ্তসার

3.9 অনুশীলনী

3.10 গ্রন্থপঞ্জি

3.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে

- খাজনা কাকে বলে ;
- খাজনা সম্পর্কে রিকার্ডোর অভিমত ;
- আধুনিক খাজনাতত্ত্ব ; এবং তৎসহ
- প্রায়-খাজনার ধারণা

3.2 প্রস্তাবনা

কোনো দ্রব্যের দাম যেমন সেই দ্রব্যের চাহিদা ও জোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত হয়, সেইরকম কোনো উৎপাদনের উপাদানের দামও সেই উপাদানের চাহিদা ও জোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় দ্রব্যের বাজারে। সেইরকম উপাদানের দাম নির্ধারিত হয় উপাদানের বাজারে। এই এককে আমরা আলোচনা করব উৎপাদনের চারটি উপাদানের মধ্যে একটি উপাদান জমির দাম কীভাবে জমির বাজারে নির্ধারিত হয়।

আমরা জানি যে উৎপাদনের জন্য চারটি উপকরণ বা উপাদানের প্রয়োজন। এই চারটি উপকরণ হল জমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন বা উদ্যোগ। এই চারটি উৎপাদনের উপকরণের নিয়োগের ফলে দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই উপকরণগুলিকে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করার জন্য ফার্মকে তাদের দাম দিতে হয়।

যেমন, জমির মালিককে দিতে হয় খাজনা, শ্রমিককে দিতে হয় মজুরি, মূলধনের মালিককে দিতে হয় সুদ এবং উদ্যোক্তা পায় মুনাফা। কীভাবে খাজনা, নির্ধারিত হয় তাই হল এই এককের আলোচ্য বিষয়বস্তু। এছাড়া, প্রায় বা আধা-খাজনার ধারণা এবং খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্কও বর্তমান এককে আলোচনা করা হয়েছে।

3.3 খাজনার সঞ্জা ও রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব

উৎপাদনের একটি উপাদান হলো জমি। সাধারণভাষায় জমি হল পৃথিবীর স্থলভাগের অংশ যেখানে মানুষ কৃষিকাজের দ্বারা নানারকম শস্য উৎপাদন করে। কিন্তু অর্থনীতিতে জমি বলতে শুধু কৃষি জমিকেই বোঝায় না। জমি বলতে কৃষি জমি ছাড়াও খনিজ সম্পদ, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বন সম্পদ সব কিছুকেই বোঝায়। জমি হল এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যার জোগান সীমাবদ্ধ এবং যে সম্পদ মানুষের উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। খাজনা হল জমি নামক উৎপাদনের উপাদানের সেবার দাম। অন্যভাবে বলতে গেলে জমি থেকে যে সেবা কাজ পাওয়া যায়, সেই সেবা কাজ ব্যবহার করার জন্য যে দাম দিতে হয় তাকে খাজনা বলে। অর্থাৎ জমির মালিককে সাময়িকভাবে জমির মালিকানা পরিত্যাগ করতে হয়। অতএব খাজনা হল এই মালিকানা পরিত্যাগের পুরস্কার। জমি উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করে উৎপাদনে সাহায্য করে বলে জমির মালিককে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। তাই বলা যায় যে, খাজনা জমির দাম নয়, এটি হল জমি নামক সম্পদের সেবার দাম।

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব

বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো জমির খাজনা সম্পর্কে সর্বপ্রথম একটি বিস্তারিত তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্বটি রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব নামে পরিচিত।

রিকার্ডোর মতে, "জমির বা মাটির আদি এবং অক্ষয়িষ্ণু শক্তি ব্যবহার করার জন্য জমির মালিককে যা দেওয়া হয় তাই হল খাজনা"। অর্থাৎ "Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil." রিকার্ডোর মতে জমির এই খাজনা হল উৎপাদনের উদ্বৃত্ত এবং খাজনা শুধুমাত্র জমি বা প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বটি নিম্নলিখিত অনুমানের উপর নির্ভরশীল।

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের অনুমানসমূহ

১. খাজনা হল জমির আদি এবং অবিনশ্বর শক্তির দাম।

২. সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে জমির জোগান সীমাবদ্ধ অর্থাৎ জমির জোগান রেখা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক এবং এই সীমাবদ্ধ জমিতে সমসত্ব বিশিষ্ট শ্রম-মূলধনের মাত্রা প্রাদন করে দ্রবে উৎপাদন করা হয়।

৩. জমিতে একটিমাত্র শস্যই উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ জমির কোনো বিকল্প ব্যবহার নেই। তাই জমির কোন স্থানান্তর ব্যয় নেই।

৪. জমি যেহেতু প্রকৃতির দান তাই জমির কোনো উৎপাদন ব্যয় নেই, বা জোগান দাম নেই।

৫. জমির বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা রয়েছে।

৬. জমিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের বিধি (Law of diminishing returns) কার্যকরী হয়।

৭. মাটির উর্বরতা শক্তি সকল জমির ক্ষেত্রে সমান নয়। কোনো জমি খুব বেশি উর্বর। কোনো জমির উর্বরতা কম। আবার কোনো জমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের, অর্থাৎ, রিকার্ডোর মতে, জমির উর্বরতার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

৮. ম্যালথাসের জনসংখ্যার তত্ত্ব কার্যকরী হয়।

উপরের অনুমানের ভিত্তিতে রিকার্ডোর মতে খাজনার উৎপত্তি হয় দুটি কারণে—

প্রথমত, জমির জোগানের সীমাবদ্ধতার দরুন।

দ্বিতীয়ত, জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের দরুন।

জমির জোগানের সীমাবদ্ধতার দরুন যে খাজনার সৃষ্টি হয় তাকে 'স্বল্পতাজনিত খাজনা' বলে। অপরদিকে জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের দরুন যে খাজনার সৃষ্টি হয় তাকে 'পার্থক্যজনিত খাজনা' বলে। কীভাবে এই দুই প্রকারের খাজনার উদ্ভব হয় তা এখন ব্যাখ্যা করব।

স্বল্পতাজনিত খাজনা (Scarcity Rent)

সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে জমির জোগান সীমাবদ্ধ। জমির জোগানের সীমাবদ্ধতার দরুন যে খাজনার উৎপত্তি হয় তাকে 'স্বল্পতাজনিত খাজনা' বলে। জমির জোগান সীমিত বলে জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি কার্যকরী হয়, ফলস্বরূপ জমির প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায়। অপরদিকে ম্যালথাসের তত্ত্বানুযায়ী দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। ফলে সীমিত জমির চাহিদা বাড়ে। ফলে জোগানের

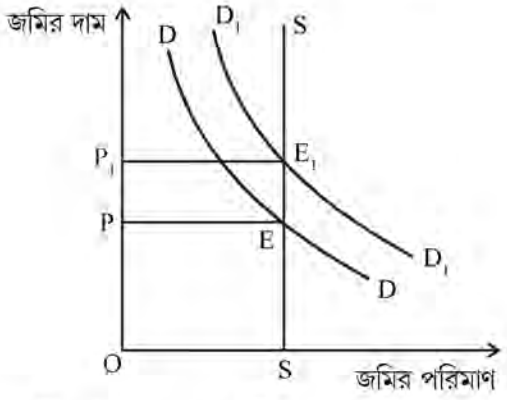

চিত্র ৩.১ : স্বল্পতাজনিত খাজনার উদ্ভব

তুলনায় চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শস্যের দাম বাড়ে এবং জমিতে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়। এই উদ্বৃত্তই হল রিকার্ডোর স্বল্পতাজনিত খাজনা।

আমরা জানি যে, জমির জোগান নির্দিষ্ট। এই অবস্থায় জনসংখ্যা বাড়লে শস্যের চাহিদা বাড়ে। ফলে শস্যের দাম বাড়বে। পাশের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হলো।

রেখাচিত্রে 'SS' হলো সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক জমির জোগান রেখা। শস্যের প্রাথমিক চাহিদা রেখা DD জোগান রেখা 'SS' কে 'E' বিন্দুতে ছেদ করায় শস্যের বাজারে শস্যের দাম হয় OP। দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে বলে প্রতিটি চাষি তার শস্য OP দামে বিক্রি করে এবং জমির মালিক OPES পরিমাণ খাজনা পায়। এখন ধরা যাক শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেল। এর ফলে শস্যের চাহিদা রেখা DD থেকে D_1D_1 হয়। এই চাহিদা রেখা SS জোগান রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করায় নুতন ভারসাম্য দাম হয় OP_1 যা OP থেকে বেশি। এক্ষেত্রে জমির মালিক OP_1E_1S পরিমাণ খাজনা পায়। অর্থাৎ, জমির চাহিদা বৃদ্ধির দরুন জমির মালিকের খাজনার পরিমাণ বা উদ্বৃত্ত আয় বৃদ্ধি পায়। তাই জমির চাহিদা যত বাড়বে জমির খাজনাও তত বাড়বে। জমির স্বল্পতা বা জোগানের অস্থিতিস্থাপকতার জন্য এই ধরনের খাজনার উদ্ভব হচ্ছে বলে একে 'স্বল্পতাজনিত খাজনা' বলে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে রিকার্ডোর তত্ত্বে খাজনা উৎপাদন ব্যয়ের অংশ নয়। খাজনা হলো একটি উদ্বৃত্ত। জমির জোগান সীমিত হবার জন্য খাজনার সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া সমস্ত জমি সমজাতীয় ধরা হয়েছে এবং জমির মালিক ও কৃষকদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে বলে সমস্ত কৃষকই সমান খাজনা দেয়।

পার্থক্যজনিত খাজনা (Differential Rent)

উপরের আলোচনায় ধরেছিলাম যে সমস্ত জমিই সমজাতীয় এবং তার ফলে সমস্ত জমিতেই সমান খাজনার উদ্ভব হয়। এখন এই অনুমানটি পরিত্যাগ করে ধরা হলো যে সমস্ত জমির উর্বরতা শক্তি সমান নয়। ফলে যে জমি সবচেয়ে বেশি উর্বর তাতে একই পরিমাণ শ্রম, মূলধন ইত্যাদি নিয়োগ করে যে পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায় তা অন্যান্য জমির তুলনায় বেশি হবে। জমির এই উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের দরুন যে খাজনার উদ্ভব হয় তাকে রিকার্ডো 'পার্থক্যজনিত খাজনা' বলে অভিহিত করেন। যে জমির উর্বরতা শক্তি বেশি সেই জমির উৎপাদন ব্যয় কম এবং ফলস্বরূপ খাজনা বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেশি। অপরদিকে, কম উর্বরতাশক্তি বিশিষ্ট জমির শস্যোৎপাদনের ব্যয় বেশি হয় এবং খাজনা বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ কম হয়। তবে, রিকার্ডোর মতে কম উর্বরতা শক্তিসম্পন্ন জমিতেও বেশি খাজনা অর্জন করা সম্ভব হয় যদি জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুন শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কারণ জমির জোগান সীমাবদ্ধ। জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের দরুন কীভাবে খাজনার উদ্ভব হয় তা নীচে একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো হল।

ধরা যাক কোনো একটি জনশূন্য দ্বীপে ক, খ, গ নামে তিনটি ভিন্ন উর্বরতাশক্তিসম্পন্ন জমি রয়েছে। 'ক' জমি সবচেয়ে বেশি উর্বর। 'খ' জমির উর্বরতা তার চেয়ে কম। 'গ' জমির উর্বরতা 'খ' জমির থেকে কম। অর্থাৎ 'গ' নিকৃষ্টতম জমি। ধরা যাক এই তিন প্রকার জমিতেই 100 একক করে ফসল উৎপন্ন হয়। আরও ধরা যাক, 'ক' 'খ' এবং 'গ' জমির একক পিছু ব্যয় যথাক্রমে 2, 3 এবং 4 টাকা। তাই 'ক' 'খ' এবং 'গ' জমিতে মোট ব্যয় হয় যথাক্রমে 200, 300 এবং 400 টাকা। দ্রব্যের বাজারে যেহেতু পূর্ণ প্রতিযোগিতা

রয়েছে তাই শস্যের দাম তার প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। তাই উদাহরণে যেহেতু 'গ' জমি প্রান্তিক জমি তাই 'গ' জমির উৎপাদন ব্যয়ই হবে প্রান্তিক ব্যয় এবং শস্যের দাম। অর্থাৎ শস্যের দাম 4 টাকা না হলে 'গ' জমিতে চাষ হবে না। তাই শস্যের দাম হয় 4 টাকা। শস্যের দাম প্রতি একক 4 টাকা হলে সেই দামে শস্য বিক্রি করে প্রত্যেক জমিতে 400 টাকা মোট আয় হবে। এই মোট আয় থেকে শস্যের মোট ব্যয় বাদ দিলে 'ক' জমিতে 200 টাকা, 'খ' জমিতে 100 টাকা উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনার সৃষ্টি হবে। কিন্তু 'গ' জমিতে কোনো খাজনা বা উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হবে না। এখানে 'গ' হল প্রান্তিক জমি বা খাজনাবিহীন জমি। তাই রিকার্ডোর মতে শুধুমাত্র প্রান্তোর্ধ জমিতেই খাজনা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির জমির খাজনার পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। যে জমি যত বেশি উর্বর তার খাজনা তত বেশি। অপরদিকে যে জমি যত কম উর্বর তার খাজনা তত কম।

রিকার্ডোর এই খাজনাতত্ত্ব থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে খাজনা অনুপার্জিত উদ্বৃত্ত (Unearned Surplus)। জমির মালিক কোনোরকম মেহনত না করেই এই উদ্বৃত্ত আয় ভোগ করে।

সমালোচনা

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের মূল সমালোচনাগুলি হল—

১. রিকার্ডো তার খাজনাতত্ত্বে জমি বলতে শুধুমাত্র কৃষি জমিকেই ধরেছেন এবং তার কোনো বিকল্প ব্যবহার নেই। কিন্তু বাস্তবে জমিকে নানাভাবে ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ জমির বিকল্প ব্যবহার আছে। কিন্তু রিকার্ডো তাঁর তত্ত্বে ধরেছিলেন যে জমির বিকল্প ব্যবহার নেই, তাই কোনও স্থানান্তর ব্যয় নেই। এই অনুমানটি অবাস্তব।

২. খাজনাবিহীন জমি বা প্রান্তিক জমি বাস্তবে দেখা যায় না।

৩. জমির উর্বরতা শক্তি অবিনশ্বর এই অনুমানটি সঠিক নয়। কারণ বাস্তবে জমির উর্বরতা সার ব্যবহার করে বৃদ্ধি করা যায়।

৪. জমির উৎপাদন ব্যয় নেই এই অনুমানটিও সঠিক নয়। জমিকে চাষের কাজে নিয়োগ করতে হলে জমিকে সমতল করতে হয়। সেচের ব্যবস্থা করতে হয় এবং তার জন্য শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে হয়। তাই জমির মালিক যখন জমিকে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে এবং তার জন্য যে খাজনা পেয়ে থাকে তার সম্পূর্ণটি উদ্বৃত্ত নয়। অর্থাৎ জমির উৎপাদন ব্যয় আছে এবং খাজনাও পুরোপুরি উদ্বৃত্ত নয়।

৫. রিকার্ডো সমগ্র অর্থনীতির দিক থেকে জমির জোগানকে বিবেচনা করেছেন। তাই জমির জোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু একজন কৃষকের দিক থেকে জমির জোগানকে বিবেচনা করা হলে জমির জোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয় না।

৬. জমির উর্বরতার পার্থক্যের জন্যই খাজনার উদ্ভব হয়—একথাও ঠিক নয়। সব জমির উর্বরতা সমান হলেও খাজনার উদ্ভব হতে পারে। অধ্যাপক মার্শালের মতে খাজনার উদ্ভবের কারণ হল জমির দুষ্প্রাপ্যতা।

3.4 মার্শালের খাজনা তত্ত্ব

অধ্যাপক মার্শাল রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মূলত রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের পরিবর্ধন করেছেন, তাকে আরও উন্নত ও মার্জিত করেছেন। তিনি তাঁর খাজনাতত্ত্বে ব্যাখ্যা করেছেন যে, জমি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে খাজনা পাওয়া যায়।

মার্শালের খাজনাতত্ত্বের প্রধান বক্তব্য দুটি :

১. খাজনা হল জমির জোগানের সীমাবদ্ধতার বা স্বল্পতার পরিণাম।

২. জমি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যেও খাজনার ভাব থাকতে পারে।

স্বল্পতাজনিত খাজনা (Scarcity Rent of Marshall)

মার্শালের মতে জমি হল একটি বিশেষ প্রাকৃতিক সম্পদ যার জোগান সীমিত। তাঁর মতে, যে প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যার জোগান সীমাবদ্ধ তাকেই জমি বলে। জমির জোগানের সীমাবদ্ধতা হল জমির স্বল্পতা বা দুষ্প্রাপ্যতা।

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বানুযায়ী জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের দরুনই খাজনা সৃষ্টি হয়। তাঁর মতে জমির উর্বরতার পার্থক্যই হল জমির দুষ্প্রাপ্যতা। রিকার্ডো তার তত্ত্বে ব্যাখ্যা করেন জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্য থাকলেই খাজনার উদ্ভব হয়। কিন্তু মার্শাল ব্যাখ্যা করেন যে, সব জমির উর্বরতা সমান হলেও খাজনার উদ্ভব হয়। জমির উর্বরতা সমান হলেও জমির জোগান সীমাবদ্ধ হতে পারে। সেখানে একই জমিতে বেশি চাষ করতে হলে নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করতে হয়। একই জমিতে বেশি পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে হয়। জমির পরিমাণ স্থির রেখে অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি করলে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি দেখা দেয়। অর্থাৎ সমান ব্যয় করে প্রত্যেকবার কম পরিমাণে শস্য পাওয়া যায় বা একই পরিমাণ জমি থেকে সমান পরিমাণ শস্য পেতে গেলে প্রত্যেকবার বেশি ব্যয় করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক একখন্ড জমি থেকে প্রত্যেকবার 100 একক শস্য উৎপাদন হচ্ছে। তার জন্য ধরা যাক প্রথমবার ব্যয় হয় 100 টাকা। দ্বিতীয়বারে ব্যয় হয় 200 টাকা। তৃতীয়বারে ব্যয় হয় 300 টাকা। এক্ষেত্রে মোট ব্যয় হল 600 টাকা। কিন্তু প্রান্তিক ব্যয় 300 টাকা। শস্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকায় শস্যের দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। অর্থাৎ প্রতি 100 একক শস্যের দাম হবে 300 টাকা। এই দামে 300 একক শস্যের দাম হবে 900 টাকা। এই 900 টাকা থেকে শস্যের মোট উৎপাদন ব্যয় 600 টাকা বাদ দিলে যে 300 টাকা উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় তাই হল খাজনা। অর্থাৎ, জমির খাজনা = মোট শস্য উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত আয় – উৎপাদনের মোট ব্যয়।

তাই বলা যায় যে, জমির উর্বরতা সমান হলেও খাজানার উদ্ভব হতে পারে। রিকার্ডোর মতো খাজনা উদ্ভবের কারণ শুধুমাত্র জমির উর্বরতার পার্থক্য নয়। জমির স্বল্পতা বা দুষ্প্রাপ্যতাই খাজনা উদ্ভবের কারণ। মার্শালের মতে জমির জোগান সীমাবদ্ধ বলেই জমিতে খাজনার উদ্ভব হয়। জোগানের সীমাবদ্ধতা হল জোগানের অস্থিতিস্থাপকতা। তাই জমির জোগান অস্থিতিস্থাপক হবার জন্যই জমিতে খাজনার উদ্ভব হয়। জমির জোগান যত বেশি অস্থিতিস্থাপক হবে ততই খাজনার পরিমাণ বেশি হবে। জমির জোগান যদি সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয় তাহলে জমির জোগান দাম শূন্য হয়। সে ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্ত আয়ের সবটাই হয় খাজনা।

3.5 আধুনিক খাজনা তত্ত্ব

আধুনিক খাজনাতত্ত্বে জমিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির দান হিসাবে দেখা হয় না। আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, অন্যান্য উপাদানের মতো জমিরও বিকল্প ব্যবহার আছে। জমি চাষের কাজ ছাড়াও অন্য কাজেও ব্যবহার করা যায়। জমির বিকল্প ব্যবহার আছে বলেই জমির বিকল্প আয় বা স্থানান্তর আয় আছে। আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, জমি হল অংশত মানুষের দ্বারা উৎপাদিত উৎপাদনের উপাদান এবং অংশত প্রাকৃতিক সম্পদ। এই কারণে জমির উৎপাদন ব্যয়ও আছে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদদের খাজনাতত্ত্বে খাজনাকে জমি নামক উপাদানের নির্দিষ্ট সেবার দাম বলে গণ্য করা হয়েছে। এই সেবার দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও জোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে। আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী জমির বিকল্প ব্যবহার আছে এবং স্থানান্তর আয় আছে। এই স্থানান্তর আয়কে জমির জোগান দাম বলা হয়। জমির খাজনা ন্যূনতম পক্ষে এই বিকল্প আয় বা স্থানান্তর আয়ের সমান হতে হয়। কোনও উৎপাদক যতো বেশি জমি চাইবে ততই তাকে অন্য ব্যবহার থেকে জমিকে সরিয়ে আনতে হবে এবং এর ফলে জমির স্থানান্তর আয় বৃদ্ধি পাবে। তাই জমির জোগান স্থানান্তর আয়ের সঙ্গে বাড়ে বা কমে। অর্থাৎ জমির জোগান রেখা ঊর্দ্ধমুখী। কোনো একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে দেখলেই জমির জোগান রেখা ঊর্দ্ধমুখী হয়। এই প্রসঙ্গে স্থানান্তর আয়ের ধারণাটি পরিস্কারভাবে বোঝা প্রয়োজন।

যদি কোনো উপাদানের বিকল্প ব্যবহার থাকে, তবে সেই উপাদানকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, কিংবা এক ব্যবহার থেকে অন্য ব্যবহারে স্থানান্তরিত করতে হলে উপাদানের মালিককে যে ন্যূনতম পারিশ্রমিক দিতে হয় তা হল উপাদানের মালিকের স্থানান্তর আয় এবং উপাদানের ব্যবহারকারীর স্থানান্তর ব্যয়। খাজনা হল যে কোনো উপাদানের প্রকৃত আয় এবং স্থানান্তর ব্যয় বা ন্যূনতম জোগান দামের পার্থক্য। অর্থাৎ এই স্থানান্তর আয় থেকে যদি কোনো উপাদান বেশি উপার্জন করে তাহলে সেই অতিরিক্ত আয়কে অর্থনৈতিক খাজনা বলে। অতএব অর্থনৈতিক খাজনা = প্রকৃত আয় – ন্যূনতম জোগান দাম।

কীভাবে আধুনিক তত্ত্বে চাহিদা ও জোগানের দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয় তা চিত্রে ব্যাখ্যা করা হলো।

রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে উপাদানের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে জমির খাজনা পরিমাপ করা হয়েছে। DD_1 এবং SS_1 হল যথাক্রমে জমির চাহিদা ও জোগান রেখা। এক্ষেত্রে জমির জোগানকে একটি কৃষকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়েছে। তাই জোগান রেখাটি ঊর্দ্ধমুখী। রেখাচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে জমি বা উপাদানটির পারিশ্রমিক OS থেকে কম হলে উপকরণ বা উপাদানটির জোগান দাম শূন্য হবে। তাই অন্ততপক্ষে OS পরিমাণ পারিশ্রমিক বা উপাদানটির প্রথম এককের জন্য দিতেই হবে। এরপর উপাদানটির ন্যূনতম জোগান দাম বাড়লে তার জোগানও বাড়বে। DD_1 চাহিদা রেখা SS_1 জোগান রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করায় OM-তম উপাদানের

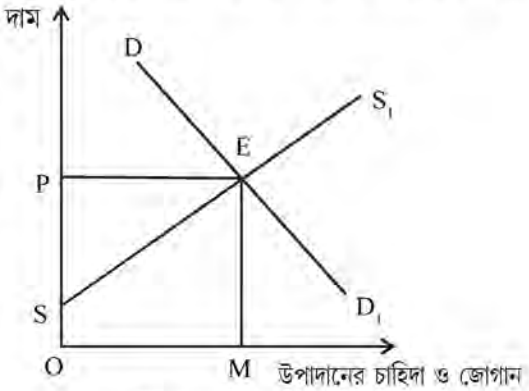

চিত্র ৩.২ : চাহিদা ও জোগানের দ্বারা খাজনা নির্ধারণ

প্রকৃত আয় (OP) এবং ন্যূনতম দাম (OP) সমান হয়। তাই OM-তম উপাদানের কোনো উদ্বৃত্ত বা খাজনা নেই। কিন্তু OM থেকে কম পরিমাণে উপাদান নিয়োগে খাজনার উৎপত্তি হয়। এইক্ষেত্রে OM সংখ্যক উপাদানের প্রকৃত আয় OPEM পরিমাণ এবং জোগান দাম OSEM পরিমাণ। তাই অর্থনৈতিক খাজনা = OPEM – OSEM = PES পরিমাণ। এখন প্রকৃত আয় যদি স্থির থাকে, তাহলে অর্থনৈতিক খাজনা স্থানান্তর আয়ের ওপর নির্ভর করে। আমরা বলতে পারি যে—

১. যদি স্থানান্তর আয় বাড়ে (কমে) তাহলে খাজনা কমবে (বাড়বে)।

২. যদি স্থানান্তর আয় শূন্য হয়, তাহলে প্রাপ্ত আয়ের সবটাই অর্থনৈতিক খাজনা হবে।

৩. যদি প্রকৃত আয় ও স্থানান্তর আয় সমান হয় তাহলে অর্থনৈতিক খাজনা শূন্য হয়।

স্থানান্তর আয় কী হবে তা নির্ভর করে উপাদানটির জোগানের স্থিতিস্থাপকতার ওপর। তাই আধুনিক খাজনাতত্ত্ব অনুযায়ী উপাদানটির জোগানের স্থিতিস্থাপকতার ওপর খাজনার পরিমাণ নির্ভরশীল। উপাদানটির জোগান যদি সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয় তাহলে স্থানান্তর আয় শূন্য হয় এবং এই ক্ষেত্রে উপাদানটির প্রকৃত আয়ের পুরোটাই হয় খাজনা। নিম্নের রেখাচিত্রে ইহা দেখানো হলো।

রেখাচিত্রে SS_1 হলো উপাদানটির জোগান রেখা। উপাদানটির জোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় জোগান রেখাটি উল্লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে। এখানে চাহিদা রেখাটি DD_1, জোগান রেখা SS_1 কে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখানে উপাদানটির বা জমির জোগান দাম শূন্য। তাই জমির বা উপাদানটির সমস্ত উপার্জনটিই হল খাজনা বা উদ্বৃত্ত। রেখাচিত্র অনুযায়ী জমির প্রকৃত আয় OPES পরিমাণ কিন্তু স্থানান্তর আয় শূন্য। তাই, অর্থনৈতিক খাজনা = OPES – 0 = OPES

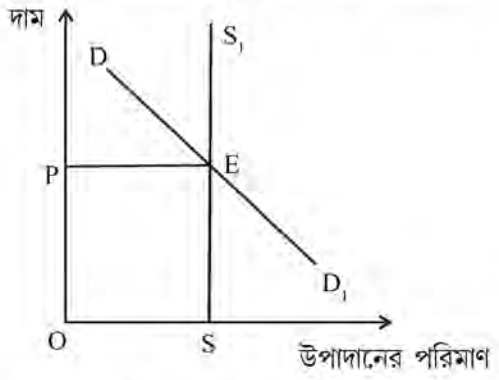

চিত্র ৩.৩ : যখন জোগান রেখা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক

এখন ধরা যাক জমির জোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। জমির জোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হলে জমির জোগান রেখাটি হয় অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল। এক্ষেত্রে জমির বা উপাদানটির প্রকৃত আয় ও ন্যূনতম জোগান দাম সমান হয়। তাই অর্থনৈতিক খাজনা শূন্য হবে। রেখাচিত্রে PS হল সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক জোগান রেখা। এক্ষেত্রে উপাদানটির প্রকৃত আয় হয় OPEM পরিমাণ এবং স্থানান্তর আয়ও হয় OPEM পরিমাণ। তাই অর্থনৈতিক খাজনা হয় শূন্য।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে নিম্নের কয়েকটি বিষয় বলা যায়।

১. জমির প্রকৃত আয় থেকে স্থানান্তর আয় বাদ দিলে অর্থনৈতিক খাজনা পাওয়া যায়।

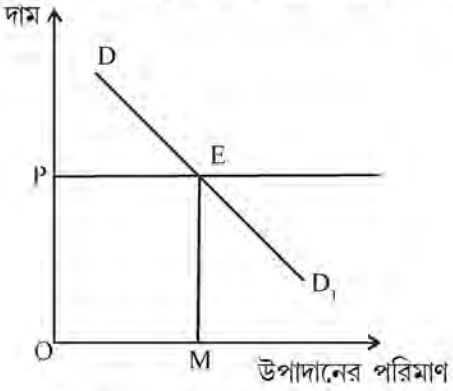

চিত্র ৩.৪ : যখন জোগান রেখা SS সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক

২. অর্থনৈতিক খাজনা জমির জোগানের স্থিতিস্থাপকতার ওপর নির্ভরশীল। জমির জোগানের স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হবে, খাজনার পরিমাণ তত কম হবে এবং বিপরীতক্রমে জমির জোগানের স্থিতিস্থাপকতা যত কম হবে, খাজনার পরিমাণ তত বেশি হবে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক খাজনার সঙ্গে জোগানের স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক।

৩. জমিসহ অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যেও খাজনার অংশ থাকতে পারে।

৪. খাজনা দামকে প্রভাবিত করতে পারে।

3.6 প্রায়-খাজনা (Quasi Rent) বা আধা-খাজনা

কোনো উপাদানের জোগান স্বল্পকালে সীমাবদ্ধ হলে ওই উপাদানের মালিক স্বল্পকালে বা বাড়তি আয় করে তাকে বলে প্রায় বা আধা খাজনা। মূলধনের জোগান স্বল্পকালে সীমাবদ্ধ। সুতরাং, মূলধনের মালিক স্বল্পকালে কিছু বাড়তি উপার্জন করতে পারে, অর্থাৎ স্বল্পকালে মূলধনের আয়ের মধ্যে খাজনা জাতীয় একটা অংশ থাকতে পারে। মার্শাল একেই প্রায় খাজনা বা আধা খাজনা বলেছেন।

রিকার্ডের মতে, জমির জোগানের সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতার দরুণ জমির খাজনার উদ্ভব হয়ে থাকে। মার্শাল রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বকে আর এক ধাপ অগ্রসর করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের দ্বারা তৈরি স্থায়ী মূলধনী দ্রব্যের ক্ষয়ের মধ্যেও খাজনা থাকতে পারে। তাঁর যুক্তি হল, খাজনার উদ্ভব হয় জোগানের সীমাবদ্ধতা বা অস্থিতিস্থাপকতার দরুন। স্বল্পকালে স্থায়ী মূলধনী দ্রব্যের জোগান সীমাবদ্ধ বা অস্থিতিস্থাপক। স্বল্পকালে এর জোগান বাড়ানো যায় না। ফলে স্থায়ী মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা বাড়লে স্বল্পকালে এর মালিক আগের চেয়ে বেশি আয় করবে। এই উদ্বৃত্ত আয়কেই মার্শাল **প্রায় বা আধা খাজনা** বলেছেন। যেমন, মাছের চাহিদা বাড়লে জাল ও নৌকোর চাহিদা বাড়বে। এদের জোগান রাতারাতি বাড়ানো যায় না। ফলে এদের মালিকরা জাল ও নৌকোর জন্য আয়ের তুলনায় বেশি ভাড়া পাবে। এই বাড়তি উপার্জনটুকু হল প্রায় বা আধা খাজনা।

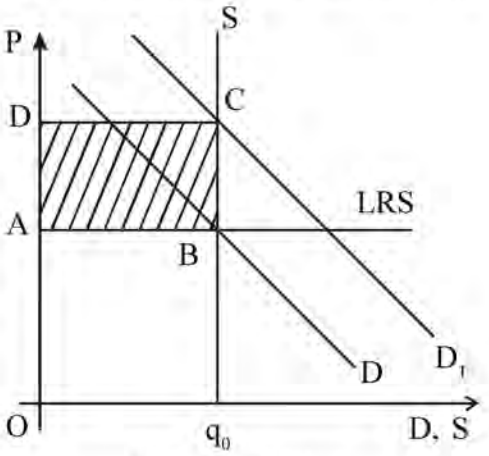

চিত্র ৩.৫ : আধা খাজানা

আমরা রেখাচিত্র ৩.৫-এর সাহায্যে ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারি। স্বল্পকালে যন্ত্রপাতির জোগান রেখা Sq_0 যা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। চাহিদারেখা D হলে দাম হবে OA। এখন যদি চাহিদা বাড়লে চাহিদারেখা D_1 হয়, দাম হবে OD। তখন যন্ত্রপাতি প্রায় খাজনা = AD এবং মোট প্রায় খাজনা □ABCD। দীর্ঘকালে যন্ত্রপাতির যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (LRS)। ফলে দীর্ঘকালে প্রায় খাজনা অন্তর্হিত হয়।

যন্ত্রপাতির জোগান স্বল্পকালে সীমাবদ্ধ, দীর্ঘকালে নয়। তাই এর উদ্বৃত্ত আয় প্রায় বা আধা খাজনা। কিন্তু জমির জোগান দীর্ঘকালেও সীমাবদ্ধ। তাই তার আয় বিশুদ্ধ খাজনা। প্রায় খাজনা কেবল স্বল্পকালেই থাকতে পারে, দীর্ঘকালে নয়। কিন্তু বিশুদ্ধ খাজনা দীর্ঘকালেও থাকবে। ফলে আধা-খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনা এই দুটি ধারণাকে এক বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে। আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌রা খাজনা তত্ত্বকে কেবল জমির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সকল উপাদানের মধ্যে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ খাজনাতত্ত্বকে সাধারণতত্ত্বের স্তরে উন্নতি করতে চাইলেও উপাদানগুলির মধ্যে একমাত্র জমির জোগান সর্বকালে সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক হওয়ার জন্য জমিই কেবল অর্থনৈতিক খাজনা লাভের অধিকারী। জমির এই গুণের জন্য জমির আয়কে অন্যান্য উপাদানের আয় থেকে পৃথক করা যায়। এইজন্যই জমির আয়কে মার্শাল প্রধান শ্রেণির খাজানা (the leading species of a large genus) বলে অভিহিত করেছেন।

3.7 খাজনা ও দাম

রিকার্ডোর মতে, খাজনা হল উৎপাদন ব্যয়ের উদ্বৃত্ত। ইহা ফসলের উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে খাজনা বাড়লে ফসলের উৎপাদন ব্যয় বা দাম বাড়বে না। কিন্তু ফসলের দাম বাড়লে জমি থেকে উদ্বৃত্ত বা আয় বাড়বে অর্থাৎ খাজনা বাড়বে। এজন্য রিকার্ডো বলেছেন যে, খাজনা ফসলের দাম নির্ধারণ করে না, বরং তা ফসলের দামের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ রিকার্ডোর এই বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। **প্রথমত,** কোনো একটি ফার্মের দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে, কোনো উৎপাদক খাজনাকে তার ব্যয়ের একটা অংশ বলে ধরে। সুতরাং, খাজনা বেশি হলে উৎপাদন ব্যয় বাড়বে। ফলে উৎপন্ন দ্রব্যটির দাম বাড়বে। সুতরাং, একটি ফার্মের দিক থেকে দেখলে আমরা বলতে পারি যে, খাজনা বাড়লে দাম বাড়ে।

দ্বিতীয়ত, কোনো শিল্পের দিক থেকে দেখলেও খাজনাকে ব্যয়ের অংশ হিসাবে গণ্য করা উচিত। জমির বিভিন্ন ব্যবহার আছে। আলু চাষে নিয়োগ করলে সেই জমিতে গম চাষের সুযোগ ছাড়তে হয়। সুতরাং, গম চাষি যত খাজনা দিতে চায়, আলু চাষিকে অন্তত সেই পরিমাণ খাজনা দিতে হবে জমি পাবার জন্য। একে স্থানান্তর আয় বা সুযোগ দাম বলে। কোনো উপাদান তার দ্বিতীয় সেরা বিকল্পে নিয়োজিত হলে যে পরিমাণ আয় করতে পারত তাই হল ঐ উপাদানের স্থানান্তর আয় বা সুযোগ দাম। সমগ্র শিল্পের দিক থেকে বিচার করলে এই সুযোগ দাম বা স্থানান্তর আয় ব্যয়ের একটা অংশ। যদি সুযোগ দাম বৃদ্ধি পায়, তাহলে সব নিয়োগের ক্ষেত্রেই জমির খাজনা বাড়বে। ফলে জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের দাম বাড়বে। সুতরাং, সমগ্র শিল্পের দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাচ্ছে যে, খাজনা দামকে প্রভাবিত করে।

আসলে রিকার্ডো সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে খাজনাকে বিচার করেছেন। সমগ্র সমাজের দিক থেকে দেখতে গেলে জমির কোনো জোগান দাম নেই। তাই খাজনাকে তিনি উৎপাদন ব্যয়ের উদ্বৃত্ত হিসাবে দেখেছেন। সেক্ষেত্রে খাজনা দামকে প্রভাবিত করে না।

3.4 সংক্ষিপ্তসার

প্রকৃতিদত্ত মৌল সম্পদের (জমি, জলাশয়, খনি ইত্যাদি) ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে উৎপাদনের কাজে সেই সম্পদকে ব্যবহার করতে গিয়ে যে আয় অর্জন করা যায় তা হল খাজনা। খাজনা অর্জন করতে গেলে কোনো আয়াস বা ত্যাগ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন, তাই একে "অনুপার্জিত আয়" বলা হয়ে থাকে। মোদ্দা কথা উৎপাদন কাজে জমি ব্যবহৃত হলে উৎপাদনের যাবতীয় ব্যয়ভার মিটিয়ে যদি কিছু উদ্বৃত্ত (Surplus) যা থাকে তবে তাহা জমিরই প্রাপ্য এবং এই অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তকে খাজনা (Economic rent) বলে। ইহাই হল জমির আয়। তবে অন্যান্য উপাদানের আয়ের সঙ্গে জমির এই আয়ের মূলগত পার্থক্য হল এই যে, খাজনা জমির জোগানের অস্থিতিস্থাপকতাপ্রসূত।

অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে জমিই একমাত্র দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন সময়ে অর্থনৈতিক খাজনা পায়। এর কারণ প্রসঙ্গে ডেভিড রিকার্ডো ১৮১৩ সাল হতে ১৮১৫ সালের মধ্যে যে তত্ত্ব প্রদান করেন তাকেই তাঁর নামানুসারে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব (Ricardian Theory of Rent) বলা হয়।

১৮১৩ সাল থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে গ্রেট বিট্রেনে শস্যকর (Corn W Laws) নিয়ে ডেভিড রিকার্ডো ও আর. ম্যালথাসের (R. Malthus) মধ্যে যে বির্তকের সূত্রপাত হয়েছিল, তার মধ্য থেকেই অর্থনৈতিক খাজনা তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ওয়াটারলু যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পরাজয়ের পর প্রিন্স মেটারনিকের নেতৃত্বে ভিয়েনা কংগ্রেস ইউরোপকে পূণর্গঠন করার চেষ্টা করে। ইংল্যান্ডের টোরি সরকার ক্যাসল্‌রে এবং ওয়েলিংটনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অভিজাত শ্রেণির স্বার্থে নানা আইন পাশ করে। তার মধ্যে শস্যকর হল এরূপ একটি আইন। এবং এই আইনের সাহায্যে ইংল্যান্ডে খাদ্যদ্রব্য আমদানির ওপর প্রচুর পরিমাণে আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়। বাধা আরোপ করার ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়তে থাকে। ম্যালথাস এইরূপ আইন প্রণয়নের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও রিকার্ডো এর বিরোধিতা করেন। তাঁর যুক্তি হল খাজনা যেহেতু মূল্য নিরূপিত (Price determined) আর যেহেতু মূল্য বৃদ্ধির সুযোগে এই জমিদার শ্রেণি অত্যধিক মুনাফা অর্জণে সক্ষম হচ্ছেন, অতএব দেশের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে যেহেতু এই অভিজাত জমিদারশ্রেণি অয়াচিত মুনাফা অর্জন করছেন সেহেতু দেশের স্বার্থে এবং মঙ্গলার্থে এই শস্যকর রোখা উচিত। যে সমস্ত যুক্তির ওপর নির্ভর করে রিকার্ডো ইহা প্রমাণিত করেছিলেন তা এখানে আলোচনা করা হল।

রিকার্ডো তাঁর খাজনার তত্ত্ব উপস্থাপিত করতে বিভিন্ন জাতের জমির উর্বরতার প্রভেদের কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন। দেশে জনসংখ্যা যতদিন কম থাকে এবং সব চেয়ে উর্বর জমির জোগান প্রচুর থাকে ততদিন খাজনার প্রয়োজন দেখা দেয় না। এই জাতের জমি দুর্লভ হয়ে উঠলে অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে চাষ শুরু হয়। তখন প্রথম জাতের জমিতে কম খরচে ফসল পাওয়া গেলেও দ্বিতীয় জাতের

জমিতে উৎপাদনের খরচ পড়ে বেশি। কিন্তু সব জমির ফসল একই মানের বলে বাজারে একই দামে বিক্রি হয়। এই দাম থেকে কম উর্বর জমির মালিকেরা কৃষকদের জমি ব্যবহার করতে দিয়ে খাজনা নেয়। এইভাবে দেশে জনসংখ্যা যতই বাড়তে থাকে, অপেক্ষাকৃত উর্বর জমির মালিকদের খাজনার আয় ততই বেড়ে চলে।

সব রকমের জমির উর্বরতা যদি সমান হতো তবু কৃষিতে প্রান্তিক উৎপন্নের ক্রমিক হ্রাসের নিয়ম কার্যকর থাকে বলে কৃষকেরা জমির মালিককে খাজনা দিতে বাধ্য হয় কেবল নিজেদের মধ্যে জমির জন্যে প্রতিযোগিতার কারণেই।

3.9 অনুশীলনী

● **অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১. জমি কাকে বলে?

২. খাজনা কাকে বলে?

৩. পার্থক্যজনিত খাজনা কাকে বলে?

৪. স্বল্পতাজনিত খাজনা কাকে বলে?

৫. স্থানান্তর আয় কাকে বলে?

৬. খাজনাকে কেন 'অনুপার্জিত আয়' বলা হয়ে থাকে?

৭. প্রায় বা আধা-খাজনা কাকে বলে?

৮. শস্যকর কী?

● **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১. রিকার্ডো তাঁর খাজনার তত্ত্ব উপস্থাপিত করতে বিভিন্ন জাতের জমির উর্বরতার প্রভেদের কথা কীভাবে উল্লেখ করেছেন?

২. সংক্ষেপে আধুনিক খাজনা তত্ত্ব উল্লেখ কর।

৩. প্রতিটি উপাদানের মধ্যে খাজনার অংশ আছে। কথাটির সত্যতা বিচার কর।

৪. রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব কীভাবে সমালোচিত হয়েছে?

৫. প্রায় বা আধা-খাজনার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

৬. খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

● **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১. রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের অনুধারণাগুলি লেখ।

২. রিকার্ডোর স্বল্পতাজনিত খাজনাতত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর।

৩. দেখাও যে জমির উর্বরতাশক্তির পার্থক্যের দরুন খাজনার উৎপত্তি হয়।

৪. খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর।

৫. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর।

৬. দেখাও যে জমি সমান উর্বরতাসম্পন্ন হলেও খাজনার উৎপত্তি হবে।

৭. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের প্রেক্ষিতে দেখাও যে খাজনা হলো অনুপার্জিত আয় বা উদ্বৃত্ত আয়।

৮. প্রতিটি উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনার অংশ আছে। এই উক্তিটি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

৯. যদি কোনো উপকরণের জোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক না হয়ে তার থেকে কম হয় তাহলে খাজনা দেখা দেবে। বিবৃতিটি ব্যাখ্যা কর।

3.10 গ্রন্থপঞ্জি

- Koutsoyiannis, A : *Modern Microeconomics.*
- দেবেশ মুখার্জি : *বাণিজ্যিক অর্থবিদ্যা*
- প্রবাল দাশগুপ্ত ও সম্পৎ মুখার্জি : *ব্যষ্টিগত অর্থনীতি*
- Stonier & Hague : *A Text Book of Economic Theory.*

একক 4 ❐ উপকরণের বাজার: শ্রমের বাজার

গঠন

4.1 উদ্দেশ্য

4.2 প্রস্তাবনা

4.3 শ্রমের চাহিদা রেখা

4.4 শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখা

4.5 শ্রমের বাজার জোগান রেখা

4.6 পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজার : ভারসাম্য মজুরির হার নির্ধারণ

4.7 মজুরির হারে তারতম্য

4.8 সংক্ষিপ্তসার

4.9 অনুশীলনী

4.10 গ্রন্থপঞ্জি

4.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে

- শ্রমের চাহিদা ও জোগান রেখা সম্পর্কে সম্যক ধারণা ;
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কীভাবে মজুরির হার নির্ধারিত হয়; এবং
- মজুরির হারে পার্থক্যের কারণ।

4.2 প্রস্তাবনা

উৎপাদন কাজের জন্য ফার্মের মালিক বিভিন্ন উপাদান নিয়োগ করে। এর বিনিময়ে উপাদানগুলিকে পারিশ্রমিক দিতে হয়। কীভাবে কোনো উপাদানকে কতটা পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে সেটা নির্ণয় করা এবং সেই নীতি অনুযায়ী ফার্মের আয় বণ্টন করাই হল বন্টনতত্ত্বের মূল সমস্যা।

উৎপাদনের কাজে একটি প্রধান উপাদান হল শ্রমিক। শ্রমিক উৎপাদকের কাছে তার শ্রম প্রদান করে। এর বিনিময়ে শ্রমিক যে পারিশ্রমিক পায় তাকে মজুরি বলে। এই মজুরিতে আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি এই দুই ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। যদিও আর্থিক মজুরি থেকে প্রকৃত মজুরি শ্রমিকদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে প্রকৃত মজুরির ওপর। প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পেলে তবেই শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। শ্রমিকের এই মজুরি নির্ধারিত হয় শ্রমের বাজারে। কীভাবে শ্রমের বাজারে মজুরির হার নির্ধারিত হয় এই সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব আছে। তাদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হল প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব। মজুরি নির্ধারণে আধুনিক তত্ত্বটিতে মজুরির হার নির্ধারণ করা হয় শ্রমের চাহিদা ও জোগানের দ্বারা। আমরা শ্রমের চাহিদা, শ্রমের জোগান এবং ভারসাম্য শ্রমের হার কীভাবে নির্ধারিত হয় তা এই এককে আলোচনা করব। এছাড়া, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরির হারে কেন তারতম্য দেখা যায়, তাও এই এককে আলোচনা করা হবে।

4.3 শ্রমের চাহিদা রেখা

শ্রমের চাহিদার উৎপত্তি হয় ফার্মের কাছ থেকে। ফার্ম উৎপাদনের কাজে শ্রমকে নিয়োগ করার ফলে শ্রমের চাহিদার সৃষ্টি হয়। শ্রমের বাজারে ফার্মগুলি হল শ্রমের ক্রেতা, এবং শ্রমিকেরা হল শ্রমের বিক্রেতা। শ্রমের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তাহলে শ্রমের ক্রেতা বা শ্রমের বিক্রেতা কেউই মজুরির হারকে পরিবর্তন করতে পারে না। বাজার নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট মজুরির হারকে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই গ্রহণ করে এবং এই নির্দিষ্ট মজুরির হারে সমস্ত শ্রমিক কাজ করতে রাজি থাকে। পাশাপাশি, ঐ নির্দিষ্ট মজুরির হারে সমস্ত ফার্মই শ্রমিক নিয়োগ করতে রাজি থাকে। মজুরির হার নির্দিষ্ট থাকার ফলে শ্রমের গড় মজুরি (Aw) এবং প্রান্তিক মজুরি (Mw) পরস্পরের সমান হয়, যা ঐ নির্দিষ্ট মজুরির সমান। অর্থাৎ $Aw = Mw = \overline{W}$ এক্ষেত্রে গত মজুরি হল মোট মজুরি ও উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যার অনুপাত, অর্থাৎ $Aw = \frac{Tw}{L}$। অপরদিকে অতিরিক্ত এক একক শ্রমিক নিয়োগ করার ফলে মোট মজুরি যতটা বৃদ্ধি পায় তাই হল প্রান্তিক মজুরি। অর্থাৎ $Mw = \frac{\Delta Tw}{\Delta L}$, তাই শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে একটি নির্দিষ্ট মজুরির হারে ফার্ম যত খুশি শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে এবং সমস্ত শ্রমিক ঐ মজুরির হারে কাজ করতে রাজি থাকে। তাই পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে গড় ও প্রান্তিক মজুরি পরস্পরের সমান হয়। যেহেতু মজুরি একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকে তাই গড় মজুরি রেখা এবং প্রান্তিক মজুরি রেখাটি অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল হয়। শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে এবং যখন উৎপাদনের কাজে শুধুমাত্র একটি পরিবর্তনশীল উপাদান শ্রম নিয়োগ করা হয় তখন শ্রমের চাহিদা রেখা হয় তার প্রান্তিক আয় উৎপাদন (MRP) রেখা (চিত্র ৪.১)।

শ্রমের এই চাহিদা স্থির হয় মুনাফা সর্বাধিককরণের নীতি থেকে। যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করলে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হবে সেই পরিমাণ শ্রমিক ফার্ম নিয়োগ করবে অর্থাৎ ঠিক সেই পরিমাণই শ্রমিকের চাহিদার সৃষ্টি হবে।

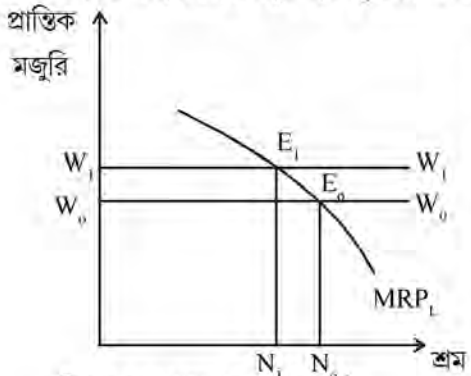

চিত্র ৪.১ : শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে

আমরা জানি যে মুনাফা সর্বাধিককারী ফার্ম পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ঠিক ততটা পরিমাণ পরিবর্তনশীল উপাদান শ্রম নিয়োগ করবে যেখানে ওই উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপাদন ওই উপাদানের অর্থাৎ শ্রমের একক পিছু দাম বা মজুরির সঙ্গে সমান হয়। অর্থাৎ $\overline{W} = MRP_L$ হয়। বিষয়টি পাশের রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

যদি ধরে নিই যে, শ্রমের নিয়োগকর্তা বা উৎপাদনের মালিক শ্রমের নিয়োগ থেকে সর্বাধিক মুনাফা পেতে চায় এবং নিয়োগের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে, তাহলে যে-কোনো একজন নিয়োগকর্তা নির্দিষ্ট মজুরির হারে যত ইচ্ছা শ্রম নিয়োগ করতে পারে। অর্থাৎ একজন নিয়োগকারীর কাছে শ্রমের জোগান রেখাটি হবে রেখাচিত্রে অঙ্কিত W_oW_0 রেখার মত। এই রেখাচিত্রে MRP_L রেখাটি হল শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপাদন রেখা, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের নিয়মানুযায়ী এই রেখাটি নিম্নমুখী। OW_o মজুরি হারে সমস্ত শ্রমিকই কাজ করতে রাজি থাকে এবং এই মজুরির হারে ফার্ম যত খুশি শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে। রেখাচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে MRP_L রেখাটি W_oW_o রেখাকে E_o বিন্দুতে ওপরের দিক থেকে ছেদ করেছে। অর্থাৎ E_o বিন্দুতে মজুরির হার প্রান্তিক আয় উৎপাদনের সঙ্গে সমান হয়েছে। তাই OW_o হারে ফার্ম E_o বিন্দুতে মুনাফা সর্বাধিক করছে এবং মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য ON_O পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করবে। তাই OW_O মজুরির হারে শ্রমিকের চাহিদা হবে ON_O। অনুরূপভাবে যদি মজুরির হার OW_1 হয় তাহলে ফার্ম E_1 বিন্দুতে ভারসাম্যে উপনীত হবে। E_1 বিন্দু অনুযায়ী ফার্ম ON_1 পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করবে। অর্থাৎ মজুরির হার OW_1 হলে শ্রমিকের চাহিদা হবে ON_1 পরিমাণ। এইভাবে বিভিন্ন মজুরির হারে শ্রমিক চাহিদা কত হবে তা শ্রমিকের প্রান্তিক আয় উৎপাদন রেখা থেকে জানা যায়। তাই শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপাদন রেখার নিম্নমুখী অংশে যেখানে বিভিন্ন মজুরির হারে ফার্ম ভারসাম্যে উপনীত হয় সেই প্রান্তিক আয় উৎপাদন রেখাই হয় শ্রমের চাহিদা রেখা।

এইভাবে কোনো একটি ফার্মের শ্রমের চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। সমস্ত ফার্মের এই চাহিদা রেখাগুলি পাশাপাশি যোগ করলে আমরা শিল্পের বা বাজার চাহিদা রেখা পাই। যেহেতু সমস্ত ফার্মের চাহিদা রেখাই নিম্নমুখী, সুতরাং তাদের যোগফল অর্থাৎ শিল্পের বা বাজার চাহিদা রেখাও হবে নিম্নমুখী। তাই সমগ্র শিল্পের দিক থেকে দেখতে গেলে যত মজুরি হার হ্রাস পাবে ততই শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং বিপরীত ক্রমে, যত মজুরির হার বৃদ্ধি পাবে ততই শ্রমের চাহিদা হ্রাস পাবে।

4.4 শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখা

শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান বলতে বোঝায়, কোন নির্দিষ্ট মজুরির হারে একজন শ্রমিক যতক্ষণ কাজ করতে রাজি থাকে।

আমরা আগের অংশে দেখেছি যে-কোনো উপকরণের চাহিদা তার VMP = MRP অর্থাৎ প্রান্তিক আয় উৎপাদনের দ্বারা নির্ধারিত হয়, যদি দ্রব্য এবং শ্রম উভয় বাজারেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে। উপকরণের চাহিদা নির্ভর করে উপকরণের দাম, উৎপাদন অপেক্ষক, দ্রব্যের দাম এবং পরিবর্তনীয় উপাদানের সহযোগী উপাদানের জোগানের উপর। এখন আমরা শ্রমের জোগান নিয়ে আলোচনা করব।

শ্রমের জোগান পরিমাপ করা হয় সময়ের হিসাবে বা ঘণ্টা হিসাবে। শ্রমিক যত বেশি সময় ধরে কাজ করে ততই শ্রমের জোগান বৃদ্ধি পায়। তাই বিভিন্ন মজুরির হারে একজন শ্রমিক যেসব বিভিন্ন পরিমাণ শ্রমের জোগান দিতে রাজি থাকে তাদের নিয়েই গড়ে ওঠে শ্রমিকের ব্যক্তিগত জোগান রেখা। সাধারণভাবে, মজুরির হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমের জোগান বৃদ্ধি পায়। তবে মজুরি একটি সর্বোত্তম স্তরে পৌঁছানোর পর মজুরি বাড়লেও শ্রমের জোগান কমতে থাকে। তাই, শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখা পশ্চাৎমুখী হয়।

শ্রমিক শ্রমের জোগান দেয় আয় পাবার জন্য। সে যতক্ষণ কাজ করে, সেই সময়ের শ্রম বিক্রয় করে তার বিনিময়ে সে আয় উপার্জন করে। তার আয়ের চাহিদা যদি বেশি থাকে, তাহলে সে বেশি শ্রমের জোগান দিতে রাজি হয়। এক্ষেত্রে তাই মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের জোগান বৃদ্ধি পায় ও শ্রমের জোগান রেখা ঊর্দ্ধমুখী হয়। কিন্তু যদি শ্রমিকের আয়ের চাহিদা কম থাকে, তাহলে সে শ্রমের জোগান কমিয়ে দেয়। তাই মজুরি বৃদ্ধি পেলে সে শ্রমের জোগান কমিয়ে বাকি সময়টা বিশ্রাম করে। এক্ষেত্রে শ্রমের জোগান রেখা তাই পশ্চাৎমুখী হয়।

কোনো শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা ভালো না হলে তার আয়ের চাহিদা বেশি হতে পারে। আর্থিক অবস্থা ভালো না হলে সে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার অভাব বোধ করবে। এই অভাব পূরণের জন্য সে বেশি আয় চাইবে। আয় পেতে গেলে তাকে বেশি সময় ধরে পরিশ্রম করতে হয়। কাজেই মজুরির হার বেশি হলে সেই শ্রমিক আয় উপার্জনের অনুকূল অবস্থা দেখে শ্রমের জোগান বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে এই শ্রমের জোগান রেখা ঊর্দ্ধমুখী হবে। এরপরে শ্রমিকের আয়ের চাহিদা মিটে যায়, তার অবস্থার উন্নতি হয়। তখন মজুরির হার বৃদ্ধি পেলে সে আয় ছেড়ে বিশ্রামের দিকে ঝোঁকে। বিশ্রাম থেকে মনের স্ফূর্তি আসে। বিশ্রাম শ্রমিককে আগামীদিনে কাজের জন্য প্রস্তুত করে দেয়। তাছাড়া, বিশ্রামের সময় মানুষ রুটিনমাফিক কাজের সীমা ছাড়িয়ে যথার্থ সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে নিযুক্ত থেকে মনের মুক্তি পায়। তাই একজন শ্রমিকের কাছে আয়ের যেরকম চাহিদা থাকে সেইরকম বিশ্রামেরও চাহিদা থাকে। আয় এবং বিশ্রাম তাই পরস্পর পরস্পরের বিকল্প। আয় বেশি পেতে গেলে বিশ্রামকে কমাতে হয়; আবার বিশ্রাম বেশি হলে আয় কম হয়। আয় ও বিশ্রাম উভয়েরই তৃপ্তি আছে। তাই আমরা শ্রমিকের নিকট সমান তৃপ্তিদায়ক আয় ও বিশ্রামের কতগুলি সমন্বয়ের কথা বিবেচনা করতে পারি যাদের প্রতি শ্রমিক নিরপেক্ষ। এই সমন্বয়গুলির সংযোগকারী রেখা হবে আয়-বিশ্রাম নিরপেক্ষ রেখা (Income-Leisure Indifference Curve) (চিত্র

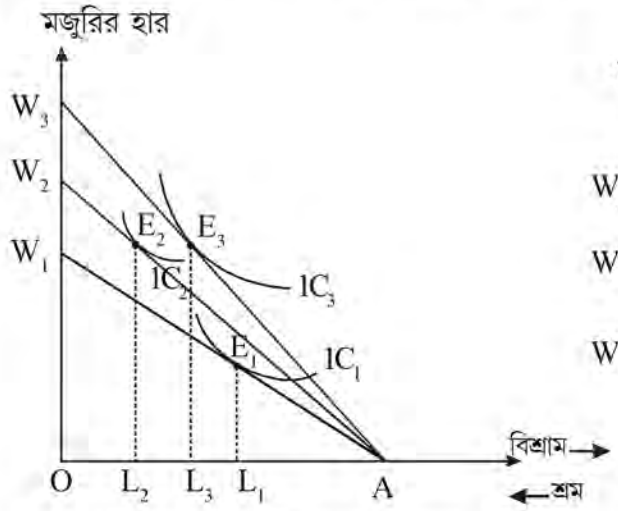

চিত্র ৪.২ : আয়-বিশ্রাম নিরপেক্ষ রেখা

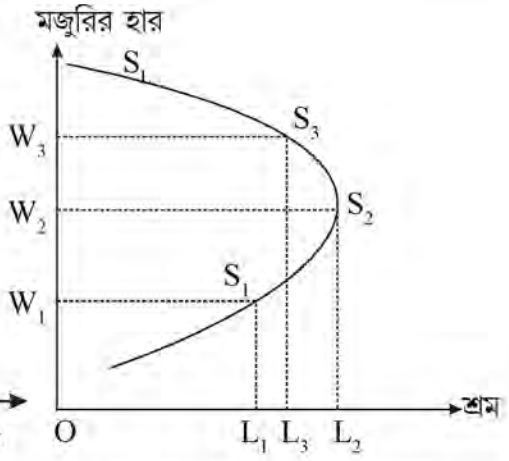

চিত্র ৪.৩ : পশ্চাৎমুখী জোগান-রেখা

৪.২)। এরূপ অনেক নিরপেক্ষ রেখা নিয়েই গড়ে ওঠে শ্রমিকের নিরপেক্ষ মানচিত্র। প্রতিটি নিরপেক্ষ রেখা নিম্নমুখী, রেখাচিত্রের মূল বিন্দুর দিকে উত্তল এবং পরস্পর অচ্ছেদী হবে। শ্রমিক সবসময়ই তার তৃপ্তিকে সর্বাধিক করার জন্য উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় পৌঁছাতে চাইবে। এখন আমরা তাই নিরপেক্ষ মানচিত্রের সাহায্যে নিম্নের রেখাচিত্রের অবলম্বনে শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখার আকৃতি আলোচনা করব।

রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে শ্রমের বা বিশ্রামের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে মজুরির হার পরিমাপ করা হয়েছে। ধরা যাক OA হলো ২৪ ঘণ্টা। এই চব্বিশ ঘণ্টাই যদি কাজ করে তাহলে ধরা যাক শ্রমিক OW_1 পরিমাণ আয় করতে পারে। যদি মজুরির হার প্রতি ঘণ্টায় W হয় তাহলে শ্রমিক OA ঘণ্টা পরিশ্রম করলে মোট W.OA পরিমাণ আয় পারে। ধরা যাক Oy অক্ষে $OW_1 = W.OA$। এখন A ও W_1 বিন্দুকে সরলরেখার সাহায্যে যোগ করলে আমরা W_1A রেখাটি পাব। এটি হল মজুরি রেখা। এই রেখার ঢালের চরম মান OW_1/OA হল মজুরির হার। মজুরির হার বৃদ্ধি পেলে OA ঘণ্টা পরিশ্রম করে শ্রমিক বেশি আয় পাবে। কাজেই মজুরি রেখাটি OX অক্ষে A বিন্দুতে স্থির থেকে Oy অক্ষে ডান দিকে সরে যাবে। যতই মজুরির হার বাড়বে, ততই এরকম হবে। আমাদের রেখাচিত্রে AW_1, AW_2, AW_3 হল তিনটি মজুরি রেখা। AW_3 রেখা দ্বারা প্রকাশিত মজুরির হার AW_2 রেখা দ্বারা প্রকাশিত মজুরির হার থেকে বেশি। আবার, AW_2 রেখাটি AW_1 রেখার চেয়ে বেশি মজুরির হার সূচিত করে।

এইভাবে বলা যায় মজুরির হার যতই বৃদ্ধি পায়, মজুরি রেখাটি ততই Oy অক্ষে ডানদিকে সরে যায়। এই মজুরি রেখার ওপর কোন্ বিন্দুতে শ্রমিক তার শ্রম ও বিশ্রামের পরিমাণ স্থির করবে সেটি এখন দেখা যাক। ওপরের রেখাচিত্রে আমরা আয় এবং বিশ্রামের মধ্যে নিরপেক্ষ রেখাগুলি অঙ্কন করেছি। আমরা পূর্বেই বলেছি যে শ্রমিকের লক্ষ্য হলো সর্বোচ্চ নিরপেক্ষ রেখায় পৌঁছানো। তাই এই মজুরি রেখা যে বিন্দুতে আয়-বিশ্রাম নিরপেক্ষ রেখাকে স্পর্শ করবে সেই স্পর্শবিন্দুতে শ্রমিক ভারসাম্য লাভ করবে। যেমন, মজুরি রেখাটি AW_1 হলে শ্রমিক E_1 বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে। E_1 বিন্দুতে শ্রমিকের আয়-বিশ্রাম নিরপেক্ষ রেখা IC_1 , AW_1 রেখাকে স্পর্শ করেছে। এই E_1 বিন্দুতে শ্রমিক সর্বোচ্চ উপযোগ পাচ্ছে। E_1 বিন্দুতে বিশ্রামের পরিমাণ হল OL_1 এবং আয় L_1 E_1 অর্থাৎ E_1 বিন্দুতে শ্রমিকের হাতে বিশ্রাম করার মত সময় ছিল OA ঘণ্টা। তার থেকে সে AL_1 ঘন্টা সময় শ্রম করেছে। বাকি OL_1 ঘণ্টা সময় বিশ্রামের জন্য রয়েছে। AW_1 রেখার ঢাল অনুযায়ী AL_1 ঘণ্টা সময় কাজ করে সে L_1E_1 পরিমাণ আয় পাবে।

মজুরির হার যদি বেড়ে যায়, তাহলে মজুরি রেখাটি হবে AW_2। শ্রমিকের ভারসাম্য বিন্দু হবে E_2। এই E_2 বিন্দুতে শ্রমের যোগান হবে AL_2। আয় হবে L_1E_2। স্পষ্টতই $AL_2 > AL_1$। অর্থাৎ মজুরির হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমের জোগান বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকের আয়ও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বরাবর এরকম হয় না।

রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে, মজুরির হার আরো বাড়লে মজুরি রেখাটি হবে AW_3 এবং ভারসাম্য বিন্দু হবে E_3। শ্রমের যোগান হবে AL_3। স্পষ্টতই $AL_3 < AL_2$ অর্থাৎ মজুরির হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমের জোগান কমে যাচ্ছে। E_3 বিন্দুতে শ্রমিকের আয় হবে L_3E_3। এখানে মজুরির হার এত বেশি যে শ্রমিক আগের চেয়ে কম সময় ধরে কাজ করেও আগের চেয়ে বেশি আয় পাচ্ছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মজুরির হার বৃদ্ধি পেলে কিছুদূর পর্যন্ত শ্রমের জোগান বৃদ্ধি পায়, তারপর শ্রমের জোগান কমে যেতে পারে। বিভিন্ন মজুরির হারে শ্রমিকের বিভিন্ন ভারসাম্য বিন্দুগুলি যোগ করে আমরা মজুরি-শ্রম-রেখা (WLC) অঙ্কন করতে পারি। আমাদের রেখাচিত্রে WLC হল মজুরি শ্রম রেখা। এই রেখাটি E_1 , E_2 ,E_3 ইত্যাদি ভারসাম্যগুলির মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত রেখা। চিত্রে শ্রমিকের জোগান রেখাটি আঁকা হয়েছে। এই চিত্রের অনুভূমিক অক্ষে শ্রমের জোগানের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে মজুরির হার পরিমাপ করা হয়েছে। এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে মজুরির হার OW_1 হলে শ্রমিক OL_1 ঘণ্টা পরিশ্রম করবে। মজুরির হার OW_2 হলে শ্রমিক OL_2 ঘণ্টা পরিশ্রম করবে। শ্রমিকের ব্যক্তিগত জোগান রেখার ওপর অবস্থিত S_1 বিন্দুটি পাশের রেখাচিত্রের E_1 বিন্দু থেকে পাওয়া যায়। একইরকমভাবে E_2 বিন্দু থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে S_2 বিন্দু পাওয়া গেল। এইভাবে (i) নং চিত্রের এক-একটি ভারসাম্য বিন্দু থেকে আমরা শ্রমিকের ব্যক্তিগত জোগান রেখার উপর একটা বিন্দু পেতে পারি। রেখাচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে মজুরির হার বাড়লে শ্রমের জোগান রেখা AL_2 পর্যন্ত বাড়বে এবং তারপর কমবে। তাই এক্ষেত্রে শ্রমের জোগান রেখাটি প্রথমে ঊর্দ্ধমুখী হয়ে পরে পশ্চাৎমুখী হবে (চিত্র ৪.৩)।

শ্রমিকের এই পশ্চাৎমুখী জোগান রেখা **আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাবের** সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। মজুরি যত বাড়ে ততই শ্রমিক বেশি সময় কাজ করতে চায়। সে তাই বিশ্রামের পরিবর্তে বেশি শ্রম করে। কারণ এই অবস্থায় বিশ্রাম শ্রমের থেকে ব্যয়বহুল হয়। বেশি মজুরিতে বিশ্রামের পরিবর্তে বেশি শ্রম করাকে মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্ত প্রভাব বলে। পরিবর্ত প্রভাব ধনাত্মক হয়। কারণ পরিবর্ত প্রভাবের ফলে শ্রমিকের শ্রমের সময় মজুরি বৃদ্ধির দরুন বৃদ্ধি পায়। আগের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে মজুরি যখন OW_1 থেকে বেড়ে OW_2 হয় তখন শ্রমের জোগানও AL_1 থেকে বেড়ে AL_2 হয়। আবার মজুরি বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত প্রকৃত আয় শ্রমিকের স্বাভাবিক বা উৎকৃষ্ট দ্রব্যের প্রতি চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। এখানে স্বাভাবিক বা উৎকৃষ্ট দ্রব্য বলতে 'বিশ্রাম' কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মজুরির হার খুব বেশি হলে শ্রমিকের কাছে শ্রম থেকে বিশ্রামই বেশি আকর্ষণীয় হয়। একে মজুরিবৃদ্ধিজনিত আয় প্রভাব বলে। মজুরি OW_2 থেকে বেশি হলে শ্রমিকের শ্রম-সময় AL_2 থেকে হ্রাস পেয়ে AL_3 হয়। অর্থাৎ OW_1 এবং OW_2 মজুরিস্তরে আয় প্রভাব অপেক্ষা পরিবর্ত প্রভাব বেশি শক্তিশালী বলে শ্রমের জোগান বৃদ্ধি পায় এবং OW_2 ও তার বেশি মজুরিস্তরে পরিবর্ত প্রভাব থেকে আয় প্রভাব বেশি শক্তিশালী হওয়ায় শ্রমের জোগান হ্রাস পায়। সেই কারণে শ্রমের জোগান রেখা S_L পশ্চাৎমুখী হয়। তাই বলা যায় যে, কোনো একজন শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির সময়ে বেশি শ্রম করবে না বেশি বিশ্রাম করবে, তা নির্ভর করছে আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাবের যৌথ শক্তির ওপর।

4.5 শ্রমের বাজার জোগান রেখা বা শ্রমের মোট জোগান রেখা

কোনো নির্দিষ্ট মজুরির হারে কোনো নির্দিষ্ট কাজে সমস্ত শ্রমিকেরা যে পরিমাণ শ্রমের জোগান দিতে রাজি থাকে তাই হলো শ্রমের মোট জোগান। তাই বিভিন্ন মজুরির হারে একই কাজে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকের শ্রমের বিভিন্ন জোগান রেখাগুলিকে যোগ করে পাওয়া যায় শ্রমের বাজার জোগান রেখা বা শ্রমের মোট জোগান রেখা। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমস্ত শ্রমিকের ব্যক্তিগত শ্রমের জোগান রেখাগুলি

পাশাপাশি রেখে যোগ করলে শ্রমের বাজার জোগান রেখা বা মোট জোগান রেখা পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত শ্রমের জোগান রেখাগুলি ঊর্দ্ধমুখী হলে বাজার জোগান রেখা বা মোট জোগান রেখাও ঊর্দ্ধমুখী হয়। কিন্তু কোনো শ্রমিকের জোগান রেখা যদি ঊর্দ্ধমুখী হয় এবং অপর কিছু শ্রমিকের জোগান যদি পশ্চাৎমুখী হয় তাহলে মোট জোগান রেখার আকৃতি কী রকম হবে তা বলা সহজ নয়। তবে সাধারণভাবে শ্রমের বাজার জোগান রেখা বা মোট জোগান রেখা ঊর্দ্ধমুখী হয়।

4.6 পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ঃ ভারসাম্য মজুরির হার নির্ধারণ

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে চাহিদা ও জোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে যেরকম দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয় সেইরকম শ্রমের বাজারে শ্রমিকের চাহিদা ও জোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয়।

আধুনিক তত্ত্বে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কীভাবে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয় তা আলোচনা করা হলো।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মজুরি নির্ধারণ

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। শ্রমিকেরা হলো শ্রমের বিক্রেতা। ক্রেতারা শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করে। শ্রমিকেরা শ্রমের জোগান দেয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে মজুরি কোনো একজন শ্রমিক বা কোনো একটি ফার্মের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। এখানে মজুরি নির্ধারিত হয় শ্রমের মোট জোগান ও মোট চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে।

শ্রমিকের জোগান নির্ভর করে তার জোগান দাম অর্থাৎ বাস্তব মজুরির হারের উপর। যদি W= আর্থিক মজুরি এবং P = দামস্তর হয় তাহলে বাস্তব মজুরি হয় $\frac{W}{P}$। $\frac{W}{P}$ বেশি হলে শ্রমের জোগান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পেলে শ্রমের জোগান হ্রাস পায়। তাই বাস্তব মজুরি $\frac{W}{P}$ কে উল্লম্ব অক্ষে এবং শ্রমের জোগানকে অনুভূমিক অক্ষে পরিমাপ করলে শ্রমের জোগান রেখা পাওয়া যায়। এর আকৃতি হয় ঊর্দ্ধমুখী। যদিও আমরা জানি যে শ্রমের জোগান রেখা পশ্চাৎমুখীও হয়। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য এক্ষেত্রে আমরা শ্রমের ঊর্দ্ধমুখী জোগান রেখা বিবেচনা করছি। সমস্ত শ্রমিকের ঊর্দ্ধমুখী জোগান রেখাগুলিকে পাশাপাশি যোগ করে আমরা শ্রমের বাজার জোগান পাই। এই জোগান রেখা ঊর্দ্ধমুখী। রেখাচিত্র ৪.৪-এ S_L হল শ্রমের জোগান রেখা।

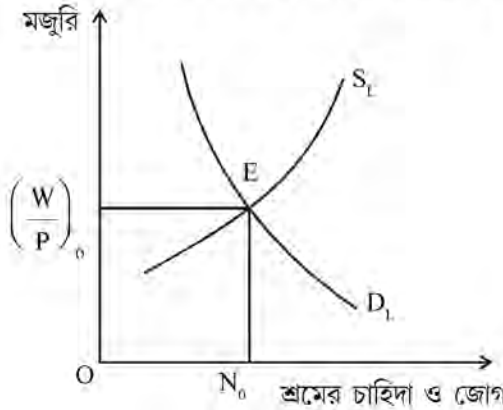

চিত্র ৪.৪ : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মজুরি নির্ধারণ

অন্যান্য উপকরণের মতো শ্রমিকের চাহিদা উদ্ভূত চাহিদা। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার জন্যই শ্রমিকের চাহিদার সৃষ্টি হয়। এই কারণে উৎপাদনকারী ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করে যতক্ষণ না শ্রমিকের মজুরি তার প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদন (VMP) তথা প্রান্তিক আয় উৎপাদন (MRP)-র সমান হয়। ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হলেই শ্রমের নিয়োগ নির্ধারিত হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শ্রমিকের চাহিদা তার VMP = MRP দ্বারা নির্ধারিত হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে সর্বাধিক মুনাফার শর্ত হল MRP = MW অর্থাৎ মজুরির হার দেওয়া থাকলে ফার্মটি এমনভাবে শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করবে যাতে মজুরির হার শ্রমিকের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনের সমান হয়। অর্থাৎ $VMP_L = MRP_L$ রেখাই হল একটি ফার্মের শ্রমের চাহিদা রেখা। MRP_L রেখা নিম্নমুখী বলে শ্রমের চাহিদা রেখাও নিম্নমুখী। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিটি ফার্মের শ্রমের চাহিদা রেখাগুলিকে যোগ করে বাজার বা শিল্পের শ্রমিকের চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। এই চাহিদা রেখাও নিম্নমুখী। অর্থাৎ বস্তুগত মজুরির হার কমলে শ্রমের চাহিদা বাড়বে এবং মজুরির হার বাড়লে শ্রমের চাহিদা কমবে। রেখাচিত্রে D_L হল শ্রমের বাজার চাহিদা রেখা।

যে মজুরির হারে শ্রমের জোগান ও শ্রমের চাহিদা সমান হয় সেই মজুরির হারকে ভারসাম্য মজুরির হার বলা হয়। যে বিন্দুতে শ্রমের যোগান রেখা শ্রমের চাহিদা রেখাকে ছেদ করে সেই বিন্দুতে চাহিদা ও জোগান সমান হয় এবং সেই বিন্দু অনুযায়ী মজুরির হার নির্ধারিত হয়। রেখাচিত্রানুযায়ী E বিন্দু হল ভারসাম্য বিন্দু কারণ E বিন্দুতে শ্রমের জোগান রেখা S_L শ্রমের চাহিদা রেখা D_L কে ছেদ করে। E বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য বাস্তব মজুরির হার $\left(\frac{W}{P}\right)_o$ এবং এই মজুরির হারে শ্রমের চাহিদা ও জোগান ON_O। মজুরির হার যদি $\left(\frac{W}{P}\right)_o$-র বেশি হয় তাহলে শ্রমের চাহিদার তুলনায় শ্রমের জোগানের আধিক্য দেখা দেবে এবং মজুরি হ্রাস পেয়ে $\left(\frac{W}{P}\right)_o$-তে ফিরে আসবে। আবার, $\left(\frac{W}{P}\right)_o$-এর কম মজুরিতে শ্রমের চাহিদা বেশি হয় বলে মজুরি বৃদ্ধি পায় এবং বাস্তব মজুরি $\left(\frac{W}{P}\right)_o$ তে ফিরে আসে। এইভাবে মজুরির হার ওঠানামা করতে করতে এমন একটি অবস্থায় এসে পৌঁছাবে যেখানে শ্রমের চাহিদা ও জোগান পরস্পর সমান হবে এবং তখন মজুরির হারে আর কোন পরিবর্তন দেখা দেবে না।

4.7 মজুরির হারে তারতম্য

বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরির হারে পার্থক্য রয়েছে; আবার একই পেশায় নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রমিক বিভিন্ন মজুরি পেয়ে থাকে। সমান দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিক বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন ধরণের মজুরি পেতে পারে। এই পার্থক্যকে বলে আনুভূমিক পার্থক্য। আবার মজুরি হারের পেশগত পার্থক্যকে উল্লম্ব পার্থক্য বলে। আবার শ্রমিকদের মধ্যে এক পেশা থেকে অন্য পেশায় যাওয়া সম্ভব নয়। যেমন ডাক্তারি পদের জন্য কোনো বাস্তুকর প্রতিযোগী হতে পারে না; এটাকে অপ্রতিযোগী শ্রমমণ্ডল (non-compieting

group) বলে। এই পার্থক্যের বিভিন্ন কারণ আছে। **প্রথমত,** মজুরির হারে তারতম্যের কারণ হল সমাজে বহুসংখ্যক অপ্রতিযোগী শ্রেণির অস্তিত্ব। **দ্বিতীয়ত,** বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের আর্থিক মজুরি বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন পেশার সুবিধা ও অসুবিধা আছে। যে পেশায় বাস্তব সুবিধা আছে সেখানে আর্থিক মজুরি কিছুটা কম আবার যে পেশায় বাস্তব অসুবিধা আছে সেখানে আর্থিক মজুরি কিছুটা বেশি। **তৃতীয়ত,** বাজারের অপূর্ণ প্রতিযোগিতার জন্যও মজুরির পার্থক্য দেখা দেয়। অপূর্ণ প্রতিযোগিতা আসে শ্রমিকদের মধ্যে গতিশীলতার অভাব থেকে। বিভিন্ন কারণে শ্রমিকদের মধ্যে গতিশীলতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। **চতুর্থত,** শ্রমিকরা যে দ্রব্য উৎপাদন করে সেই উৎপন্ন দ্রব্যের দামের পার্থক্যের জন্যও মজুরির হারে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

শ্রমের বাজারে বিভিন্ন অপ্রতিযোগী শ্রেণি থাকার জন্য বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমিকদের মজুরির হার বিভিন্ন হয়ে থাকে। একে হয়ে থাকে। মজুরির হারের এই ধরনের পার্থক্যকে **অসমতা রক্ষাকারী পার্থক্য** (Non-equalising differences) বলে। অভিজ্ঞতা বা দক্ষতার পার্থক্যের জন্য এই ধরনের অসমতা রক্ষাকারী পার্থক্য দেখা দিতে পারে।

আবার, বিভিন্ন পেশাতে সুযোগ-সুবিধা বিভিন্ন। এজন্য বিভিন্ন পেশাতে বিভিন্ন প্রকার মজুরি দিয়ে তাদের মধ্যে একটি সমতা আনা হয়। যেখানে অসুবিধা বেশি, সেখানে আর্থিক মজুরি বেশি দিয়ে সমতা আনা হয়। আবার, যেখানে সুবিধা বেশি সেখানে আর্থিক মজুরি কম দিয়ে সমতা আনা হয়। এই ধরনের মজুরির পার্থক্যকে **সমতা রক্ষাকারী পার্থক্য** (equalising differences) বলা হয়।

মজুরির হারের পার্থক্যের আর একটি দিক হল পুরুষ ও স্ত্রী শ্রমিকের মজুরর হারের পার্থক্য। স্ত্রী শ্রমিকের মজুরি সাধারণত কম। এর পিছনে কারণগুলি হল, স্ত্রী শ্রমিকদের শারীরিক ক্ষমতা কম; স্ত্রী শ্রমিকেরা নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজে ভিড় করে; স্ত্রী শ্রমিকেরা কম মজুরিতে কাজ করতে রাজি থাকে; স্ত্রী শ্রমিকদের দর কষাকষির ক্ষমতা কম, ইত্যাদি। এ সমস্ত কারণে স্ত্রী শ্রমিকেরা পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় সাধারণত কম মজুরি পায়।

4.8 সংক্ষিপ্তসার

এই এককে বিস্তারিতভাবে যা আলোচনা করলাম তা হল : শ্রমের বাজারে শ্রমের চাহিদা রেখার আকৃতি কীরূপ হবে। তৎসহ আলোচনা করা হল শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখা এবং শ্রমের বাজারে জোগান রেখা। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে ব্যক্তিগত শ্রমের জোগান রেখাটি পশ্চাৎমুখী। এমনটি ঘটার অর্থ-তাত্ত্বিক ব্যাখা হল এইরকম। যে-কোনো দামের পরিবর্তনের দু-জাতীয় প্রভাব থাকে : (১) পরিবর্ত প্রভাব (২) আয়প্রভাব। মজুরির হারের বৃদ্ধি ঘটার অর্থ যে 'অবসরের' দাম বৃদ্ধি। অর্থাৎ বেশি দাম দিতে হবে। তাই শ্রমিকটি অবসর উপভোগের ('ক্রয়ের') পরিবর্তে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে ইচ্ছুক থাকে। এটি হল মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্ত প্রভাব। অন্যদিকে মজুরির হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকের ক্রয় ক্ষমতা ও বৃদ্ধি পায়। মজুরি বৃদ্ধিজনিত বাড়তি আয়ের দ্বারা তখন সে "অবসর সময়" সমেত আর অন্য দ্রব্য ক্রয় করতে

সমর্থ হয়। এটাই হল আয় প্রভাব। শ্রমের জোগানের ক্ষেত্রে একসময় এই ধনাত্মক আয় প্রভাব ঋণাত্মক পরিবর্ত প্রভাবের তুলনায় বেশি শক্তিশালী হওয়ার জন্যই জোগান-রেখাটি ওই স্তরে পশ্চাৎমুখী হয়। একটি কথা অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন। সমগ্র জনগণকে ধরলে শ্রমের জোগান প্রকৃত মজুরি পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে খুব কমই বদলায়। সেক্ষেত্রে জোগান রেখা প্রায় খাড়া। এর কারণ-সামগ্রিকভাবে আয় প্রভাব এবং পরিবর্তন প্রভাব কাটাকাটি হয়ে যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কীভাবে ভারসাম্য মজুরির দাম নির্ধারিত হয় তার কথাও জানা হল।

4.9 অনুশীলনী

● অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. মজুরি কাকে বলে?

২. শ্রমের চাহিদা কাকে বলে?

৩. গড় মজুরি কাকে বলে?

৪. প্রান্তিক মজুরি কাকে বলে?

৫. শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপাদন কাকে বলে?

৬. শ্রমের জোগান বলতে কী বোঝায়?

৭. মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্ত প্রভাব কাকে বলে?

৮. মজুরি বৃদ্ধিজনিত আয় প্রভাব কাকে বলে?

৯. শ্রমের মোট জোগান বা বাজার জোগান কাকে বলে?

১০. ভারসাম্য মজুরির হার কাকে বলে?

● সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখা কাকে বলে? এর আকৃতি কীরূপ?

২. শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখা কখন পশ্চাৎমুখী হয়?

৪. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্য মজুরির হার কীভাবে নির্ধারিত হয়?

● দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. শ্রমের জোগান রেখা কাকে বলে? শ্রমের ব্যক্তিগত জোগান রেখার আকৃতি কীরূপ হয় রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

২. যদি বাজারে মজুরির হার বৃদ্ধি পায় তাহলে একজন শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই অধিকতর সময় পরিশ্রম করে একথা কি সর্বদাই সত্য? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাও। শ্রমের বাজারে জোগান রেখার আকৃতি কীরকম হবে তা বিশ্লেষণ কর।

৩. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কীভাবে ভারসাম্য মজুরির হার নির্ধারিত হয় তা ব্যাখ্যা কর।

৪. শ্রমের চাহিদা রেখা কাকে বলে? পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শ্রমের চাহিদা রেখা নির্ধারণ কর।

৫. শ্রমের জোগান রেখা কি পশ্চাৎমুখী হতে পারে? হলে কেন পশ্চাৎমুখী হয় তা ব্যাখ্যা কর।

৬. বিভিন্ন পেশায় এবং একই পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরির হারে পার্থক্য ঘটে কেন?

4.10 গ্রন্থপঞ্জি

- Koutsoyiannis, A : *Modern Microeconomics*
- দেবেশ মুখার্জী : *সমকালীন অর্থবিদ্যা*
- প্রবাল দাশগুপ্ত ও সম্পৎ মুখার্জী : *ব্যষ্টিগত অর্থনীতি*

একক 5 ❐ উপকরণের বাজার : মূলধন ও উদ্যোগের বাজার

গঠন

5.1 উদ্দেশ্য

5.2 প্রস্তাবনা

5.3 সুদের ধারণা

5.4 ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব

5.5 নয়া ক্ল্যাসিক্যাল ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব

5.6 মুনাফা

5.7 মুনাফার উপাদান

5.8 মুনাফার প্রকৃতি

5.9 মুনাফার গতিশীলতার তত্ত্ব

5.10 মুনাফার ঝুঁকি বহন তত্ত্ব

5.11 মুনাফার অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব

5.12 মুনাফা সম্পর্কে সুম্‌পিটারের উদ্ভাবন তত্ত্ব

5.13 মুনাফা কি শূন্য হতে পারে?

5.14 সংক্ষিপ্তসার

5.15 অনুশীলনী

5.16 গ্রন্থপঞ্জি

5.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- সুদ কাকে বলে ও সুদের হার কীভাবে নির্ধারিত হয় ;
- সুদের হার নির্ধারণে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের বক্তব্য ;
- নয়া ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের ভূমিকা; এবং
- মুনাফার উদ্ভাবন সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব।

5.2 প্রস্তাবনা

অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়—জমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন বা উদ্যোগ। উৎপাদনের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে প্রয়োজন হয় মূলধনের। এই মূলধনের সেবার মূল্যকে সুদ বলে। চিরাচরিত তত্ত্বানুযায়ী মূলধনের চাহিদা আসে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে। আর জোগান দেয় সঞ্চয়কারীরা। যারা সঞ্চয় করে, তারা বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থেকে সঞ্চয় করে। এরই পুরস্কার স্বরূপ তারা সুদ পায়, যার ফলে তারা ভবিষ্যৎ ভোগ-বৃদ্ধি করতে পারে। অপরদিকে, এই তহবিল ব্যবহার করার মূল্য হিসাবে বিনিয়োগকারীরা সুদ প্রদান করে। এর থেকে বোঝা যায়, সুদের হার, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়কেই প্রভাবিত করে। তাই সুদের হার দেশের অর্থনীতির পক্ষে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই এককে আমরা তাই সুদ কাকে বলে এবং সুদের হার কীভাবে নির্ধারিত হয় তা আলোচনা করব। প্রসঙ্গত আমরা সুদের হার নির্ধারণে ক্ল্যাসিক্যাল বা ধ্রুপদি ও নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল বা নয়া ধ্রুপদি তত্ত্বের আলোচনা করব। এছাড়া সংগঠন কার্যের দাম অর্থাৎ মুনাফা সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করা হবে।

5.3 সুদের ধারণা

সুদ বলতে সুদের হার বা মোট সুদকে বোঝায়। সুদ হল মূলধন নামক উৎপাদনের উপাদানের প্রতি একক সেবার দাম। তাই সুদ কাকে বলে তা বুঝতে গেলে প্রথমে মূলধনের শব্দটির অর্থ বুঝতে হবে। মূলধন হল একটি ভান্ডারবাচক শব্দ। মূলধন বলতে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদানকে বোঝান হয়। অর্থাৎ মূলধন হল মানুষের সৃষ্ট সেই আয় যা তাৎক্ষণিক ভোগের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মূলধন উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কোনো মূলধন দ্রব্য যখন উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তখন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে যে পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তাকে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বলা হয়। সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার জন্য মূলধনের পাওনা। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনকে কোনো উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করলে সেই মূলধনের যেটুকু সেবা গ্রহণ করা হয় এবং তা থেকে যে পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায় তার জন্য মূলধনের মালিককে যা দেওয়া হয় তাকে সুদ বলা হয়।

সুদ অর্থের হিসাবে প্রকাশিত হলেও একে পুরোপুরি আর্থিক ঘটনা বলা যায় না। প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিদদের মতে, সুদ হল সম্পূর্ণভাবে একটা বাস্তব ব্যাপার। বাস্তবে অর্থ সঞ্চয় করা হয় এবং সঞ্চিত অর্থ মূলধনে রূপান্তরিত হয়। এই মূলধন উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাই মূলধনের উৎপাদনশীলতার দরুনই সঞ্চয়ের চাহিদার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সঞ্চয় করতে হলে বর্তমান ভোগ ত্যাগ করতে হয় এবং সেই কারণে সঞ্চয়কারীর অতৃপ্তির সৃষ্টি হয়। সুদ হল এই অতৃপ্তির পুরস্কার। তাই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কেইনসের মতে, 'তারল্য ত্যাগস্বীকারের জন্য যে দাম দিতে হয়, তাই হল সুদ'।

অধ্যাপক মার্শালের মতে, "সুদ হল ভবিষ্যৎ ভোগের অপেক্ষায় বর্তমান ভোগ থেকে নিবৃত্ত থাকার পুরস্কার"। অধ্যাপক 'বমবওয়র্কের' মতে, "ভবিষ্যৎ ভোগের উদ্দেশ্যে বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থাকার জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তাই হল সুদ"।

অধ্যাপক মার্শাল সুদকে বাস্তব বিষয় বলে মনে করেছিলেন। তাঁর মতে, সুদ হল মূলধন নামক উপাদানের প্রতি একক সেবার দাম। তাই সুদের হার নির্ধারিত হয় মূলধনের চাহিদা ও জোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে।

মোট সুদ ও নীট সুদ

ঋণদাতা তার নিজের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্যকে ব্যবহার করতে দেবার বিনিময়ে যে অতিরিক্ত অর্থ পায় তাই হল সুদ। একে মোট সুদ বলে। মোট সুদের মধ্যে মূলধনের সেবার দাম বা নিট সুদ ছাড়াও অন্যান্য অনেক উপাদান থাকে। তাই মোট সুদ = নিট সুদ + অন্যান্য পাওনা। নিট সুদ বলতে বোঝানো হয় ঋণদাতার ঋণ মূলধনের দাম। এই নিট সুদ সাধারণত মোট সুদ থেকে কম হয়, কারণ, মোট সুদের মধ্যে নিট সুদ ছাড়াও অন্যান্য যে পাওনাগুলি থাকে তা হলো—

১. ঝুঁকিজনিত পাওনা
২. ঋণ আদায়ের ব্যয়
৩. ঋণ পরিচালনার ব্যয়
৪. অন্যান্য ব্যয়

সুদের হার কীভাবে নির্ধারিত হয় সে সম্পর্কে দুটি প্রধান তত্ত্ব প্রচলিত আছে। একটি হল প্রাচীন অর্থনীতিবিদদের তত্ত্ব বা ক্ল্যাসিক্যাল বা ধ্রুপদি তত্ত্ব নামে পরিচিত, অপরটি হল নয়া ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদদের ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব।

5.4 ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব বা ধ্রুপদি তত্ত্ব

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে সুদ বলতে বাস্তব সুদ ধরা হয়। এই বাস্তব সুদ হল বাস্তব মূলধনের পাওনা। বাস্তব মূলধন যেমন—যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, ঘর ইত্যাদি উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করে এবং উৎপাদনকে সম্ভব করে তোলে। এই মূলধনের সেবার জন্য যে দাম দিতে হয় তাই হল সুদের হার। এই সুদের হার নির্ধারিত হয় মূলধনের জোগান ও মূলধনের চাহিদার দ্বারা।

মূলধনের জোগান

মূলধনের জোগান আসে সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে। মূলধন হল আয়ের সঞ্চিত অর্থ। সঞ্চয়ের অর্থ বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থাকা। ব্যক্তি যখন সঞ্চয় করে তখন বুঝতে হবে যে সে ভোগের আনন্দ ত্যাগ করছে। সঞ্চয়কে সেইজন্য ভোগবিরতি বলা হয়। ভোগবিরতি কষ্টদায়ক বলে সঞ্চয়কারী বা ঋণদাতাকে যে পুরস্কার দিতে হয়, তাই হল সুদ। তাই এই ভোগবিরতির জন্য ব্যক্তি বা পরিবার সুদ পাবার আশা করে। সুদের হার যত বেশি হয়, সঞ্চয়ের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তি বা পরিবারগুলি আয়ের যে অংশ সঞ্চয় করে তারা সেই সঞ্চয় ব্যাঙ্কে বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা দেয়। বিনিয়োগকারীরা ব্যাঙ্ক বা অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের মাধ্যমে সেই সঞ্চয় নিয়ে যায়। সেই ঋণ মূলধনে পরিণত হয়। অতএব সঞ্চয় থেকে মূলধনের জোগান আসে। সুদের হার যত বৃদ্ধি পায়, মূলধনের জোগান ততই বৃদ্ধি পাবে, এবং বিপরীতক্রমে সুদের হার হ্রাস পেলে মূলধনের জোগান হ্রাস পাবে। তাই মূলধনের জোগান রেখাটি হয়

ঊর্দ্ধমুখী। সাংকেতিক পরিভাষায় $S = S(r)$ যেখানে S সঞ্চয়, r সুদের হার এবং $S'(r) > a$। নিম্নের রেখাচিত্রে SS′ রেখাটি হল মূলধনের জোগান রেখা।

মূলধনের চাহিদা

মূলধনের চাহিদা আসে উৎপাদকের কাছ থেকে। মূলধনি দ্রব্যকে উৎপাদনে কাজে নিয়োগ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মূলধনের চাহিদার উদ্ভব হয় মূলধনের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনশীলতার কারণে। অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ অপরিবর্তিত রেখে অতিরিক্ত এক একক মূলধন নিয়োগ করলে মোট

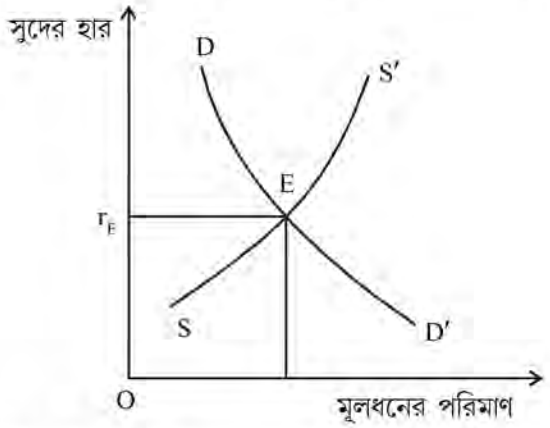

উৎপাদনের যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাকে মূলধনের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন বলে। কোনো নির্দিষ্ট সুদের হারে কোনো উৎপাদক কী পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করবে তা নির্ভর করে সুদের হার ও মূলধনের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনে ক্ষমতার ওপর। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বানুযায়ী কোন উৎপাদক সেই পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করবে যার জন্য মূলধনের প্রান্তিক আয়-মূলধনের দাম বা সুদের হারের সমান হবে। অর্থাৎ সেখানে সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সঙ্গে সমান সেখানেই উৎপাদক মূলধনের নিয়োগ স্থির করে। তাই, বাজারের সুদের হার বেশি হলে বেশি উৎপাদনশীলতাসম্পন্ন বিনিয়োগ হয় এবং কম সুদের হারে অল্প উৎপাদনসম্পন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পে মূলধনের চাহিদা হয়। সুতরাং বিনিয়োগকারীর পক্ষে বিনিয়োগ ততক্ষণই লাভজনক যতক্ষণ না সুদের হার বৃদ্ধি পেলে মূলধনের চাহিদা হ্রাস পায় এবং সুদের হার হ্রাস পেলে মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ মূলধনের চাহিদা রেখাটি নিম্নমুখী হয়। সাংকেতিক ভাষায় মূলধনের চাহিদা $D = D(r)$ যেখানে $D'(r) < 0$। রেখাচিত্রে DD′ মূলধনের চাহিদা রেখা।

এখন মূলধনের চাহিদা ও জোগানকে একসঙ্গে বিচার করে দেখা হবে তাদের দ্বারা কীভাবে সুদের হার নির্ধারিত হয়। যে সুদের হারে মূলধনের চাহিদা ও জোগান সমান হয় সেই সুদের হারকে ভারসাম্য সুদের হার বলে। রেখাচিত্রানুযায়ী মূলধনের চাহিদা ও জোগান রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। সুতরাং E বিন্দুটি হল ভারসাম্য বিন্দু। এই ভারসাম্য বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য সুদের হার Or_E। এই সুদের হারে মূলধনের চাহিদা ও জোগান পরস্পর সমান হয়েছে।

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের ত্রুটি

সুদের হার নির্ধারণে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের অনেক ত্রুটি আছে। উল্লেখযোগ্য ত্রুটিগুলো হলো—

১. ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে সুদের হারকে একটি বাস্তব ঘটনা বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সুদের হার সম্পূর্ণ বাস্তব নয়। সুদের হারের মধ্যে যে একটি আর্থিক অংশ থাকে তা ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে স্বীকার করা হয়নি।

২. ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে সঞ্চয়কে সুদের হারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অনেকে মনে করে যে সঞ্চয় মূলত আয়ের ওপর নির্ভর করে।

৩. সঞ্চয় যদি আয়ের ওপর নির্ভর করে তাহলে আয়স্তরের পরিবর্তন হলে মূলধনের জোগান রেখার অবস্থান সরে যাবে। তখন সুদের হারও পরিবর্তিত হবে। অতএব আয়স্তর নির্ধারিত না হলে সুদের হার নির্ধারিত হবে না। ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বে সুদের হার অনির্ধারিত থেকে যায়।

৪. ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে সুদের হার ভোগবিরতি, অপেক্ষা, সময় পছন্দ ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক বা প্রকৃত উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু কেইনস মনে করেন যে, সুদের হার নির্ধারণে আর্থিক উপাদানই বিবেচ্য। তাঁর মতে, সুদ সম্পূর্ণভাবে আর্থিক বিষয়।

5.5 নয়া ক্ল্যাসিক্যাল বা (নয়া ধ্রুপদি) ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব

সুদের হার নির্ধারণে ধ্রুপদি তত্ত্বটি ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, এই তত্ত্বে আর্থিক বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই তত্ত্বে সুদের হারকে বাস্তব বিষয় বলে ধরা হয়েছিল। তাই ধ্রুপদি তত্ত্বের এই ত্রুটি বাদ দিয়ে এবং ঋণ মূলধনের চাহিদার মধ্যে বিনিয়োগ ছাড়াও মজুত তহবিলের জন্য চাহিদা অন্তর্ভূক্ত করে ঋণ মূলধনের সংজ্ঞাকে আরও উন্নত করার জন্য নয়া ধ্রুপদি অর্থনীতিবিদগণ ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও জোগানের দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হয়।

এই তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা হলেন অর্থনীতিবিদ উইকসেল (Wicksell) এবং পরবর্তীকালে গুনার মিরডাল (Gunner Myrdal) এবং বেন্ট হ্যানসেন (Bent Hansen)। এই তত্ত্বানুযায়ী যে সুদের হারে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও জোগান সমান হয় সেই সুদের হারকে ভারসাম্য সুদের হার বলে। ঋণযোগ্য তহবিল বলতে বোঝায় যে তহবিল থেকে ঋণ দেওয়া যেতে পারে। সংক্ষেপে টাকার বাজারে ঋণ হিসাবে টাকার যে জোগান দেখা যায়, তাই হল ঋণযোগ্য তহবিল।

কীভাবে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও জোগানের দ্বারা ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হয় তা ব্যাখ্যা করে প্রথমে আমরা ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও জোগানের ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করব।

ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা

ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা আসে দেশের পরিবার, প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের কাছ থেকে। ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা তিনটি কারণে হয়ে থাকে। যেমন,—

১. **বিনিয়োগ (Investment) :** ব্যবসায়ী এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ঋণযোগ্য তহবিলের জন্য চাহিদা করে থাকে। তারা বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য ঋণ নেয়। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের মতো

এই তত্ত্বেও বিনিয়োগ সুদের হারের ওপর নির্ভরশীল এবং এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ সুদের হার বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগ হ্রাস পাবে এবং বিপরীতক্রমে সুদের হার হ্রাস পেলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। তাই বিনিয়োগ রেখাটি নিম্নমুখী। সাংকেতিক পরিভাষায় $I = I(r)$ যেখানে $I'(r) < 0$, I = বিনিয়োগ, r = সুদের হার।

২. **অলস নগদ তহবিল ধারণ (Hoarding) :** মানুষ বিভিন্ন কারণে নগদ টাকা হাতে ধরে রাখে। নগদ টাকার পছন্দ থাকায় ব্যক্তিরা নগদ অলস তহবিল ধারণ করে। সুদের হার বেড়ে গেলে লোকেরা অলস তহবিল থেকে টাকা মুক্ত করে বেশি ঋণ দেয় ও হাতে কম নগদ তহবিল রাখে। বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয় যদি সুদের হার কমে যায়। এই ধারণাটি সাংকেতিক পরিভাষায় H দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেখানে $H = H(r)$, $H'(r) < 0$.

৩. **ভোগ বা অবসঞ্চয় (Consumption or Dissaving) :** ভোগব্যয়ের উদ্দেশ্যে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা দেখা দেয়। ব্যক্তি তার আয়ের অতিরিক্ত ভোগ করতে চাইলে তাকে ঋণ করতে হয়। অর্থাৎ এটি সঞ্চয়ের বিপরীত। সুদের হার কম হলে ভোগ্যদ্রব্য ব্যয়ের উদ্দেশ্যে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা বাড়ে। সুতরাং ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা মেটানোর জন্য ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার বৃদ্ধি হয়। সুদ বেশি হলে ভোগের জন্য ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা কম হয়। একে $C = C(r)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেখানে $C'(r) < 0$।

প্রতিটি ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা যোগ করলে ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা পাওয়া যায়। অর্থাৎ ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা = বিনিয়োগের জন্য চাহিদা (I) + অলস- তহবিলের জন্য চাহিদা + ভোগের জন্য চাহিদা।

সাংকেতিক ভাষায়,

$$D_L = I + H + C$$

$$= I(r) + H(r) + C(r)$$

$$D_L = D_L(r)$$

অর্থাৎ, ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার সঙ্গে সুদের হারের সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক। তাই ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা রেখা হবে নিম্নমুখী। রেখাচিত্রে D_L হল ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা রেখা।

ঋণযোগ্য তহবিলের জোগান

ঋণযোগ্য তহবিলের জোগানের উৎসগুলি হলো—

১. **সঞ্চয় (Savings) :** ঋণযোগ্য তহবিলের জোগানের মূল উৎস হল সঞ্চয়। এই তত্ত্বে ধরা হয়েছে, সুদের হারের সঙ্গে সঞ্চয়ের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ সুদের হার বৃদ্ধি পেলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে এবং সুদের হার হ্রাস পেলে সঞ্চয় হ্রাস পাবে। সাংকেতিক পরিভাষায় $S = S(r)$ যেখানে $DH'(r) > 0$।

২. **অতীতে সঞ্চিত অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ মজুত খালাস (Dishoarding):** অতীতে সঞ্চয় করে লোকে যে টাকা রেখেছিল অলসভাবে, বর্তমানে এই অলস তহবিল থেকে ঋণ দিতে পারে। একে অলস-সঞ্চয় পরিত্যাগ বলে। সুদের হার বৃদ্ধি পেলে অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ, অর্থাৎ জোগান বৃদ্ধি পায় এবং সুদের হার হ্রাস পেলে অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ হ্রাস পায়। একে, $DH = DH(r)$ দ্বারা প্রকাশ করা হলো $DH'(r) > 0$।

৩. **ব্যাঙ্ক সৃষ্ট অর্থ (Bank Money) :** ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ ঋণযোগ্য তহবিলের জোগানের অন্যতম প্রধান উৎস। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি জনগণের কাছ থেকে যে আমানত সংগ্রহ করে তা থেকে নতুন আমানত সৃষ্টি করে জনগণকে ঋণ দেয়। সুদের হার বৃদ্ধি পেলে এই ব্যাংক ঋণের জোগান বৃদ্ধি পায়। এবং হ্রাস পেলে ব্যাংক ঋণের জোগান হ্রাস পায়। একে $BM = BM(r)$ দ্বারা প্রকাশ করা হলো $BM'(r) > 0$।

এই তিন ধরনের ঋণযোগ্য তহবিলের জোগানের সমষ্টি হলো ঋণযোগ্য তহবিলের মোট জোগান। সুতরাং ঋণযোগ্য তহবিলের জোগান (S_L) = সঞ্চয় + অতীতে সঞ্চিত অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ + ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ।

বা, $S_L = S + DH + BM$

ঋণযোগ্য তহবিলের জোগানের সঙ্গে সুদের হারের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বলে, ঋণযোগ্য তহবিলের জোগান রেখা হল ঊর্দ্ধমুখী। রেখাচিত্রে S_L হল ঋণযোগ্য তহবিলের জোগান রেখা। অপরদিকে, ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা রেখা D_L হল নিম্নমুখী। যে সুদের হারে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও জোগান পরস্পরের সমান হয় সেই সুদের হারকে ভারসাম্য সুদের হার বলে। রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি দেখানো হলো। রেখাচিত্রে D_L এবং S_L হল যথাক্রমে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও জোগান রেখা। এই দুটি রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করে। তাই 'E' বিন্দুটি হয় ভারসাম্য বিন্দু। এই ভারসাম্য বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য সুদের হার হলো Or_E কারণ এই সুদের হারে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও জোগান পরস্পরের সমান হয়।

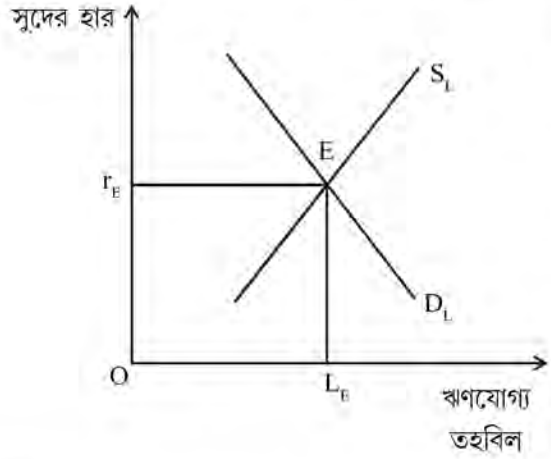

সমালোচনা

এই তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন যে, এই তত্ত্বটি ক্লাসিকাল তত্ত্ব থেকে শ্রেষ্ঠতর। যদিও এই তত্ত্বের বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে।

১. এই তত্ত্বে মনে করা হয় সুদের হার বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে। কিন্তু কেইনসের মতে সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ কমে, ফলে আয় কমে এবং সঞ্চয় কমে।

২. ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে সুদের হার যে কারণে অনির্দিষ্ট, ওই একই যুক্তিতে কেইনস্ প্রমাণ করেন যে নয়া-ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বেও সুদের হার নির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারণযোগ্য নয়। আয়ের স্তর জানা না থাকলে ঋণযোগ্য তহবিলের জোগান কত তা জানা যায় না এবং ঋণযোগ্য তহবিলের জোগান না জানতে পারলে সুদের হার কত তা বলা যায় না। তাই, আয়ের স্তর জানা না থাকলে সুদের হার নির্ধারণ করা যায় না।

৩. এই তত্ত্বটি অপূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় প্রযোজ্য নয়। এই তত্ত্বটি পূর্ণ নিয়োগের শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ণ নিয়োগের শর্তটি একটি অবাস্তব শর্ত।

৪. আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থায় দেশের কেন্দ্রীয় বাংক সুদের হার নির্ধারণ করে। সুতরাং কেন্দ্রীয় বাংকের কার্যক্রম একাধারে দেশে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও জোগান কে নিয়ন্ত্রত করে।

৫. এই তত্ত্বে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বা নগদ পছন্দের তত্ত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

5.6 মুনাফা

কোনো দ্রব্য বিক্রয় করে যে রেভিনিউ পাওয়া যায়, তা থেকে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বা ক্রয়মূল্য বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে মুনাফা বলে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সকল খরচ-খরচার শেষে অন্যান্য উপাদানের পাওনা মেটানোর পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তাকে স্থূল মুনাফা বলে।

5.7 মুনাফার উপাদান

টাউসিগের ভাষায়, মুনাফা একটি পাঁচমিশেলি ও বহু বিতর্কিত আয়। Profit is a mixed and vexed income। স্থূল মুনাফার মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকতে পারে।

1. অনেক সময় উদ্যোক্তা নিজে জমি ও মূলধন সরবরাহ করে থাকে। ফলে এগুলির জন্য তাকে কোন দাম দিতে হয় না। সুতরাং, এই দুই উপাদান থেকে যা আয় হয় তা স্থূল মুনাফার মধ্যে ধরা থাকে। জমির জন্য খাজনা এবং মূলধনের জন্য যে সুদ অপরকে দিতে হত, তা স্থূল মুনাফা থেকে বাদ দিলে নিট মুনাফা পাওয়া যায়।
2. কোনো উদ্যোক্তা যদি নিজে পরিচালনার কাজ সম্পন্ন করেন তাহলে তিনি সাধারণতঃ কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। এই পারিশ্রমিক স্থূল মুনাফার একটি উপাদান। অন্যত্র কাজ করলে উদ্যোক্তা যে পারিশ্রমিক পেতেন, তা স্থূল মুনাফা থেকে বাদ দিলে নিট মুনাফা পাওয়া যায়।
3. উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করতে হয়। দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় এই দুই-এর মধ্যে কালগত ব্যবধান থাকায় দ্রব্যটির দাম ও চাহিদা সম্পর্কে দেখা দেয় অনিশ্চয়তা। এই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের জন্য উদ্যোক্তা অতিরিক্ত কিছু দাবি করে। এই দাম স্থূল মুনাফার একটি উপাদান।

4. উদ্যোক্তা কোনো নতুন দ্রব্য উদ্ভাবন করে মুনাফা বাড়াতে পারে। সুমপিটারের মতে, উদ্যোক্তার কাজই হল নিত্যনতুন দ্রব্য উদ্ভাবন করা অথবা উৎপাদন কৌশল আবিস্কার করা, এভাবে উদ্যোক্তা তার মুনাফা বাড়াতে পারে।
5. উদ্যোক্তার যদি একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে, তাহলে সে স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে। একচেটিয়া ক্ষমতার উৎস হল লাইসেন্স, পেটেন্ট, গোপন উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতি। এই ক্ষমতার ফলে একচেটিয়া কারবারী যোগান সঙ্কুচিত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে এবং বাড়তি মুনাফা অর্জন করে। এই বাড়তি মুনাফাও স্থূল মুনাফার অন্তর্ভুক্ত।
6. দ্রব্যের পৃথকীকরণ ঘটিয়ে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে উদ্যোক্তা কিছু বাড়তি আয় করতে পারে। ইহাও তার স্থূল মুনাফার অন্তর্ভূক্ত।
7. কখনও কখনও আকস্মিক কারণে (যেমন, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ইত্যাদি) উদ্যোক্তার মুনাফা বৃদ্ধি পেতে পারে। ইহাও স্থূল মুনাফার একটি উপাদান।

5.8 মুনাফার প্রকৃতি

মুনাফার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি মুনাফার প্রকৃতি নির্দেশ করে। **প্রথমত,** মুনাফা হল আয়ের অবশিষ্ট অংশ। সব উপাদানের সকল খরচ মেটাবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই হল উদ্যোক্তার মুনাফা। মজুরি, সুদ ও খাজনা পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু মুনাফা কোনো চুক্তিবদ্ধ আয় নয়। **দ্বিতীয়ত,** জমির খাজনা, শ্রমের মজুরি এবং মূলধনের সুদের হারের খুব একটা পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মুনাফার হ্রাসবৃদ্ধি প্রবলভাবে ঘটতে পারে। **তৃতীয়ত,** খাজনা, মজুরি বা সুদ শূন্য বা ঋণাত্মক হতে পারে না। কিন্তু মুনাফা শূন্য বা ঋণাত্মক হতে পারে।

5.9 মুনাফার গতিশীলতার তত্ত্ব

মার্কিন অর্থনীতিবিদ জে. বি. ক্লার্ক (J. B. Clark) মুনাফার গতিশীলতা তত্ত্বের প্রবক্তা। গতিহীন বা নিশ্চল সমাজে মুনাফার কোনো উদ্ভব হয় না। যে সমাজে জনসংখ্যা মূলধনের পরিমাণ, উৎপাদন কৌশল পরিবর্তিত হয়, তাকে গতিশীল সমাজ বলে। অপরদিকে, যে সমাজে এই সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকে, তাকে স্থিতিশীল সমাজ বলে। এই স্থিতিশীল সমাজে দাম ও উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না বলে মুনাফারও উদ্ভব হয় না। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা শুধুমাত্র পরিচালনার পারিশ্রমিক এবং যে সকল উপাদান সে দিয়ে থাকে তার দাম পাবে। গতিশীল সমাজে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে অসামঞ্জস্য আসা সম্ভব। মুনাফা পাবার জন্য উদ্যোক্তা তাই স্থিতিশীল সমাজকে গতিশীল করে তোলে। নতুন যন্ত্র প্রবর্তন করে বা নতুন দ্রব্য প্রচলন করে সে সমাজে গতিশীলতা আনে। এই পরিবর্তন ও উদ্ভাবনার মদ্য দিয়ে সে মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু কিছুদিন পরেই অপর উদ্যোক্তারা তার যন্ত্রের বা দ্রব্যের অনুকরণ শুরু করে। প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং মুনাফা কমে যায়। তখন উদ্যোক্তাকে পুনরায় কিছু উদ্ভাবন করে সমাজে গতিশীলতা আনতে হবে। তা না হলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তা শূন্যে এসে পৌঁছাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সুম্পিটারের উদ্ভাবন তত্ত্বের সঙ্গে এই তত্ত্বের যথেষ্ট মিল আছে।

এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপিত করা যায়। **প্রথমত,** পরিবর্তন হলেই যে মুনাফা হবে তা ঠিক নয়। যে সকল পরিবর্তন পূর্ব থেকেই অনুমান করা যায়, তাদের বিরুদ্ধে বিমা করা যায়। বিমার প্রিমিয়াম উৎপাদন ব্যয়ের অংশ বলে এই সকল পরিবর্তনের ফলে মুনাফার উদ্ভব হতে পারে না। **দ্বিতীয়ত,** সমাজ সর্বদাই গতিশীল। সুতরাং, পূর্ব থেকেই উদ্যোক্তারা আসন্ন ও সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তাই পরিবর্তন হলেও আগেই তাকে হিসাবের মধ্যে ধরে রাখে। **তৃতীয়ত,** মনে করা যাক অর্থনীতিতে এক সময় মোটামুটি সবাই পরিবর্তন হবে বলে মনে করছে। কিন্তু বাস্তবে কোনো পরিবর্তন দেখা দিল না। ফলে যারা পরিবর্তন হবে না বলে ভেবেছিল, তারাই লাভবান হল, সুতরাং, গতিশীলতা না থাকার ফলে এক্ষেত্রে মুনাফার উদ্ভব হল। **চতুর্থত,** অন্যান্য উপাদানের ন্যায় উদ্যোগশক্তিরও যে জোগান দাম আছে, তা এই তত্ত্বে ধরা হয় না। **পঞ্চমত,** এই তত্ত্ব মুনাফার পরিমাণ ব্যাখ্যা করতে পারে না, কোনো মুনাফা কখনও বেশি, কখনও কম, তার ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না।

5.10 মুনাফার ঝুঁকি বহন তত্ত্ব

মুনাফার ঝুঁকি বহন তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন হলি (Hawley) এবং এর প্রধান সমর্থক হলেন অধ্যাপক মার্শাল। এই তত্ত্ব অনুসারে, উদ্যোক্তা যে ঝুঁকি বহন করেন মুনাফা হল তারই পুরস্কার। উৎপাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে দ্রব্য উৎপাদন করেন। দ্রব্য বিক্রয় না হলে উদ্যোক্তারা ক্ষতি হবে। এই ঝুঁকি বহন করার জন্য যদি কোনো পুরস্কার না থাকে তাহলে কেউই ওই ঝুঁকি নিতে রাজি হবে না। সুতরাং উদ্যোক্তা ঝুঁকি বহনের দাম হিসাবে মুনাফা লাভ করে থাকে।

সব শিল্পে ঝুঁকির পরিমাণ সমান নয়। তাই মুনাফাও সমান হতে পারে না। আবার, একই শিল্পে বিভিন্ন উদ্যোক্তারা বিভিন্ন পরিমাণ ঝুঁকি বহন করে। যে খুব দুঃসাহসী, সে বেশি ঝুঁকি নিতে চাইবে। আবার, যে ভীরু, সে অল্প ঝুঁকি নিয়ে কম মুনাফা নিয়েও কাজ করে। এভাবে Hawley মুনাফাকে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই তত্ত্ব অনুসারে মুনাফা হল অবশিষ্ট আয়। জমি, শ্রম ও মূলধনের আয় চুক্তিবদ্ধ। এই চুক্তিবদ্ধ দাম মেটানোর পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই মুনাফা। সুতরাং, মুনাফা কোনো চুক্তিবদ্ধ আয় নয়। কেননা, সমস্ত উপাদানের দাম মেটাবার পর উদ্যোক্তার কাছে কিছু উদ্বৃত্ত থাকতে পারে, আবার ঘাটতিও হতে পারে।

এই তত্ত্বের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। (1) মুনাফার মধ্যে উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের পুরস্কার থাকে সত্য। কিন্তু সমস্ত মূনাফাকে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হিসাবে গণ্য করা যায় না। এর কিছু অংশ সংগঠন দক্ষতার জন্য। কিছু অংশ একচেটিয়া ক্ষমতার জন্য এবং কিছু অংশ ব্যবসা পরিচালনার পারিশ্রমিক। (2) অনেক ব্যক্তি পরের অধীনে কাজ করার চেয়ে স্বাধীন ব্যবসার পক্ষপাতী। সেক্ষেত্রে ব্যবসার ঝুঁকি ব্যক্তির মূল বিবেচ্য নয়। (3) অধ্যাপক নাইটের মতে, ঝুঁকি দু'প্রকার। একপ্রকার, ঝুঁকি পূর্ব থেকেই জানা ও পরিমাপ করা যায়। ফলে এগুলিকে বিমা করে এড়ানো সম্ভব। সুতরাং এই প্রকার ঝুঁকি মুনাফার কারণ হতে পারে না। দ্বিতীয় প্রকার ঝুঁকি পূর্ব থেকে অনুমান করা যায় না। দক্ষ উদ্যোক্তার কাজ হল এই ঝুঁকি কমিনে সর্বনিম্ন করা। তাই কার্ভার-এর মতে, মুনাফা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নয়, বরং ঝুঁকি কমানোর পুরস্কার। যে দক্ষ উদ্যোক্তা ঝুঁকি যত কমাতে পারবে, তার মুনাফার সম্ভাবনা তত বাড়বে। কিন্তু মুনাফার ঝুঁকি তত্ত্ব থেকে একথা জানা যায় না।

আমরা বলতে পারি, ঝুঁকি বহন তত্ত্ব মুনাফা উদ্ভবের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, উদ্যোক্তা ঝুঁকি বহন করে। এর দরুন সে আয় প্রত্যাশা করে। উদ্যোক্তার আয়ের একটা অংশ ঝুঁকি বহনের পুরস্কার।

5.11 মুনাফার অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব

অধ্যাপক নাইট (Knight) ঝুঁকি বহন তত্ত্বকে পরিমার্জিত করেন এবং অনিশ্চয়তা তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। নাইট-এর মতে, উদ্যোক্তার ঝুঁকিকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়। কতকগুলি ঝুঁকি আছে যা পূর্ব থেকেই জানা যায়, যেমন, অগ্নিকান্ড, দুর্ঘটনা ইত্যাদি। এগুলির বিরুদ্ধে বিমা (insurance) করা যায়। সুতরাং, এই শ্রেণির ঝুঁকি মুনাফার উদ্ভবের কারণ হতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণির ঝুঁকিকে নাইট 'অনিশ্চয়তা' আখ্যা দিয়েছেন। এই শ্রেণির ঝুঁকি কোনভাবেই এড়ানো যায় না। এই অনিশ্চয়তা বহনের সাফল্যই মুনাফা উদ্ভবের কারণ। যে উদ্যোক্তা এই অনিশ্চয়তা বহনে সমর্থ, তার মুনাফা ধনাত্মক হয়। আর যে এই ঝুঁকি বহনে ব্যর্থ তার মুনাফা ঋণাত্মক (লোকসান) হয়। অনিশ্চয়তা বহনে সাফল্য যত বেশি, মুনাফাও তত বেশি।

নাইটের মতে, অনিশ্চয়তা বহন উৎপাদনের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। যে-কোনো উপাদানকে উৎপাদনে নিযুক্ত রাখতে হলে তাকে জোগান দাম দিতে হয়। সুতরাং, অনিশ্চয়তা বহনকেও যোগান দাম দিতে হবে। মুনাফা হল সেই অনিশ্চয়তা বহনের জোগান দাম।

নাইটের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব হলি-র ঝুঁকি বহন তত্ত্ব অপেক্ষা নিঃসন্দেহে উন্নততর। কিন্তু এই তত্ত্বেরও কয়েকটি ত্রুটি আছে।

1. মুনাফা কেবল অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার নয়। সুম্‌পিটারের মতে, উদ্ভাবনের জন্যও উদ্যোক্তা মুনাফা পেয়ে থাকে। মুনাফা উদ্ভবের পশ্চাতে অনিশ্চিত ঝুঁকি থাকলেও একমাত্র অনিশ্চিত ঝুঁকির জন্য মুনাফা উদ্ভব হয়, একথা স্বীকার করা যায় না। বিরক্তিকর (inksommexer) ঝুঁকি বহনের সঙ্গে মুনাফাস্তরের কোনো সম্পর্ক নেই।
2. অনিশ্চয়তা বহন একান্তভাবে মানসিক ধারণা। সুতরাং এর কেনো জোগান ব্যয় নেই, প্রকৃত ব্যয় আছে। ফলে এর জোগান দামও নেই। এই অনিশ্চয়তা বহন ব্যবসার নৈপুণ্যের জোগান দাম নির্ধারণ করে না।
3. মুনাফার একাংশ প্রতিযোগিতার অসম্পূর্ণতার জন্য উদ্ভূত হয়। একচেটিয়া মুনাফাও এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে এবং ইহা অনিশ্চয়তা থেকে উদ্ভূত নয়।
4. অনিশ্চয়তা পরিমাপ করার কোনো নির্দিষ্ট মানদন্ড নেই। সুতরাং এই তত্ত্ব সঠিকভাবে মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে না।
5. অনিশ্চয়তা বহনের মানসিক অনুভূতিকে উৎপাদনের উপাদান বলে মনে করা চলে না। সুতরাং এই তত্ত্ব মুনাফার সকল উপাদানকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে মুনাফার কোনো তত্ত্বই পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়।

5.12 মুনাফা সম্পর্কে সুমপিটারের উদ্ভাবন তত্ত্ব

মুনাফার উদ্ভাবন তত্ত্বের প্রবক্তা অধ্যাপক সুম্পিটার। সুম্পিটারের মতে, মুনাফা হল উদ্ভাবনের পুরস্কার। অন্যভাবে বলা যায়। নূতন প্রবর্তনের (innovation) জন্যই উদ্যোক্তা মুনাফা অর্জন করে। এই নূতনত্ব প্রবর্ততনের মধ্যে রয়েছে নূতন যন্ত্রপাতির প্রয়োগ, কারিগরী কৌশলের পরিবর্তন ও উন্নয়ন এবং নূতন দ্রব্যের প্রবর্তন। কোনো বৈজ্ঞানিক বা কোনো প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি নতুন কোনো দ্রব্য বা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তাহলে সেটিকে সাধারণত আবিষ্কার (invention) বলা হয়। যিনি এই কাজটি করেন তিনি আবিষ্কারক। অন্যদিকে, কোনো আবিষ্কারক যখন কোনো ব্যক্তি অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন, তখন তাকে সাধারণত বলা হয় উদ্ভাবন (innovation)। এককথায় উদ্ভাবন হল কোনো আবিষ্কারের সকল বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক প্রয়োগ। যিনি এই কাজটি করেন, তিনি হলেন উদ্ভাবক।

সুম্পিটারের মতে, উদ্যোক্তাদের কাজ হল নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। নতুন দ্রব্য, নতুন পদ্ধতি, নতুন বাজার প্রভৃতি উদ্ভাবন করা। এভাবে উদ্যোক্তা উদ্ভাবক হিসাবে কাজ করতে পারে। এই নতুন কিছু উদ্ভাবন করলে উদ্যোক্তার লাভ হবে। সুমপিটারের মতে, মুনাফা হল এই উদ্ভাবন শক্তির পুরস্কার। উদ্যোক্তা যদি নতুন কোনো দ্রব্য বাণিজ্যিক দিক থেকে সফলভাবে উৎপাদন করে বাজারে বিক্রি করে, তাহলে তার মুনাফা বৃদ্ধি পায়। তেমনি, নতুন পদ্ধতি বা নতুন বাজার, নতুন বিক্রয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেও তার মুনাফা বাড়ে। সুতরাং মুনাফাকে উদ্ভাবনের পুরস্কার বলে ভাবা যেতে পারে।

অবশ্য এই ধরনের অস্বাভাবিক বা বাড়তি মুনাফা কেবল স্বল্পকালেই অর্জন করা সম্ভব। দীর্ঘকালে অন্যান্য উদ্যোক্তারা ঐ নতুন দ্রব্য বা পদ্ধতি অনুকরণ করবে। ফলে মুনাফার পরিমাণ কমতে থাকবে। অবশেষে একসময় মুনাফার হার স্বাভাবিকের স্তরে নেমে আসবে। তখন আবার নতুন দ্রব্যের বা পদ্ধতির উদ্ভাবনের চেষ্টা হবে। এভাবে নতুন নতুন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়েই মুনাফা সৃষ্টি হয়।

সুমপিটারের এই উদ্ভাবনের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। **প্রথমত,** এই তত্ত্বে স্বাভাবিক মুনাফার বেশি যে মুনাফা তারই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক মুনাফার উদ্ভব কেন ঘটে অথবা উদ্যোক্তা কেন স্বাভাবিক মুনাফা পাবে তার কোন ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে নেই। **দ্বিতীয়ত,** এই তত্ত্বে মুনাফা হল আকস্মিক উদ্ভাবনের পুরস্কার। এখন, নতুন দ্রব্য বা পদ্ধতির উদ্ভাবন হলে ফার্মের পুরনো পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি অচল হয়ে যেতে পারে, এর ফলে কার্যের ক্ষতিও হতে পারে। উদ্ভাবনের এই ঋণাত্মক দিকটি বা অসুবিধার দিকটি এই তত্ত্বে বিচার করা হয়নি।

মুনাফার খাজন তত্ত্ব :

অর্থনীতিবিদ ওয়াকার এই মতবাদের প্রবর্তক। বিশুদ্ধ খাজনার ধারণার ওপর মুনাফার খাজনা তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত। উদ্যোক্তার আয়ের একটি অংশ আসে তার দক্ষতা থেকে আর বাকি অংশ আসে জমি, শ্রম ও মূলধন থেকে। যে অংশটি গড় দক্ষতাজনিত তাকে বিশুদ্ধ মুনাফা বলে। এই বিশুদ্ধ মুনাফা কিন্তু স্বাভাবিক মুনাফা থেকে ভিন্ন পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্পকালে কোনো একজন উৎপদাক প্রান্তিক উৎপাদকের থেকে বেশি দক্ষতাসম্পন্ন হলে তবে তার মোট উৎপন্নমূল্য মোট ব্যয়ের বেশি হবে। এক্ষেত্রে সে স্বাভাবিক মুনাফার চেয়ে বেশি হবে। এক্ষেত্রে সে স্বাভাবিক মুনাফার চেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করবে। বেশি দক্ষতাজনিত এই বাড়তি মুনাফাকে বিশুদ্ধ মুনাফা (pure profit) বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে পূর্ণ-প্রতিযোগিতার বাজারে এটা চলতে পারে না। ফলে সে স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) অর্জন করে। খাজনার মতো

মুনাফা দামের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে না বরঞ্চ দামের দ্বারা নির্ধারিত হয়। দ্রব্যটির দাম ও ব্যয়ের মধ্যে যত পার্থক্য বেশি হবে ততই মুনাফা বৃদ্ধি পারে। মিসেস জন রবিনসনের মতে, স্বাভাবিক মুনাফা এমনই মুনাফা যে অবস্থায় ফার্মের (১) উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধির প্রবণতা থাকেন (২) কোনো নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করে না এবং (৩) কোনো পুরানো ফার্ম শিল্প ছেড়ে চলে যায় না। এই অবস্থা কেবলমাত্র দীর্ঘকালীন পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই সম্ভব সুতরাং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে শিল্পের ভারসাম্য অবস্থায় উদ্যোক্তা যে মুনাফা অর্জন করে তাকেই স্বাভাবিক মুনাফা বলে।

5.13 মুনাফা কি শূন্য হতে পারে?

ওয়াকার (Walker)-এর মতে, মুনাফা হল খাজনার ন্যায়। প্রান্তিক উদ্যোক্তার তুলনায় অধিকতর যোগ্য উদ্যোক্তা যে বাড়তি আয় করে, তাই মুনাফা। দীর্ঘকালে এই পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত বা মুনাফা থাকতে পারে না। কারণ জমির জোগান দীর্ঘকালে সীমাবদ্ধ হলেও উদ্যোগ ক্ষমতা দীর্ঘকালে সীমাবদ্ধ নয়। দীর্ঘকালে নতুন উদ্যোক্তা আসার ফলে মুনাফা কমতে থাকে। ফলে অবশেষে মুনাফা বলে কিছু থাকে না।

কিন্তু এই যুক্তি গতিহীন সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাস্তবে জগত গতিশীল। জনসংখ্যা, রুচি, ফ্যাসান, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদির নিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। সুতরাং, মুনাফা কখনও শূন্য হতে পারে না। যতদিন সমাজে এই গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা থাকবে, ততদিন মুনাফাও থাকবে।

5.14 সংক্ষিপ্তসার

সুদের হার, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে। তাই সুদের হার দেশের অর্থনতির পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা বর্ণনা করলাম সুদ কাকে বলে এবং সুদের হার কীভাবে নির্ধারিত হয়। এই প্রসঙ্গে সুদের হার নির্ধারণে ক্ল্যাসিক্যাল বা ধ্রুপদি ও নয়া ক্ল্যাসিক্যাল নয়া ধ্রুপদি তত্ত্বের অবদান প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে বলা হল। এছাড়া, মুনাফা সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

5.15 অনুশীলনী

● **অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১. সুদ কী?

২. মোট সুদ ও নিট সুদের মধ্যে পার্থক্য কর।

৩. ভোগ বিরতি বলতে কী বোঝ?

৪. মূলধনের চাহিদা বলতে কী বোঝ?

৫. মূলধনের জোগান কাকে বলে?

৬. ঋণযোগ্য তহবিলের জোগান কোন্ কোন্ উৎস থেকে আসে?

৭. ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার উৎসগুলি কী?

৮. মুনাফা কাকে বলে?

● **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১. কীভাবে সুদের হার মূলধনের চাহিদা ও জোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়?

২. নয়া ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বে ঋণযোগ্য তহবিল ও তার ত্রুটি সংক্ষেপে লেখ।

৩. ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব কীভাবে সমালোচিত হয়েছে?

৪. ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের ত্রুটিগুলো লিপিবদ্ধ কর।

৫. মুনাফার উপাদানগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

৬. মুনাফার প্রকৃতি বর্ণনা কর।

৭. মুনাফা কি শূন্য হতে পারে?

● **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১. সুদের হার নির্ধারণে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বটি আলোচনা কর।

২. সুদের হার নির্ধারণে নয়া ক্ল্যাসিক্যাল ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বটি আলোচনা কর।

৩. ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে সুদের হার নির্ধারিত হয় তা ব্যাখ্যা কর।

৪. সুদের হার মূলধনের চাহিদা ও জোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়—এই মত কি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য? যুক্তি দিয়ে আলোচনা কর।

৫. ঋণযোগ্য তহবিল বলতে কী বোঝ? রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখাও যে সুদের হার ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও জোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

৬. সমালোচনাসহ মুনাফার গতিশীলতার তত্ত্বটি আলোচনা কর।

৭. মুনাফার ঝুঁকি বহন তত্ত্বটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। এই তত্ত্বের প্রধান সীমাবদ্ধতাগুলি কী কী?

৮. মুনাফার অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্বটি সমালোচনাসহ বিশ্লেষণ কর।

৯. সুম্‌পিটারের উদ্ভাবন তত্ত্বটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

5.16 গ্রন্থপঞ্জি

- Koutsoyiannis, A : Modern Microeconomics
- দেবেশ মুখার্জি : সমকালীন অর্থবিদ্যা
- প্রবাল দাশগুপ্ত, সম্পৎ মুখার্জী : ব্যষ্টিগত অর্থনীতি

একক 6 ❐ ফার্মের বিকল্প তত্ত্ব

গঠন

6.1 উদ্দেশ্য

6.2 প্রস্তাবনা

6.3 বমলের বিক্রয়জাত উপার্জনের সর্ব্বোচ্চায়ন মডেল

6.4 উইলিয়ামসন-এর পরিচালনগত বিচক্ষণতার মডেল

6.5 ম্যারিস-এর ব্যবস্থাপনা উদ্যোগের মডেল

6.6 সংক্ষিপ্তসার

6.7 অনুশীলনী

6.8 গ্রন্থপঞ্জি

6.1 উদ্দেশ্য

এই একটি পাঠ করলে জানা যাবে

- উইলিয়াম জে. বমলের বিক্রয়জাত উপার্জনের সর্ব্বোচ্চায়ন তত্ত্বটি ;
- অলিভার ই. উইলিয়ামসনের পরিচালনগত উপযোগের সর্বাধিকরণ বা বিচক্ষণতার মডেল যেখানে মুনাফার সর্বাধিকরণের লক্ষ্যের পরিবর্তে পরিচালনগত উপযোগের সর্বাধিকরণের লক্ষ্যই গুরুত্বপূর্ণ ; এবং
- রবিন ম্যারিস-এর ব্যবস্থাপনা উদ্যেগের মডেল

6.2 প্রস্তাবনা

পূর্ণ প্রতিযোগিতা এমন এক বাজার যেখানে অসংখ্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পরের সম্পূর্ণ বিকল্প দ্রব্য কোনোরকম বিধিনিষেধ ছাড়া অবাধে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। বাজার চাহিদা ও জোগান দ্বারা দ্রব্যের দাম একবার নির্ধারিত হলে কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে তার পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। কারণ একজন ক্রেতা বা একজন বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা বা জোগান বাজারের মোট চাহিদা বা জোগানের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই কারণে প্রতিটি ক্রেতা এবং বিক্রেতা দামগ্রহীতা রূপে আচরণ করে এবং বিক্রেতার মূল উদ্দেশ্য হয় মুনাফা সর্বাধিক করা। মুনাফা সর্বাধিককরণের জন্য তাকে কাম্য উৎপাদনের পরিমাণকে নির্ধারণ করতে হয়। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে বিভিন্ন ফার্ম ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য প্রস্তুত করতে পারে। তাদের দ্রব্য পৃথকীকৃত। এই কারণে এডওর্য়াড চেম্বারলিন এসব ফার্মের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্পের পরিবর্তে গোষ্ঠী (group) হিসাবে অভিহিত করেন। প্রতিটি

গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ফার্মগুলি একে অপরের ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এই কারণে কোনো ফার্ম স্বাধীনভাবে উৎপাদন ও দাম নির্ধারণ করতে পারে না। দ্রব্য পৃথকীকৃত হওয়ায় কোন ফার্মের পক্ষে দ্রব্যের চাহিদা ও ব্যয় অবস্থা অন্য ফার্মের চাহিদা ও ব্যয় অবস্থা থেকে পৃথক হতে পারে। ফলে একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ফার্মের উৎপাদন, দাম ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই এক্ষেত্রে প্রতিযোগী ফার্মগুলি দ্রব্যের বিক্রয় বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য পন্থার আশ্রয় নেয়। যদিও ফার্মের প্রচলিত তত্ত্ব অর্থাৎ মুনাফা সর্বাধিককরণ তত্ত্ব এখনও দৃঢ়ভাবে বহাল রয়েছে, তবুও বলা যায় ১৯৬০-এর প্রথম দিকে বেশ কিছু বিকল্প তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ বমল, উইলিয়ামসন, ম্যারিস। এই অর্থনীতিবিদগণ মুনাফা সর্বাধিককরণ অনুমান বা সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রধানত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং আধুনিক ব্যবসার স্বার্থে প্রচলিত তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে মুনাফা সর্বাধিককরণের পরিবর্তে বিক্রয় সর্বাধিককরণ, ফার্মের বৃদ্ধি সর্বাধিককরণ তত্ত্ব, ব্যবস্থাপকের উপযোগ সর্বাধিককরণ তত্ত্বের আলোচনা করেন। ব্যবসায়িক সংস্থার বিকল্প তত্ত্বগুলি নিম্নলিখিত শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় :

১. ফার্মের বিক্রয় সর্বাধিককরণ তত্ত্ব।

২. ফার্মের উপযোগ সর্বাধিককরণ তত্ত্ব।

৩. ব্যবস্থাপকের বৃদ্ধি সর্বাধিককরণ তত্ত্ব।

আমরা এই প্রধান তিনটি বিকল্প তত্ত্ব পরপর আলোচনা করব।

6.3 বমলের বিক্রয়জাত উপার্জনের সর্ব্বোচ্চায়ন মডেল

বমলের এর বিক্রয়জাত উপার্জনের সর্বাধিককরণ তত্ত্বটি হল মুনাফা সর্বাধিককরণের বা সর্ব্বোচ্চায়নের একটি প্রধান বিকল্প তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি হলো মুনাফা সর্বাধিককরণের পরিবর্তে বিক্রয় সর্বাধিককরণ। অলিগোপলি বাজারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাম-বিহীন প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায়। বিক্রেতারা তাদের দ্রব্যের ধরন, নকশা, আকার, সেবা, গুণগত উৎকর্ষ ইত্যাদির রকমফের ঘটিয়ে এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করে থাকে। এই অবস্থায় অলিগোপলি বিক্রেতারা মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে বিক্রয় সর্বাধিককরণের লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৯৫৯ সালে অধ্যাপক বমল (Baumol) গবেষণার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

অধ্যাপক-বমল এর মতে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা ফার্মগুলি নিম্নলিখিত কারণে বিক্রয় সর্বাধিককরণের লক্ষ্য অনুসরণ করে।

প্রথমত, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিক্রয়কে ফার্মের কর্মক্ষমতা সূচক হিসাবে বিবেচনা করে এবং সেই সমস্ত ফার্মকে আর্থিক সহায়তা করে যাদের বিক্রয় ক্রমবর্ধমান।

দ্বিতীয়ত, যদিও মুনাফার হিসাব পাওয়া যায় বৎসরান্তে কিন্তু বিক্রয়ের হিসাব খুব সহজেই ঘন ঘন পাওয়া যায় এবং তার ভিত্তিতে সহজেই পরিচালকের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করা যায়। তাই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের কাছে বিক্রয় সর্বাধিককরণ অনেক বেশি সন্তোষজনক হয় মুনাফা সর্বাধিককরণের চেয়ে।

তৃতীয়ত, শীর্ষ ব্যবসায়িক পরিচালকদের বেতন (Salaries) এবং বাড়তি উপার্জন (Slack Earning) মুনাফার চেয়ে বিক্রয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

চতুর্থত, শীর্ষ ব্যবসায়িক পরিচালকরা ক্রমবর্ধমান বিক্রয়ের সাথে জড়িত দৈনন্দিন সমস্যাগুলি আরও সহজে পরিচালনা করতে পারে।

পঞ্চমত, বাজার সম্প্রসারণের আনুপাতিক হারের চেয়ে বেশি বিক্রয় ক্রমবর্ধমান বাজার শেয়ার নির্দেশ করে এবং যোগসাজসযুক্ত অলিগোপলিতে ফার্মের প্রতিযোগিতামূলক শক্তি এবং দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

এই উপতত্ত্বটিতে এই অনুমান করা হয় যে ফার্মের প্রধান লক্ষ্যই হল আয়তনের যথাসম্ভব বৃদ্ধি ঘটানো। এছাড়া এই অনুমানও করা হয় যে ফার্মকে যদি সর্বোচ্চ মুনাফা এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ বিক্রয়ের মধ্যে একটিকে লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিতে হয়। তাহলে ফার্মটি বিক্রয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ এই লক্ষটিকে বেছে নেবে। সর্বোচ্চ মুনাফাকে লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করবে না।

অলিগোপলি বাজারে বিক্রেতারা তাদের দ্রব্যের বিক্রয় সর্বাধিক করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। বমল (Baumol) অলিগোপলি বাজারে বিভিন্ন ফার্মের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয়টি স্বীকার করেন। তবে তিনি যুক্তি দেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত বাজারের শেয়ার এবং বিক্রয়ের বৃদ্ধির হারের ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ফার্ম অপরাপর ফার্মের প্রতিক্রিয়া অবজ্ঞা করতে পারে। তবে বিক্রয় আয় সর্বাধিকরণের সময় ফার্মকে অবশ্যই কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে হবে যাতে এর পক্ষে শেয়ার হোল্ডার এবং ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির চলতি দায় মেটানো যায়। আমরা এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন ব্যয় ছাড়া মোট আয় ও মোট ব্যয় রেখার সাহায্যে বমলের মডেলটি আলোচনা করব।

বর্তমানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকানার দায়িত্ব এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দুটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত থাকে। বৃহদায়তন ফার্মের ক্ষেত্রে এটাই বাস্তব ঘটনা। এই বাস্তব জ্ঞানকে ভিত্তি করেই উপতত্ত্বটির প্রস্তাবনা ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব থাকে পরিচালকদের ওপর আর ব্যবসার মালিকানা বর্তায় শেয়ার মালিকদের ওপর। শেয়ার মালিকরা শেয়ার থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফার লভ্যাংশ পেলেই সন্তুষ্ট থাকে। তাই শেয়ার মালিকদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য ব্যবসায়িক পরিচালকমন্ডলী ন্যূনতম প্রত্যাশিত নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা সরিয়ে রেখে বিক্রয় আয় সর্বাধিককরণের ওপর জোর দেয়। নিম্নের রেখাচিত্রের সাহায্যে Baumol-এর মডেলটি ব্যাখ্যা করা হলো।

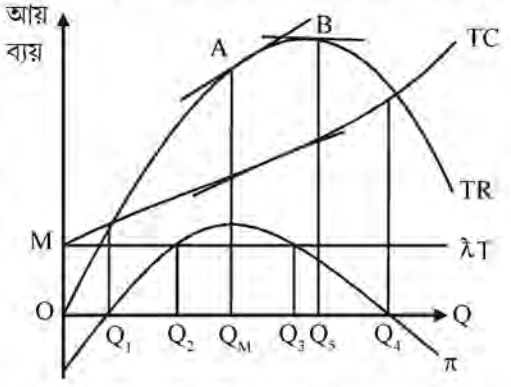

চিত্র : বিক্রয়জাত উপাজনের সর্বোচ্চকরণ তত্ত্ব

রেখাচিত্রে TR,TC এবং π হলো ফার্মের মোট আয়, মোট ব্যয় এবং মোট মুনাফা রেখা। অনুভূমিক অক্ষে উৎপন্ন এবং উল্লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশিত হয়েছে। Q_M উৎপাদনস্তরে মোট মুনাফা (π) সর্বোচ্চ হবে। কিন্তু B বিন্দুতে মোট আয় সর্বোচ্চ হয়। সুতরাং মোট আয় সর্বোচ্চ হয় এমন উৎপাদন স্তর

Q_S দ্বারা প্রকাশ পায়। এই উৎপাদনস্তরে দ্রব্যের চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতা এক বলা যায়। এখন ধরা যাক ফার্মটি ন্যূনতম OM নির্দিষ্ট মুনাফা অর্জন করতে চায়। এক্ষেত্রে আয় সর্বাধিককারী ফার্মের উৎপাদন হবে Q_3, Q_S নয়। এই অবস্থায় OQ_3-র বেশী পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করলে ফার্মটির ক্ষতি হবে এবং ফলস্বরূপ শেয়ার মালিকরা ন্যূনতম পরিমাণ মুনাফা পেতে অসমর্থ হবে। প্রসঙ্গত বলা উচিৎ যে OQ_2 বিক্রির স্তরে ন্যূনতম পরিমাণ মুনাফা শেয়ারমালিকরা পেলেও OQ_S পরিমাণ বিক্রি করলে বিক্রয় আয় সর্বোচ্চ হবে। $OQ_s > OQ_M$, এর অর্থ হলো বিক্রয় সর্বাধিককারী উৎপাদনের পরিমাণ মুনাফা সর্বাধিককারী উৎপাদনের তুলনায় বেশি।

মডেলটির ত্রুটি

অলিগোপলি বাজারে তীব্র দাম প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ফার্ম লিপ্ত হয়। এইজন্য এক সময় অলিগোপলি ফার্ম মুনাফা সর্বাধিককরণের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কাঙ্খিত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে মোট বিক্রয়জনিত আয় সর্বোচ্চকরণের চেষ্টা করে। কিন্তু কিছু কিছু অর্থনীতিবিদদের কাছে নিম্নোক্ত কারণে মডেলটি ত্রুটিপূর্ণ।

প্রথমত, মুনাফার পরিবর্তে দ্রব্যের বিক্রয়জনিত আয় সর্বোচ্চকরণের বিষয়টি কোনো ফার্মের যুক্তিপূর্ণ আচরণের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

দ্বিতীয়ত, বমলের মডেল কোনো সন্তোষজনক অলিগোপলির তত্ত্ব প্রদান করতে পারেনি। কারণ তিনি তার মডেলে অলিগোপলি বাজারে বিভিন্ন ফার্মের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয়টি বিবেচনা করেনি। অলিগোপলি বাজারে কোনো ফার্ম ইচ্ছামত তার দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করতে পারে না। কেন না কোনো ফার্মের বিক্রয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অপর কোনো ফার্মের প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। তাই Baumol-এর মডেল শুধু প্রকৃত প্রতিযোগিতা নয়, একই সাথে সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার বিষয়টিও অবহেলা করেছে বলা যায়।

তৃতীয়ত, বমলের মতে, মুনাফা সর্বোচ্চকরণ এবং দ্রব্যের বিক্রয়জনিত আয় সর্বোচ্চকরণ পরস্পর পরিপূরক নয়, প্রতিযোগিতামূলক।

6.4 উইলিয়ামসন-এর পরিচালনগত উপযোগের সর্বাধিকরণ বা বিচক্ষণতার মডেল

১৯৬০-এর দশকে মার্কিন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অলিভার ই.উইলিয়ামসন মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যটিকে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে একটি বিকল্প লক্ষ্যের কথা বলেন। তিনি বলেন যে, মুনাফার সর্বাধিককরণের লক্ষের পরিবর্তে পরিচালনগত উপযোগের সর্বাধিকরণই হল ব্যবসায়িক পরিচালকদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

অধ্যাপক বমল-এর মতে, অলিগোপলি বাজারে শেয়ার মালিকরা ন্যূনতম পরিমাণ মুনাফা পেতেই আগ্রহী হয়। সেক্ষেত্রে পরিচালন প্রত্যাশিত ন্যূনতম মুনাফার সাপেক্ষে বিক্রয় আয় সর্বাধিককরণের লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়। অধ্যাপক উইলিয়ামসন বলেন যে, শেয়ারমালিকদের মতোই পরিচালকবৃন্দ মুনাফার সর্বোচ্চায়ণের লক্ষ্য অর্জনে আগ্রহী হয় না। প্রকৃতপক্ষে পরিচালকবৃন্দ তাদের নিজেদের উপযোগ সর্বাধিককরণেই আগ্রহী হয়। তারা তাদের উপযোগ সর্বাধিক করতে চায়। এক্ষেত্রে যদিও উপযোগ সর্বাধিককরণ বলতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সফলতার নাগাল পাওয়াকে বোঝান হয়।

উইলিয়ামসন বলেন যে,

১. ব্যবস্থাপনা মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন।

২. ম্যানেজাররা তাদের পরিচালনা করা ফার্মের লক্ষ্য নির্ধারণের বিবেচনামূলক ক্ষমতা ভোগ করে।

৩. ম্যানেজাররা মুনাফা সর্বাধিককরণের পরিবর্তে তাদের নিজেদের উপযোগ সর্বাধিক করে।

উইলিয়ামসনের মতে, ব্যবস্থাপক বা পরিচালকের উপযোগ অপেক্ষকে পরিমাপযোগ্য এবং অপরিমাপযোগ্য চলরাশি আছে। পরিমাপযোগ্য চলরাশিকে Pecuniary বা আর্থিক চলরাশিও বলা হয়। পরিমাপযোগ্য চলরাশিগুলি হলো : ম্যানেজারের বেতন, বাড়তি উপার্জন, অন্যান্য সুবিধা ইত্যাদি। অপরদিকে, অপরিমাপযোগ্য চলরাশিগুলি হলো, ক্ষমতা, মর্যাদা, প্রতিপত্তি, চাকরির নিরাপত্তা, অবস্থা, পেশাদারি দক্ষতা, অর্থ ব্যয় করার বিবেচনামূলক ক্ষমতা বা স্বাধীনতা। সুতরাং উইলিয়ামসন মডেলে ম্যানেজার বা পরিচালকবৃন্দের উপযোগ অপেক্ষকটি হলো :

$Um = f(S, M, I_D)$

S = কর্মচারীদের বেতন (Staff Salary)

M = ব্যবস্থাপনাগত ভাতা (Managerial Emoluments)

I_D = বিবেচনামূলক বিনিয়োগ (Discretionary) বা বিনিয়োগ ব্যয়ে স্বাধীনতা।

S-এর বৃদ্ধি ঘটে শীর্ষ পরিচালকদের জন্য সহায়ক কর্মীদের সম্প্রসারণ এবং পদোন্নতির সাথে। এর বৃদ্ধি শীর্ষ পরিচালক অর্থাৎ ম্যানেজারের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি বা মর্যাদা, পদমর্যাদা, ব্যবস্থাপকদের পেশাদারি সাফল্যকে সূচিত করে। এছাড়াও এটি ম্যানেজারের বাজার মূল্য বৃদ্ধি করে। I_D ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজারের বিনিয়োগের ব্যাপারে নিজের মর্জিমাফিক স্বাধীনতাকে প্রকাশ করে।

পরিচালকেরা শেয়ারমালিকদের সন্তুষ্টির জন্য ন্যূনতম মুনাফাটুকু অর্জন করে উপযোগ সর্বাধিককরণের চেষ্টা করে।

পরিচালনগত উপযোগ সর্বাধিককারী মডেলটির বিশ্লেষণে Williamson নিম্নলিখিত অনুমানগুলি করেন—

১. **চাহিদা অপেক্ষক :** $Q = f(P,S,E)$ যেখানে, Q উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ
P = দাম, S = কর্মচারীদের বেতন
E = পরিবেশগত বিষয় যা চাহিদা রেখার ওপরের দিকে স্থানান্তর ঘটায়

২. **ব্যয় অপেক্ষক :** $C = f(Q)$ যেখানে $\frac{\delta C}{\delta Q} > 0$

৩. **মুনাফার পরিমাপগুলি : (Profit measures)**
a) প্রকৃত মুনাফা (Actual Profit)

$$\pi = R - C - S$$

R = আয়, C = উৎপাদন ব্যয়, S = কর্মচারীদের বেতন

b) উল্লিখিত মুনাফা (Reported Profit) : $\pi_R = \pi - M$

M = ব্যবস্থাপনাগত ভাতা (Managerial Emoluments)

c) সর্বনিম্ন মুনাফা (Minimum Profit) : $\pi_0 = \pi - T$

T = কর এবং

d) বিবেচনামূলক মুনাফা (Discretionary Profit) : $\pi_D = \pi - \pi_0 - T$

উপরিউক্ত অনুমান এবং মাপকাঠিগুলির ভিত্তিতে আমরা এখানে উইলিয়ামসনের মডেলের সরল সংস্করণ ব্যাখ্যা করব। সরল সংস্করণে অনুমান করা হয়, ব্যবস্থাপনাগত ভাতা (M) হল শূন্য। এই অনুধারণার ভিত্তিতে পরিচালনগত উপযোগ অপেক্ষকটিকে লেখা যায়,

Maximise : $U_m = f(S, I_D)$.....(1)

Subject to $\pi > \pi_0 + T$

1 নং সমীকরণের বিবেচনামূলক বিনিয়োগ (I_D)-কে লেখা যায়

$I_D = \pi - \pi_0 - T$.....(2)

2 নং সমীকরণ থেকে বলা যায় যে, পরিচালকরা প্রকৃত মুনাফার (π) একটি অংশ মালিকদের ন্যূনতম মুনাফা (π_0) এবং একটি অংশ কর প্রদানের (T) জন্য আলাদা করে রাখে। প্রকৃত মুনাফার বাকি অংশ পরিচালকদের বিবেচনামূলক বা নিজেদের মর্জিমাফিক বিনিয়োগের জন্য থাকে। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে 2 নং সমীকরণে I_D এবং এবং বিবেচনামূলক মুনাফা (π_D) একই, অর্থাৎ

$I_D = \pi_D$

1 নং সমীকরণে পরিচালকের উপযোগ অপেক্ষকে I_D-র জায়গায় π_D বসিয়ে লেখা যায় :

Max $U_m = f(S, \pi_D)$.....(3)

3 নং সমীকরণটি পরিচালকের উপযোগ অপেক্ষকের চূড়ান্ত রূপ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে S এবং π_D-র মধ্যে একটি পরিবর্ততার সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত মুনাফা (π) নির্দিষ্ট থাকলে, S কে বৃদ্ধি করা যায় π_D কে হ্রাস করে এবং বিপরীতক্রমে S কে হ্রাস করা যায় π_D কে বৃদ্ধি করে। তাই পরিচালকরা তাদের উপযোগ সর্বাধিক করার জন্য S এবং π_D-র একটি সর্বোত্তম সমন্বয় অনুসন্ধান করে। S এবং π_D-র সেই সর্বোত্তম সমন্বয়ে পরিচালকদের উপযোগ সর্বাধিক হয় সেই সমন্বয়কে ফার্মের ভারসাম্য সমন্বয় বলে এবং যে বিন্দুতে এটি নির্ধারিত হয় তাকে ভারসাম্য বিন্দু বলে। ফার্মের এই ভারসাম্যটি নিম্নের রেখাচিত্রে দেখানো হলো।

যেহেতু S এবং π_D-র মধ্যে একটি পরিবর্ততার সম্পর্ক রয়েছে তাই পরিচালকরা S এবং π_D র বিভিন্ন সমন্বয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উপযোগ (U) পায়। এই সমন্বয়গুলির সংযোগকারী রেখা নিরপেক্ষ রেখা U_1 দ্বারা প্রকাশ করা হলো। U_1 হল S এবং π_D-র বিভিন্ন সমন্বয় যা সমান মাত্রার পরিচালনগত তৃপ্তি প্রকাশ করে। একই যুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন মাত্রার মুনাফা π এবং ব্যবস্থাপনাগত উপযোগ সম্পর্কিত স্তরের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ মানচিত্র U_1, U_2, U_3 প্রকাশ করা হয়েছে। উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখা উচ্চতর

মাত্রার ব্যবস্থাপনাগত উপযোগ প্রকাশ করে বিভিন্ন মাত্রার প্রকৃত মুনাফার সাপেক্ষে। এক্ষেত্রে মানচিত্রের সর্বোত্তম বিন্দু নির্ধারণ করতে হবে অর্থাৎ যেখানে নির্দিষ্ট প্রকৃত মুনাফার সাপেক্ষে S এবং π_D সর্বোত্তম হবে।

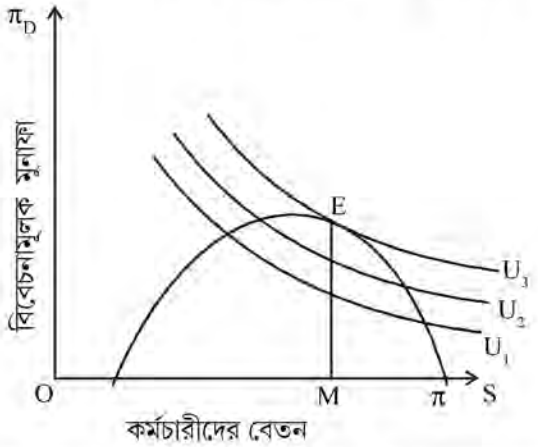

আমরা জানি যে, মুনাফা (π) = TR – TC এবং TR = PQ। তাই, সাধারণ চাহিদা ও ব্যয় অপেক্ষক ধরে নিলে, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুনাফা প্রথমে বৃদ্ধি পাবে এবং পরে হ্রাস পাবে। ফলে মুনাফা (π) রেখাটি উল্টানো 'U' আকৃতির হবে। রেখাচিত্রে π হল মোট মুনাফা রেখা। মুনাফা রেখা এবং ব্যবস্থাপকের নিরপেক্ষ রেখাগুলিকে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ফার্ম E বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করে। এই বিন্দুতে সর্বোচ্চ সম্ভব নিরপেক্ষ রেখা U_3 মুনাফা (π) রেখাকে স্পর্শ করে। তাই E বিন্দুটি হল ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু। এই বিন্দু অনুযায়ী পরিচালকের উপযোগ (U_m) সর্বাধিক হয় EM পরিমাণ সর্বনিম্ন মুনাফার সাপেক্ষে। এই কারণে পরিচালকরা শেয়ার মালিকদের সন্তুষ্টির জন্য ন্যূনতম মুনাফাটুকু অর্জন করে উপযোগ সর্বাধিককরণে আকর্ষিত হয়।

6.5 ম্যারিস-এর বৃদ্ধির হার সর্বাধিককরণ তত্ত্ব

ম্যারিস-এর তত্ত্বের অনুধারণা হল যে একটি কর্পোরেট ফার্মের পরিচালকরা নিজেদের জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা হল ব্যবস্থাপনাগত এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে ফার্মের ভারসাম্যযুক্ত বৃদ্ধির হারকে সর্বোচ্চ করা। তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করতে তিনি ফার্মের বৃদ্ধির হার সর্বাধিককরণের মডেলটি তৈরি করেছিলেন। ম্যারিস ফার্মের বৃদ্ধির হার (G_r) নির্ধারণ করেন এইভাবে :

$G_r = G_D = G_C$ ...(1)

যেখানে G_D = ফার্মের দ্রব্যের চাহিদার বৃদ্ধির হার,

G_c = ফার্মের মূলধন জোগানের বৃদ্ধির হার,

1 নং সমীকরণ বোঝায় যে ফার্ম তার বৃদ্ধির হার সর্বাধিক করতে পারে যখন ফার্মের দ্রব্যের চাহিদার বৃদ্ধির হার ফার্মের মূলধন জোগানের বৃদ্ধির হারের সমান হয়।

ফার্মের বৃদ্ধির হার সর্বাধিককরণে ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজাররা দুটি সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়।

১. ব্যবস্থাপনাগত সীমাবদ্ধতা (Managerial Constraints)

২. আর্থিক সীমাবদ্ধতা (Financial Constraints)

ব্যবস্থাপনাগত সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়

ক) পরিচালকদের পরিচালনা ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জনের সীমাবদ্ধতা এবং

খ) পরিচালকদের নিজের কাজের নিরাপত্তার কারণে। অপরদিকে, আর্থিক সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় পরিচালক বা ব্যবস্থাপকদের নিজের উপযোগ অপেক্ষক যা তারা সর্বাধিক করতে চেষ্টা করে এবং মালিকদের উপযোগ অপেক্ষক-এর মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে।

ম্যারিস পরিচালক বা ব্যবস্থাপকদের উপযোগ এবং মালিকদের উপযোগ অপেক্ষককে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেন।

ম্যানেজারের উপযোগ অপেক্ষক :

$U_m = f$ (মজুরি, ক্ষমতা, পদমর্যাদা, চাকরির স্থায়িত্ব)

মালিকের উপযোগ অপেক্ষক :

$U_o = f$ (মুনাফা, মূলধন, উৎপাদন, বাজারের অংশ, জনখ্যাতি)।

আপাতদৃষ্টিতে এই দুই উপযোগ অপেক্ষকের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ম্যানেজার এবং মালিকের উপযোগ সর্বাধিককরণের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। ম্যারিস যুক্তি দেন যে, ম্যানেজার এবং মালিকদের উপযোগের মধ্যে পার্থক্য এতটা বিস্তৃত নয় যা ফার্মের ব্যবস্থাপনা তত্ত্বে তৈরি করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন যে, দুটি উপযোগ অপেক্ষক একটি মাত্র চলরাশিতে রূপান্তরিত হয়। সেটি হল ফার্মের আয়তনের স্থায়ী বা অবিচলিত বৃদ্ধি।

ম্যারিস-এর মতে, ফার্মের ম্যানেজারদের কাছে ফার্মের আয়তনের স্থায়ী বা অবিচলিত বৃদ্ধি নির্ভর করে দুটি বিষয়ের ওপর। একটি হল G_D অর্থাৎ ফার্মের দ্রব্যের চাহিদার বৃদ্ধির হার এবং অপরটি হল G_C অর্থাৎ ফার্মের মূলধনের জোগানের বৃদ্ধির হার। সেই কারণে তিনি ম্যানেজার এবং ফার্মের মালিকদের উপযোগ অপেক্ষককে পুন:সংজ্ঞায়িত করেন নিম্নলিখিতভাবে :

$U_m = f(G_D)$.....(2)

$U_o = f(G_C)$ .....(3)

ম্যারিসের মতে, ম্যানেজার তার উপযোগ অপেক্ষক U_m সর্বাধিক করতে চায় এমনভাবে যাতে $G_D = G_C$ হয়। তাই ম্যারিস একে 'সুষম বৃদ্ধির হার' বা স্থায়ী অথবা 'ভারসাম্যযুক্ত বৃদ্ধির হার' (balanced growth rate) বলেন। ফার্ম ভারসাম্য লাভ করে যখন এই 'সুষম বৃদ্ধির হার' অর্জন করতে পারে। ম্যানেজারের উদ্দেশ্য হল 'সুষম বৃদ্ধির হার' কে সর্বাধিক করা, যাতে $G_D = G_C$ হয়। তাই ফার্ম ভারসাম্য লাভ করে যেখানে

$G_{r\,(max)} = G_D = G_c$ হয়। .....(4)

তিনি তাই G_D এবং G_c কে কর্মক্ষম শর্তাবলির সাপেক্ষে নিম্নোক্তরূপে পুনঃসংজ্ঞায়িত করেন :

$G_D = f(d,k)$

যেখানে d = পণ্যের বৈচিত্র্য,

k = নতুন পণ্যের সাফল্যের হার এবং $G_C = \bar{r}(\pi)$

যেখানে $\bar{r}$ হল আর্থিক নিরাপত্তা অনুপাত যা মুনাফার (π) একটি স্থায়ী বা ধ্রুবক অনুপাত হিসাবে অনুমান করা হয়।

ম্যারিসের মডেলে ধরে নেওয়া হয় যে $\bar{r}$ অর্থাৎ আর্থিক নিরাপত্তা অনুপাত পরিচালক (manager) দ্বারা বিষয়ভিত্তিকভাবে নির্ধারিত হবে।

আমরা এখন ম্যারিসের তত্ত্বের আরেকটি দিক বিশ্লেষণ করব। সেটি হল ম্যানেজারের আর্থিক নীতি (financial policy)।

আর্থিক নীতি (Financial Policy) : পরিচালক অর্থাৎ ম্যানেজাররা তাদের নিজস্ব এবং মালিকদের উপযোগ সর্বাধিকরণের মধ্যে অর্থাৎ ভারসাম্য অর্জন করার জন্য একটি বিচক্ষণ আর্থিক নীতি গ্রহণ করে। আর্থিক নীতি প্রণয়নের জন্য ম্যানেজাররা তিনটি অনুপাত ব্যবহার করে।

১. ঋণ অনুপাত বা লিভারেজ $(r_1) = \frac{\text{ঋণের মূল্য}}{\text{মোট সম্পদ}}$

২. তারল্য অনুপাত $(r_2) = \frac{\text{তরল সম্পদ}}{\text{মোট সম্পদ}}$

৩. মুনাফা বা লাভ ধরে রাখার অনুপাত $(r_3) = \frac{\text{অপরিবর্তিত বা ধরে রাখা মুনাফা}}{\text{মোট সম্পদ}}$

ম্যানেজাররা সবসময়ই ঋণ অনুপাত একটি পরিচালনযোগ্য সীমার মধ্যে রাখে সুদ পরিশোধের উচ্চ দায় এড়ানোর জন্য। এই কৌশলের কারণ হল, উচ্চ ঋণ অনুপাতের কারণে ফার্ম দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে এবং কম বা নিম্ন ঋণ অনুপাতের অর্থ হল ফার্মের নিজের সম্পদের ওপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীলতা যা মূলধন বৃদ্ধির ওপর একটি সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে। একইভাবে, উচ্চ ও নিম্ন তারল্য অনুপাত (r_2) এড়ানো হয়। কারণ উচ্চ তারল্য অনুপাত প্রভাবশালী মালিক গোষ্ঠীর দ্বারা ব্যবসা দখলের ঝুঁকিকে বৃদ্ধি করে যাতে তারা তাদের অন্যান্য উদ্যোগের জন্য তারল্য ব্যবহার করতে পারে। অপরদিকে, নিম্ন তারল্য অনুপাত এড়ানো হয়, কারণ এটি নিম্ন আর্থিক লিভারেজ এবং অর্থপ্রদানের বাধ্যবাধকতা পূরণের কম ক্ষমতাকে বোঝায়। এটি সাধারণত ফার্মকে তার প্রতিপত্তির ক্ষতি এবং এমনকি দেউলিয়াপনার দিকে নিয়ে যায়।

মুনাফা বা লাভ ধরে রাখার অনুপাত এমন একটি স্তরে বজায় রাখা হয় যা শীর্ষ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনকে বাধা দান করে এবং শেয়ারের দাম যুক্তিসঙ্গতভাবে বেশি রাখতে সাহায্য করে। অপরদিকে,

কম মুনাফা ধারণ রাখার অনুপাত এড়িয়ে যাওয়া হয় কারণ এর অর্থ লাভের উচ্চ বণ্টন যা তার প্রতিযোগী ফার্ম বা আক্রমণকারীদের দ্বারা দখলের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে পারে। আর বেশি বা উচ্চাধারণ অনুপাত এড়ানো হয় কারণ এর ফলে শীর্ষ পরিচালকদের প্রতিস্থাপনের ঝুঁকি বেশি থাকে। সংক্ষেপে, একটি বিচক্ষণ আর্থিক নিরাপত্তা অনুপাত r ম্যানেজাররা তৈরি করে যা তিনটি আর্থিক অনুপাতের একটি ভারযুক্ত গড়।

6.6 সংক্ষিপ্তসার

মুনাফার সর্বাধিককরণকে লক্ষ্য হিসাবে না রেখে একটি সন্তোষজনক মুনাফায় তুষ্ট থেকে ফার্ম-এর বিক্রয়জাত মোট উপার্জনকে সর্ব্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়াই হল মার্কিন অর্থশাস্ত্রী উইলিয়ম জে. বমলের আসল উদ্দেশ্য, যা তিনি তাঁর গ্রন্থ Business Behaviour, Value and Growth (1959)-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী করলে বলতে হবে যে একটি ফার্ম যদি বিক্রয়জাত উপার্জনকে সর্ব্বোচ্চস্তরে নিয়ে যেতে সচেষ্ট থাকে তাহলে সেই ফার্মটি উৎপদানকে সেইস্তরে বেঁধে রাখবে যা মুনাফা সর্ব্বোচ্চায়নকারী উৎপাদন স্তরের চেয়ে ওপরে থাকে; এবং উৎপন্নের জন্য যে দাম ধার্য করে সেই দামটি হবে মুনাফা সর্ব্বোচ্চায়নকারী দামের চেয়ে কম। এই সিদ্ধান্তটি স্পষ্পভাবে বোঝাবার জন্য ৬.৩ রেখাচিত্রের আশ্রয় নেওয়া হল। অন্যদিকে, অলিভার ই. উইলিয়ামসন তাঁর তত্ত্বে বলেছেন যে মুনাফা সর্বাধিককরণের লক্ষ্য কখনই জয়েন্ট স্টক প্রতিষ্ঠানের জন্য নয়। পক্ষান্তরে, উপযোগ সর্বাধিককরণই হল ম্যানেজারদের একমাত্র উদ্দেশ্য। রবিন ম্যারিসের তত্ত্বের ধারণা হল ফার্মের বৃদ্ধির হার সর্বাধিক করা। যদিও তা আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং ব্যবস্থাপনাগত সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে যা কর্পোরেট ফার্মের পরিচালক নির্ধারণ করে।

6.7 অনুশীলনী

● **অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা কত?

২. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দ্রব্যের প্রকৃতি কীরূপ?

৩. অধ্যাপক বমলের মডেলের প্রধান ভিত্তি কী?

৪. অলিগোপলি বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কত?

৫. উইলিয়ামসন মডেলের মূল উদ্দেশ্য কী?

৬. ম্যারিস মডেলের মূল উদ্দেশ্য কী?

৭. ঋণ অনুপাত কাকে বলে?

৮. তারল্য অনুপাত কাকে বলে?

৯. মুনাফা ধরে রাখার অনুপাত কাকে বলে?

১০. বমলের বিক্রয়জাত উপার্জনের সর্ব্বোচ্চায়ন উপতত্ত্বের অনুমানগুলি কী কী?

● **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

- বমল কী উদ্দেশ্যে বিক্রয়জাত উপার্জনের সর্বাধিককরণ মডেলটি উপস্থাপনা করেন?
- মুনাফা সর্বাধিককরণের বিপরীতে যে সমস্ত মডেল উপস্থাপিত হয়েছে তাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।
- উইলিয়ামসন মডেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
- ম্যারিস-এর বিচক্ষণতার মডেলে তিনি কী ধারণা উপস্থাপিত করেছেন?

● **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১. বমলের বিক্রয় সর্বাধিককরণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর।

২. বমলের মতে কী কী কারণে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি বিক্রয় সর্বাধিককরণ লক্ষ্য অনুসরণ করে?

৩. বমলের মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলি আলোচনা কর।

৪. উইলিয়ামসনের পরিচালনগত উপযোগ সর্বাধিককরণ তত্ত্বটি আলোচনা কর।

৫. উইলিয়ামসন মডেলের অনুমানগুলি আলোচনা কর।

৬. ফার্মের ভারসাম্যযুক্ত বৃদ্ধির হার সর্বাধিককরণের ম্যারিসের মডেলটি আলোচনা কর।

৭. ম্যারিস-এর বিচক্ষণতার মডেল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

6.8 গ্রন্থপঞ্জি

- Koutsoyiannis, A : Modern Microeconomics
- N. Dwivedi : Managerial Economics
- দেবেশ মুখার্জি : বাণিজ্যিক অর্থনীতি
- Gupta, G. S. : Managerial Economics
- Fisher, Timothy & Waschik, Robert (2002) : *Managerial Economics*

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

-- সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— Subhas Chandra Bose

Price : ₹ **250.00**
(Not for sale to the Students of NSOU)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064 &
Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006